ইসরায়েলের আত্মরক্ষা
আইনের উর্ধ্বে নয়
পৃষ্ঠা ২৯

প্রথম আলো

Prothom Alo North America

21 December 2023, Thursday, 7th Year, Issue 353, 40 Pages

আপন আলোয়
উদ্ভাসিত অনামিকা
চক্রবর্তী পৃষ্ঠা ২৫

২১ ডিসেম্বর ২০২৩, ৬ পৌষ ১৪৩০, ৮ জমাদিউস সানি ১৪৪৫, বৃহস্পতিবার, বর্ষ ৭, সংখ্যা ৩৫৩, পৃষ্ঠা: ৪০

'গণতন্ত্র হারালে আমেরিকার আর কিছুই থাকে না'

দলের অনিবার্য প্রার্থী হয়ে উঠছেন ট্রাম্প

ইব্রাহীম চৌধুরী

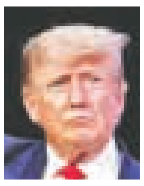

ডোনাল্ড ট্রাম্প

প্রতিটা বিপত্তিতেই সাবেক প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প আরও শক্তিশালী হয়ে উঠছেন। ২০২৪ সালের নির্বাচনে তাঁকে দমানোর কোন উপায় দেখছেন না কেউ। প্রেসিডেন্ট বাইডেন বলেছেন, ট্রাম্প আমেরিকার গণতন্ত্র জন্য হুমকি। গণতন্ত্র হারালে আমেরিকার আর কিছুই থাকে না বলে বাইডেন উল্লেখ করেন।

কলোরাডো ফেডারেল আদালতের রায়ের পর দলে তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বীরাও এখন ট্রাম্পকে সমর্থন করছেন। ডোনাল্ড ট্রাম্পের পক্ষে জনমতের পারদ উর্ধ্বগামী।

এরপর পৃষ্ঠা ২৬ কলাম ১

ক্রিসমাস ট্রি লাইটিং ডিসেম্বর মাসে নিউইয়র্ক সিটির আকর্ষণ রকফেলার সেন্টারের ক্রিসমাস ট্রি লাইটিং। সন্ধ্যা থেকে মধ্যরাত পর্যন্ত প্রজ্বলিত থাকে এর ৫০ হাজারের বেশি নানা রঙের বাতি। উৎসবের এ মৌসুমে পর্যটকদের অন্যতম গন্তব্য নিউইয়র্কের রকফেলার সেন্টার। ২০ ডিসেম্বর ছবিটি তুলেছেন ঈশরা চৌধুরী।

আবার আসিব ফিরে এই সিলেটে: প্রধানমন্ত্রী

নির্বাচনী প্রচারণা শুরু

২০ ডিসেম্বর সিলেটে প্রথম নির্বাচনী জনসভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে শেখ হাসিনা এ কথা বলেন।

রোমেনা রোজী, সিলেট

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। ফাইল ছবি

দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের নির্বাচনী প্রচারণা শুরু করেছেন দলের সভানেত্রী ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সিলেটে হযরত শাহজালাল ও হযরত শাহপরানের মাজার জিয়ারতের মধ্য দিয়ে।

প্রধানমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, এই নৌকা নূহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম নবির নৌকা। এ নৌকায়ই মানবজাতিকে রক্ষা করেছেন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন। এই নৌকায় ভোট দিয়ে এদেশের মানুষ স্বাধীনতা পেয়েছে। আবার নৌকা যখনই ক্ষমতায় এসেছে- মানুষের আর্থ-সামাজিক উন্নতি হয়েছে।

২০ ডিসেম্বর বুধবার বিকাল সাড়ে ৪টায় সিলেট জেলা ও মহানগর আওয়ামী লীগ আয়োজিত আলিয়া মাদরাসা মাঠে নির্বাচনী জনসভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যকালে শেখ হাসিনা এ কথা বলেন।

এরপর পৃষ্ঠা ২৬ কলাম ১

নির্বাচন হবে স্বতন্ত্রদের নিয়ে, রাজনৈতিক দলের সঙ্গে নয়

দ্বাদশ জাতীয় নির্বাচন

নির্বাচনে আ.লীগ-জাপাকে ২৬টি আসন ছেড়ে দিয়েছে। মনে করা হচ্ছে আ.লীগের বিদ্রোহীরা জাতীয় পার্টি থেকে বেশি আসন পেতে পারেন।

- ২০০ আসনে কোন প্রতিযেগিতা হবে না বলে মনে করা হচ্ছে।
- স্বতন্ত্র প্রার্থীশূন্য ৭৯ আসনের বেশির ভাগেই ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের 'হেভিওয়েট' নেতারা প্রার্থী হয়েছেন।

তানভীর সিদ্দিকী

এবারও বাংলাদেশের অন্যতম প্রধান দল বিএনপি নির্বাচেন অংশ নিচ্ছে না। তাই ভিন্ন এক নির্বাচন দেখবে বাংলাদেশের মানুষ। তাহলে কি হবে এবারের নির্বাচনে। দ্বাদশ সংসদ নির্বাচনে ৩০০ আসনে স্বতন্ত্র বা বিদ্রোহী প্রার্থীর সাথে ভোট যুদ্ধ হবে মাত্র ১০০টি আসনে । বাকী আসনের প্রার্থীরা এক প্রকার নির্বাচিত হয়ে আছেন। তার মানে হচ্ছে ২০০ আসনে কোন প্রতিযেগিতা হবে না। এ ২০০ আসনে কোথাও কোথাও ২/৩জন প্রার্থী থাকলেও তাদের প্রতিদ্বন্দ্বীরা জামানত ফেরৎ পাবেন কিনা সন্দেহ। কারণ এ সব প্রার্থীকে এলাকায় কেউ চেনেন না। তবে ঢাকা এবং চট্টগ্রামে আওয়ামী লীগ বা জাতীয় পার্টির প্রার্থীরা নির্বিঘ্নে জিতে যাচ্ছেন। কারণ এ সব আসনে শক্ত কোন প্রার্থী নেই।

এবারের নির্বাচনে সারা দেশের ৩০০ আসনে মোট ১৮৯৬জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। অর্থাৎ প্রতি আসনে ছয় জনের বেশি। এরমধ্যে ৩০০ আসনে কেবল প্রতিদ্বন্দ্বিতা হবে ১০০ আসনের মধ্যে। তাও আবার স্বতন্ত্র বা বিদ্রোহী আওয়ামী লীগ প্রার্থীর মধ্যে। নির্বাচনে সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঢাকার আসনগুলো। সেগুলোর খবর নিয়ে দেখা গেছে, ঢাকা - ১ আসনে আওয়ামী লীগের সালমান ফজলুর রহমান সাথে যমুনা টিভি এবং যুগান্তর পত্রিকার মালিক জাতীয় পার্টি প্রার্থী সালমা ইসলাম ভোট যুদ্ধে নামবেন। পুরো ঢাকা মিলে এই একটি আসনে কিছুটা আলোচনায় আছেন। তবে সবাই মনে করেন সালমার চেয়ে সালমান এফ রহমানের জনপ্রিয়তা অনেক বেশি। ঢাকা ২ আসনে কামরুল ইসলাম (আ.লীগ) এর সাথে জাতীয় পার্টি শাকিল আহম্মেদ,

এরপর পৃষ্ঠা ২৬ কলাম ৪

অসহযোগের কথা বলে ট্যাক্স না দিলে ব্যবস্থা: কাদের

ঢাকা অফিস

ওবায়দুল কাদের

অসহযোগের কথা বলে কেউ ট্যাক্স না দিলে ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এবং সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের। বৃহস্পতিবার সকালে রাজধানীর ধানমন্ডিতে আওয়ামী লীগের সভাপতির রাজনৈতিক কার্যালয়ে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে তিনি এ মন্তব্য করেন।

ওবায়দুল কাদের বলেন, যারা অসহযোগের কথা বলে, তারা ট্যাক্স, ইউটিলিটি বিল না দিলে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। বাড়ি ভাড়া আদায় করা হবে।

আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক বলেন, যে দল আন্দোলনের আসর থেকে পালিয়ে গেল, তাদের ডাকে মানুষ অসহযোগ আন্দোলন করবে, এ কথা

এরপর পৃষ্ঠা ২৬ কলাম ২

অসহযোগ আন্দোলনের ডাক এবার বিএনপির

দ্বাদশ জাতীয় নির্বাচন

৭ জানুয়ারির নির্বাচনকে 'বানর খেলার আসর' হিসেবে মন্তব্য করে ওই নির্বাচন বর্জনের আহ্বান জানান হয়।

ঢাকা অফিস

দেড় মাসের বেশি সময় ধরে অবরোধ ও হরতাল পালন করে আসা বিএনপি এবার সরকারের বিরুদ্ধে 'সর্বাত্মক অসহযোগ আন্দোলনে'র ডাক দিয়েছে। এই আন্দোলনে অংশ নিয়ে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নির্বাচনী দায়িত্ব পালন থেকে বিরত থাকতে বলা হয়েছে। সরকারকে কর, খাজনা এবং বিদ্যুৎ-গ্যাস-পানির বিল পরিশোধ বন্ধ করে দেওয়া এবং ব্যাংকে আমানত না রাখার আহ্বান জানানো হয়েছে জনগণকে। একই সঙ্গে বিভিন্ন মামলার আসামি দলীয় নেতা-কর্মীদের আদালতে হাজিরা দিতে নিষেধ করেছে দলটি।

গতকাল বুধবার এক ভার্চুয়াল সংবাদ সম্মেলনে বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী দলের পক্ষ থেকে অসহযোগ আন্দোলনের এই ঘোষণা দেন। এদিন আরেক ভার্চুয়াল সংবাদ সম্মেলনে নির্বাচন

বর্জন ও অসহযোগ আন্দোলনের পক্ষে নতুন কর্মসূচি ঘোষণা করেন রিজভী। ঘোষিত কর্মসূচি অনুযায়ী, ২৪ ডিসেম্বর আবারও সারা দেশে সর্বাত্মক অবরোধ করবে বিএনপি। এর আগের তিন দিন (২১, ২২ ও ২৩ ডিসেম্বর) করবে সারা দেশে জনসংযোগ। বিএনপির পাশাপাশি যুগপৎ আন্দোলনে যুক্ত গণতন্ত্র মঞ্চ, ১২ দলীয় জোট, জাতীয়তাবাদী সমমনা জোটসহ সরকারবিরোধী অন্য দলগুলোও এসব কর্মসূচি পালন করবে।

অসহযোগ আন্দোলনের ঘোষণা দিয়ে রিজভী বলেন, 'প্রতিটি নাগরিকের অধিকার প্রতিষ্ঠার স্বার্থে আজ (বুধবার) থেকে অবৈধ সরকারকে সব ধরনের

এরপর পৃষ্ঠা ২৬ কলাম ৪

যুক্তরাষ্ট্র যা বলেছে 'আরব বসন্ত' প্রসঙ্গে

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

রাশিয়ার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র মারিয়া জাখারোভা বিবৃতিতে বলেছিলেন বাংলাদেশে আরব বসন্তের মতো ঘটনা ঘটাতে পারে যুক্তরাষ্ট্র। সেই বিবৃতির পর বিষয়টি উঠে এসেছে মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের প্রেস ব্রিফিংয়ে।

১৯ ডিসেম্বর মঙ্গলবার স্থানীয় সময় মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের মুখপাত্র ম্যাথু মিলারের কাছে এক সাংবাদিক বিষয়টি নিয়ে জানতে চাইলে তিনি বলেন, আমরা বাংলাদেশে একটি অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনকে সমর্থন করি এ ছাড়া আমার আর কোনো মন্তব্য নেই।

একই সময় মিলারের কাছে সাংবাদিক প্রশ্ন করেন, ১৯ ডিসেম্বর

এরপর পৃষ্ঠা ২৬ কলাম ৪

চিন্তা শুধু বাংলাদেশের নির্বাচন নিয়ে?

সেলিম খান

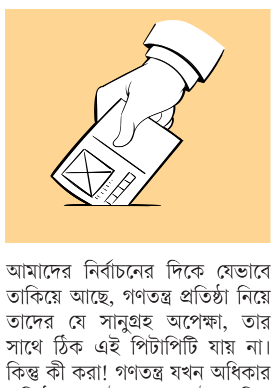

'আমি ভোটের লাগিয়া ভিখারী সাজিনু/ ফিরিনু গো দ্বারে দ্বারে/ আমি ভিখারী না শিকারি গো/ আমায় আসল কেউ বলিল না...'—বহুকাল আগে দাদাঠাকুর শরচ্চন্দ্র পণ্ডিত এই 'ভোট রঙ্গের গান' লিখেছিলেন। এখন থাকলে কী লিখতেন কে জানে? গত ১৮ ডিসেম্বর প্রতীক পাওয়ার পর থেকে প্রার্থীদের সমর্থকেরা যেভাবে মারামারি শুরু করেছেন, তাতে কাউকে আর 'ভোটের লাগিয়া ভিখারী' বলে মনে হচ্ছে না।

এখন পর্যন্ত ৭ জানুয়ারি, ২০২৪ ভোটের দিন ধার্য আছে। ৫ জানুয়ারি পর্যন্ত প্রচার চলবে। এই সময়কালে না জানি কী ধুন্দুমার ঘটে। সারা দুনিয়া আমাদের নির্বাচনের দিকে যেভাবে তাকিয়ে আছে, গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা নিয়ে তাদের যে সানুগ্রহ অপেক্ষা, তার সাথে ঠিক এই পিটাপিটি যায় না। কিন্তু কী করা! গণতন্ত্র যখন অধিকার প্রতিষ্ঠার লড়াই, সে লড়াইয়ে কিছু

এরপর পৃষ্ঠা ২৯ কলাম ৪

অভিবাদন মহান মুক্তিযুদ্ধে সামরিক বাহিনী পালন করেছে অগ্রসর ভূমিকা। বিজয়ের ৫২ বছর পরও লাল সবুজের পতাকাকে স্যালুট জানালে বাংলাদেশের প্রতিটি মানুষের বুকে স্পন্দন উঠে। ১৬ ডিসেম্বর নিউইয়র্কে জাতিসংঘ বাংলাদেশ স্থায়ী মিশনে দেশের পতাকাকে অভিবাদন জানাচ্ছেন প্রতিরক্ষা উপদেষ্টা ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মো. সাদেকুজ্জামান। ছবি: সৈয়দ মাসুদুল কবির

CHISHTI CPA PC

চিশতী একাউন্টিং অ্যান্ড ট্যাক্স সার্ভিসেস

Trusted Accounting and Tax Services.

Over 13 years of Accounting and Taxation Experience.

আমাদের অফিস জ্যাকসন হাইটসের প্রাণকেন্দ্রে

ইনকাম ট্যাক্সে আমাদের সেবাসমূহ
- ব্যক্তিগত ট্যাক্স রিটার্ন
- কর্পোরেট ট্যাক্স রিটার্ন
- স্মল বিজনেস ট্যাক্স রিটার্ন
- সেল্ফ-এম্পলয়েড ট্যাক্স রিটার্ন (উবার, লিফট, ক্যাব ড্রাইভারস)
- একাউন্টিং বুককিপিং, ইমিগ্রেশন ফরম পূরণ, বিজনেস গঠন

ইনকাম ট্যাক্স
- Individual Tax Return
- Corporate Tax Return
- Small Businesses Tax Return
- Self-employed (Uber/Lyft/Cab drivers)

NOTARY PUBLIC

একাউন্টিং ও বুককিপিং
- Payroll
- W2s, 1099s
- Financial Statements
- Sales Tax Quarterly and year end filings

Call/email/make appointment at www.chishtiaccounting.com T:917-832-7785 C: 347-515-3858 E: chishti@chishtiaccounting.com 73-19 Broadway, Jackson Heights NY11372

Mohammed K. Chishti, CPA, MBA

Queens Social Adult Day Care Center Inc

কুইন্স সোসাল এডাল্ট ডে-কেয়ার সেন্টার ইন্ক

কুইন্স সোসাল এডাল্ট ডে-কেয়ার সেন্টার ইন্ক একটি ডে-কেয়ার সার্ভিস সেন্টার। আমরা লিঙ্গ, জাতি অথবা ধর্ম বৈষম্যহীনভাবে সবধরণের গ্রাহক সেবা প্রদান করি। আমরা দুরারোগে অসুস্থ্য এবং প্রতিবন্ধী গ্রাহকদের, প্রবীণ ব্যক্তিদের নিরাপদ এবং উপযুক্ত ডে-কেয়ার সার্ভিস প্রদান করে থাকি। আমরা নিশ্চিত করি যেন গ্রহক মানসম্পন্ন সেবা আমাদের সেন্টার থেকে পেতে পারেন যাতে করে তাকে কোন নার্সিং হোমে যেতে না হয়। মেট্রোপলিটন এলাকায় আমাদের অভিজ্ঞ কর্মীরা সর্বাত্মক ডে-কেয়ার সেবা প্রদান করে থাকেন।

ব্যক্তিগত পরিচর্যা

আমাদের প্রাথমিক লক্ষ্য গ্রাহককে সাহায্য করা। আমরা গ্রাহকের ব্যক্তিগত চাহিদা সম্পর্কে পরিপূর্ণ পরিচর্যার পরিকল্পনা তৈরী করি। পরিচর্যা পরিকল্পনাসমূহ হচ্ছেঃ

- নাস্তা ও দুপুরের খাবার পরিবেশন (হালাল)
- ফিল্ডট্রিপস (পিকআপ এন্ড ড্রপস)
- ডায়াবেটিক প্রতিরোধক কার্যক্রম
- নিম্নলিখিত সেবাসমূহে আবেদনে সহায়তা (মেডিকেইড, মেডিকেয়ার, ফুড স্ট্যাম্প, এসএসআই, উইক, অক্ষমতা আয়, চাইল্ড সাপোর্ট, নগদ সহায়তা, ভাড়া, এইচইএপি)
- চুলকাটা ও প্রসাধনী সহায়তা
- ওজু ও নামাজের ব্যবস্থা
- টেলিভিশন, ইন্টারনেট ও কম্পিউটার
- ইংরেজী ও কম্পিউটার ক্লাস
- সংগীত চর্চা ও শোনার ব্যবস্থা

শিক্ষা কার্যক্রম

- কম্পিউটার ও প্রযুক্তি দক্ষতা প্রশিক্ষণ
- গ্রন্থাগার

শারিরীক স্বাস্থ্য কার্যক্রম

- ইয়োগা, তাইচি, ব্যয়াম ও জিমের ব্যবস্থা
- ফিজিক্যাল থেরাপী

মানসিক স্বাস্থ্য পরামর্শ

- রিলাক্সেশন স্কিল ট্রেনিং
- পরামর্শ এবং সহায়তা গ্রুপ
- মানসিক স্ট্রেস ম্যানেজমেন্ট

বিনোদনমূলক কার্যক্রম

- পিকনিক
- যাদুঘর ভ্রমণ
- সমুদ্র সৈকতে পার্টি
- নৌ-ভ্রমণ ও মৎস শিকার

আধ্যাত্মিক কার্যক্রম

- শান্ত সময়
- ধ্যান

অবসর কার্যক্রম

- কেরাম বোর্ড
- লুডু
- দাবা
- ধাঁধা
- অধ্যায়ন

We speak Spanish, Urdu, Hindi & Arabic

আমরা নিজস্ব ট্রান্সপোর্টে ফ্রি পিকআপ এবং ড্রপ করে থাকি

আমরা ৭ দিনই খোলা

For details information please contact

ENGINEER MAHFUZUL HAQUE

MS in Telecom (Pace University, NY), US Coast Guard Licensed Captain

148-41 Hillside Ave, Jamaica, NY 11435

718-647-4444, 646-591-6782 | info@qsadcc.com | www.qsadcc.com

জ্যামাইকার সাটফিন বুলেভার্ডে এই প্রথম বাংলাদেশি ডাক্তার

আমরা ইমিগ্রেশনের জন্য মেডিকেল করি

মোহাম্মদ এ. ওয়াহিদ, এমডি
বোর্ড সার্টিফাইড মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

আমাদের সেবাসমূহ

- যত্নসহকারে পূর্ণাঙ্গ স্বাস্থ্যসেবা দেওয়া হয়
- প্রাইমারি কেয়ার/ইন্টারনাল মেডিসিন
- রক্ত, প্রস্রাব, ইকেজি, সনোগ্রাম, এলার্জি পরীক্ষার ব্যবস্থা আছে
- হজ ও ওমরাহ যাত্রীদের জন্য ফ্লু/ভ্যাকসিন
- জব, স্কুল, টিএলসি সম্পর্কিত শারীরিক পরীক্ষা (ফিজিক্যাল এক্সাম)
- হেলথ ইনসুযরেন্স ছাড়া রোগীদের বিশেষভাবে চিকিৎসার ব্যবস্থা আছে
- ফ্রি ব্লাড প্রেসার ও ডায়াবেটিস পরীক্ষার ব্যবস্থা আছে
- স্কুল ফর্ম পূরণ, WIC ফর্ম, PAP Smear পরীক্ষা, ড্রাগ টেস্ট করা হয়
- স্কুল–কলেজের জন্য প্রয়োজনীয় টিকা দেওয়া হয়।
- প্রেগন্যান্সি টেস্ট করা হয়।
- অন্য সব ধরনের চিকিৎসা অত্যন্ত যত্নসহকারে করা হয় এবং পরার্মশ দেওয়া হয়।
- আমরা প্রায় সব ধরনের ইনসুরেন্স গ্রহণ করে থাকি।
আমাদের অফিস প্রায় ৭ দিনই খোলা।

আপনি জানেন কি?

- বাংলাদেশি ও ভারতীয় অভিবাসীদের হৃদরোগের আশঙ্কা অন্যান্য আমেরিকানদের চেয়ে বেশি।
- আপনার কোলেস্টেরল, ব্লাড প্রেসার, ডায়াবেটিস, হার্টের অসুখ, থাইরয়েড, এ্যাজমা (হাঁপানি), বাতের ব্যথা, চর্মরোগ, এলার্জি, যৌন রোগসহ যাবতীয় মেডিকেল সমস্যার জন্য পরীক্ষা এবং চিকিৎসা করিয়ে নিন।
- নিয়মিত শারীরিক পরীক্ষা ও বয়স অনুযায়ী নির্ধারিত SCREEN করিয়ে ভবিষ্যৎ রোগের আশঙ্কা সম্পর্কে জেনে নিন।

রুবিনা আক্তার, এমডি
বোর্ড সার্টিফাইড মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

WAHID MEDICAL PLLC

147-28, Hillside Avenue, Jamaica, NY-11435
Tel: 718-487-3671, Fax: 718-487-3715

Gehi & Associates
ATTORNEYS AT LAW
www.gehilaw.com

Grand Opening
আমরা এখন Jackson Height

ফ্রি কনসালটেশন

74-09 37th Ave, Suite 205, Jackson Heights, NY 11372 — TEL: 718-263-5999
104-05 Liberty Ave, Ozone Park, NY-11417 — TEL: 718-577-0711
173-29, Jamaica Ave, Jamaica, NY-11432 — TEL 718-764-6911

*ইমিগ্রেশন *ব্যাংক্র্যাপসি *ক্রেডিট কার্ড মেটার *ডিভোর্স *সিটিজেনশিপ *চাইল্ড কাস্টডি
*চাইল্ড সাপোর্ট অর্ডার অব প্রোটেকশন *সব ধরনের ভিসা ও ফিয়ানসি ভিসা প্রসেসিং

- Do you want apply for a green card?
- Are you being deported?
- Are you having credit card problems?
- Are you unable to pay your debts?
- Has your bank account been sealed?
- Are you getting harrassed by creditors?

আমরা বাংলায় কথা বলি

WE ARE OPEN 7 DAYS a week

IF YOU ANSWERED YES, WE CAN HELP YOU TO RESOLVE YOUR DEBT, IMMIGRATION, BANKRUPTCY AND CREDIT CARD MATTERS.

ON MANY OCCASIONS, OUR CLIENTS DEBTS WERE CLEARED WITHOUT PAYING ANYTING TO THEIR CREDITORS, PRIOR RESULTS DO NOT GUARANRTEE FUTURE OUTVCOME

সুরাইয়া রহমান

CALL: 718-263-5999

*তুলনামূলকভাবে কম ফি *সন্ধ্যা এবং সাপ্তাহান্তে এপয়েন্টমেন্টের সুযোগ

SMART REALTY

"Merry Christmas from all of us to all of you"
"From our home to yours, we wish you a very Merry Christmas and a happy holiday season!"

Looking For a new home this holiday season in Maryland??

Please Call me (240)-437-7156

Prokash Gomes
REALTOR

Email: williamprokash@gamil.com
Phone: 240-437-7156
Address: 1700 Elton Road, Suite 201, Silver Spring, MD 20903
Website: www.smartrealymd.com

KARNAFULLY HOME CARE

[কর্ণফুলী ট্যাক্স সার্ভিসের আরেকটি বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান]

WE CARE
YOUR FAMILY
LIKE OURS

সততা এবং
বিশ্বস্ততাই
আমাদের
বৈশিষ্ট্য

NYS
Department of
Health CDPAP

মেডিকেইড অনুমোদিত
CDPAP - এর আওতায়
আপনার পছন্দসই প্রিয়জনকে
সর্বোচ্চ স্বাস্থ্যসেবা
প্রদানের মাধ্যমে
অর্থ উপার্জন করুন

হোম কেয়ার সার্ভিস
নিলে আপনিও পেতে পারেন
প্রতি মাসে বাড়ি ভাড়া বাবদ
সর্বোচ্চ $৮০০ । আজই আসুন

Mohammed Hasem, MBA
President and CEO

347-621-6640
Fax: 347-338-6799
karnafullyhc@gmail.com
hasem@lovetocarehhc.com
info@lovetocarehhc.com

Main Office
167-18 Hillside Avenue, 2nd Fl
Jamaica, NY, 11432

Jackson Heights Branch
37-20 74th Street, 2nd Fl
Jackson Heights, NY, 11372

Buffalo Branch
1114 Walden Avenue
Buffalo, NY, 14211

www.lovetocarehc.com

সম্পাদকীয়

মুক্তিযুদ্ধ, ৫২ বছর, প্রাপ্তি ও প্রত্যাশার স্বাধীনতা

স্বাধীনতা মানে আত্মমর্যাদা। আত্মমর্যাদার সঙ্গে বেঁচে থাকা। সব ধরনের অনাচার, বৈষম্য, শোষণ, নির্যাতনের বিপরীতে আইনের শাসন, ন্যায়বিচার, সুষম বণ্টন, অর্থনৈতিক মুক্তি, মানবিক মূল্যবোধ, অসাম্পদায়িক গণতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তোলা। এইগুলোই আমাদের আত্মমর্যাদা ও একই সঙ্গে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা। একটি স্বাধীন জাতি আত্মমর্যাদা নিয়ে বেঁচে থাকবে এটাই স্বাভাবিক। কারণ পরাধীন জাতির কখনো আত্মমর্যাদা থাকে না এবং আত্মমর্যাদা নিয়ে বেঁচে থাকতেও পারে না।

মুক্তিযোদ্ধা এমন একটি নাম, যে নামের সঙ্গে একটি দেশ ও জাতি অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। যে মুক্তিযোদ্ধাদের জন্ম না হলে বাংলাদেশ পৃথিবীর বুকে একটি স্বাধীন দেশ হিসেবে পরিচিতি লাভ করত কি না, সন্দেহ। মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে দেশের স্বাধীনতা নামক সূর্যের উদয় হয়। মুক্তিযোদ্ধারা পরাধীনতার শৃঙ্খল ছিঁড়ে শোষণমুক্ত একটি গণতান্ত্রিক স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা করতে নিজেদের জীবন বিসর্জন দিয়েছিলেন। যেখানে ব্যক্তিস্বাধীনতা, অর্থনৈতিক মুক্তি, সুরাজনীতির চর্চা, গণতান্ত্রিক অধিকার, সাম্য ও ন্যায়নীতিতে পরিপূর্ণ থাকবে। মুক্তিযোদ্ধাদের স্বপ্নের রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা হয়েছে; স্বাধীনতার পর প্রায় অর্ধশত বছর পার করতে চলেছি। কিন্তু আমরা কি মুক্তিযোদ্ধাদের প্রত্যাশিত রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশ গড়তে পেরেছি?

মহান মুক্তিযোদ্ধাদের প্রত্যাশা ছিল পরাধীনতার শৃঙ্খল ছিঁড়ে শোষণমুক্ত একটি গণতান্ত্রিক স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা। মানুষের মৌলিক অধিকারসমূহ তথা অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিত্সা, স্বাস্থ্য, পুষ্টি, কর্মসংস্থান প্রভৃতি নিশ্চিত করে সমাজের সব ক্ষেত্রে বৈষম্য দূর করা। মুক্ত চিন্তা-চেতনায় সমৃদ্ধ অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ গড়ে তোলা। সব নাগরিকের জন্য সামাজিক ও অর্থনৈতিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করা। ব্যক্তিস্বাধীনতা ও গণমাধ্যমের স্বাধীনতাসহ মানবাধিকারসমূহ নিশ্চিত করা। বাঙালির নিজস্ব ভাষা ও সংস্কৃতির আলোকে বৈষম্যহীন সমাজ প্রতিষ্ঠা করা। কিন্তু মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বা উদ্দেশ্য রক্ষায় আমরা ব্যর্থ হয়েছি। স্বাধীন রাষ্ট্র পেয়েছি ঠিক, মুক্তিযোদ্ধাদের প্রত্যাশা অনুযায়ী দেশ গড়তে পারিনি। আজও অনেকে তাদের ন্যূনতম মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চিত এবং সামাজিকভাবে অবহেলিত। সঠিক বাসস্থান, স্বাস্থ্য, খাদ্য, শিক্ষা ও চিকিত্সা থেকে বঞ্চিত। সমাজব্যবস্থায় এখনো সামাজিক ও অর্থনৈতিক বৈষম্য বিদ্যমান। অর্থনৈতিক ব্যবস্থা কতিপয় বিত্তশালী ও টেন্ডারবাজের হাতে কুক্ষিগত। মুক্তিযোদ্ধারা দিগন্তের ঈষাণকোণে বৈষম্যের যে ঘনঘটা দেখে দেশ স্বাধীনের জন্য ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন, সেই বৈষম্য এখনো বিদ্যমান। এই বৈষম্য তথা অসমতাই মানবসমাজের উন্নয়ন-অগ্রগতির প্রধান প্রতিবন্ধক। এর ফলে ধনী আরো ধনী, গরিব আরো নিঃস্ব হচ্ছে। যদিও স্বাধীনতার পর বাংলাদেশে দারিদ্র্য কমেছে, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বেড়েছে, কিন্তু একই সঙ্গে মানুষে মানুষে অসমতাও বেড়ে গেছে। সামাজিক-রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা, অনিশ্চয়তা ও নিরাপত্তাহীনতার বাস্তবতাই হচ্ছে অর্থনৈতিক বৈষম্য আর তার থেকে সৃষ্ট সামাজিক সংকট। দেশকে ক্ষুধা-দারিদ্র্যের অভিশাপমুক্ত করতে হলে প্রথমেই সম্পদের সুষম বণ্টন-ব্যবস্থার ওপর নজর দিতে হবে। ধনী ও দরিদ্রের মধ্যকার এই বৈষম্য লাগামহীনভাবে বাড়তে পারে না, যদি নীতি ও আইনের দ্বারা সব ক্ষেত্রে সব নাগরিকের সমান অধিকার নিশ্চিত করা হয়।

সরকারি-বেসরকারি সংস্থা, সংগঠন ও প্রতিষ্ঠানে সর্বত্র অনিয়ম আর দুর্নীতি বিরাজমান। দুর্নীতি আমাদের অর্থনৈতিক মেরুদণ্ড ভেঙে দিচ্ছে। স্বাধীনতা লাভের পরও দুর্নীতির কারণে আমরা অর্থনৈতিকভাবে সমৃদ্ধশালী হতে পারিনি। এ কারণে ক্ষুধা, দারিদ্র্য এবং এর থেকে সৃষ্ট সামাজিক সংকটের সমুদ্রে আমরা ভেসে যাচ্ছি। দুর্নীতি নামক এই ব্যাধি থেকে নিস্তার পাওয়ার পথ হচ্ছে সমাজ ও রাষ্ট্রের বেশ কিছু ক্ষেত্রে ব্যাপক সংস্কার সাধন এবং জবাবদিহি ও স্বচ্ছতার প্রসার ঘটানো। দুর্নীতি রোধে আইনের কঠোরতা বাড়াতে হবে এবং সরকারের পাশাপাশি সর্বস্তরের সচেতন নাগরিকদেরও দুর্নীতির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে হবে। সামাজিকভাবে দুর্নীতিবাজদের বয়কট করতে হবে এবং দুর্নীতির বিরুদ্ধে জনসচেতনতা ও প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে। একটি দুর্নীতিমুক্ত সুখী-সমৃদ্ধ দেশ গড়াই ছিল বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম অঙ্গীকার। তাই আসুন আমরা সবাই মিলে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উজ্জীবিত হয়ে মুক্তিযোদ্ধাদের প্রত্যাশা বৈষম্যহীন, দুর্নীতিমুক্ত ও অপসংস্কৃতিমুক্ত নিজস্ব সংস্কৃতির আলোকে দেশ গড়তে এগিয়ে যাই।

মানুষ স্বপ্ন দেখে, স্বপ্ন দেখতে ভালোবাসে। একাত্তরে বাঙালি জাতি স্বপ্ন দেখেছিল পরাধীনতার শিকল ভাঙার। স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন। মুক্তির স্বপ্ন। স্বাধীনতা মানুষের জন্মগত অধিকার। এ অধিকার কেউ কেড়ে নিতে ও খর্ব করতে পারে না। বিখ্যাত ফরাসি দার্শনিক রুশো বলেছেন, ‘মানুষ স্বাধীন হয়ে জন্মায়, কিন্তু জীবনের সর্বত্র সে থাকে শৃঙ্খলাবদ্ধ’। তাই একাত্তরে বাঙালি জাতি জন্মগত অধিকার প্রতিষ্ঠার লড়াইয়ে মুক্তিযুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছিল। পরাধীনতার শৃঙ্খল ভেঙে পাকিস্তানিদের পরাজিত করতে সক্ষম হয়েছিল বাঙালি জাতি। এ শিকল ভাঙার গান শুনিয়েছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব। মূলত তাঁর নির্দেশিত পথে ৩০ লাখ শহীদের রক্তের বিনিময়ে বাঙালি জাতি স্বাধীনতা অর্জন করে।

স্বাধীনতার ৫০ বছরে আমরা একটি সুষ্ঠু গণতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা নির্মাণ করতে পারিনি। মুক্ত প্রশাসন ব্যবস্থা গড়ে না উঠার কারণে সর্বক্ষেত্রে দুর্নীতি আজ দানা বেঁধেছে। ফলে দুর্নীতি সর্বব্যাপী রূপ নিয়েছে। নারীর ক্ষমতায়ন হয়েছে ঠিকই কিন্তু নারী নির্যাতন বন্ধ ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করা যায়নি। শিক্ষায় দেশ এগিয়ে যাচ্ছে। আসলে আমাদের রাজনীতিতে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার অভাবে রাষ্ট্রের সর্বত্র রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে দ্বন্দ্ব, সংঘাত, হানাহানি, অনৈক্যের কারণে রাজনীতি হয়েছে সন্ত্রাস ও দুর্নীতিনির্ভর- যা স্বাধীন দেশ হিসেবে তা কোনোভাবেই কাঙ্ক্ষিত নয়। স্বাধীনতার ৫২ বছরে এ দেশের রাজনীতিবিদরা যতটুকু দেশের উন্নয়নে আত্ম নিয়োগ করেছে তার চেয়ে বহুগুণে নিজেদের মধ্যে ঝগড়া বিবাদে জড়িয়ে পড়েছে। অর্থনৈতিক মুক্তির জন্য প্রয়োজন একটি সুষ্ঠু গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা ও রাজনৈতিক ঐক্য। এটা গড়ে না উঠার কারণে দেশের কাঙ্ক্ষিত উন্নয়ন হচ্ছে না। রাজনৈতিক দলগুলো শুধু নিজেদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে চলেছে। আমরা যতক্ষণ নিজেদের ভেদাভেদ ভুলে গিয়ে ঐক্যবদ্ধ হতে না পারব ততক্ষণ কাঙ্ক্ষিত উন্নয়ন ও স্বাধীনতাকে অর্থবহ করতে পারব না। তাই আসুন আমরা শপথ নিই একটি সুন্দর বাংলাদেশ গড়ে তোলার। দেশকে ভালো বাসি এবং শোষণ দুর্নীতিমুক্ত অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ গড়ে তুলি।

স্বাধীনতার ৫২ বছরে আমাদের পেছনে ফিরে তাকানোর কোনো সময় নেই। সময় এখন সামনে এগিয়ে যাওয়ার। বাংলাদেশের অর্থনীতিকে সমৃদ্ধি করতে সর্বাগ্রে প্রয়োজন রাষ্ট্রের সর্বক্ষেত্রে সুশাসন প্রতিষ্ঠা, স্বচ্ছতা, জবাব দিহিতা নিশ্চিত করা।

সর্বপরী রাজনৈতিক নেতৃত্বের ঐক্যবদ্ধ প্রয়াস। সবচেয়ে বড় বিষয়টি হলো সমগ্র জনতাকে এ লক্ষ্যে ঐক্যবদ্ধ করতে হবে। দুর্নীতি রোধ, সুশাসন একটি ন্যায়ভিত্তিক সমাজ গঠনে সব ভেদাভেদ ভুলে গিয়ে সুষ্ঠু পরিকল্পনার মাধ্যমে দেশের মানুষের ভাগ্যোন্নয়নে এগিয়ে আসতে হবে। তবেই লাখো শহীদের স্বপ্ন পূরণ হবে।

স্বাধীনতার বিজয়: ১৬ ই ডিসেম্বর বিজয় দিবস

ইমরান চৌধুরী বি.ই.এম

৫২ বছর আগে এই দিনে, পাকিস্তানের কাছ থেকে স্বাধীনতার অন্বেষণে বাংলাদেশ বিজয়ী হওয়ায় বাঙালির দৃঢ়চেতা চেতনা শিখরে পৌঁছেছিল। ১৬ই ডিসেম্বর বাংলাদেশে বিজয় দিবস হিসাবে পালিত হয়, সেই ঐতিহাসিক মুহূর্তটিকে স্মরণ করে যখন বাঙালি জনগণ নয় মাস দীর্ঘ স্বাধীনতা সংগ্রামের পর তাদের সার্বভৌমত্ব রক্ষা করেছিল।

এক ঐতিহাসিক জার্নি : দ্য বার্থ অব বাংলাদেশ

বাংলাদেশের স্বাধীনতার লড়াইয়ের শিকড় ১৯৭১ সাল পর্যন্ত উত্তাল সময়ের মধ্যে ফিরে আসে। বঞ্চনার ক্রোধ, অর্থনৈতিক বৈষম্য এবং সাংস্কৃতিক পার্থক্য পূর্ব পাকিস্তানের বাংলাভাষী জনগোষ্ঠীর মধ্যে অসন্তোষকে জ্বালাতন করে সেই ১৯৪৭ সাল থেকেই , যার ফলে স্বায়ত্তশাসনের দাবি ওঠে। পশ্চিম পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকার একটি নৃশংস দমন-পীড়ন দিয়ে প্রতিক্রিয়া জানায়, যা বাঙালি জনগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে ব্যাপক নৃশংসতা শুরু করে।

টিপিং পয়েন্টটি ২৫ শে মার্চ, ১৯৭১ এ এসেছিল, যখন পাকিস্তানি সামরিক বাহিনী অপারেশন সার্চলাইট শুরু করেছিল, বাঙালির স্বাধীনতা আন্দোলনকে দমন করার লক্ষ্যে একটি নৃশংস অভিযান। এই অভিযানের সময় সহিংসতা ও মানবাধিকার লঙ্ঘনের মাত্রা ছিল বিস্ময়কর, যা বাঙালিকে হতাশার দ্বারপ্রান্তে ঠেলে দেয়। এমন প্রতিকূলতার মধ্যেও বাঙালি জাতীয়তাবাদী, বুদ্ধিজীবী ও সাধারণ নাগরিকরা ঐক্যবদ্ধভাবে নিপীড়নের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায়। এই অস্থিরতার মধ্যে, ক্যারিশম্যাটিক, অবিসংবাদিত নেতা এবং জাতির পিতা শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। এই ঘোষণাটি মুক্তির জন্য একটি দীর্ঘ এবং কঠিন সংগ্রামের সূচনা করে, যা মুক্তিবাহিনী গঠনে পরিণত হয়। লিবারেশন আর্মি এবং পাকিস্তানি সামরিক বাহিনী ও বাঙালি বাহিনীর মধ্যে শুরু হয় একটি পূর্ণাঙ্গ যুদ্ধ। একটি গেরিলা যুদ্ধ।

পরবর্তী নয় মাসে, বাঙালি জনগণ বাস্তুচ্যুতি, জীবনহানি এবং নিয়মতান্ত্রিক গণহত্যা সহ অপরিসীম কষ্ট সহ্য করে এবং কয়েক শত হাজার মা ও বোনদের ইজ্জত লুটে নেয় ঐ পিশাচ বর্বর পাকিস্থান আর্মি। মুক্তিবাহিনী এবং তাদের স্থিতিস্থাপকতা এবং দৃঢ় সংকল্প কখনই নড়বড়ে হয়নি। বাঙালি জনগণের স্বার্থে বিশ্বব্যাপী সমর্থন সমাবেশের মাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধ আন্তর্জাতিক মনোযোগ আকর্ষণ করে।

১৬ই ডিসেম্বর, ১৯৭১ : বিজয় দিবস

যুদ্ধের টার্নিং পয়েন্ট আসে ১৬ই ডিসেম্বর, ১৯৭১, যখন পাকিস্তানি সামরিক বাহিনী, ক্ষতবিক্ষত এবং হতাশ হয়ে ভারতীয় সামরিক বাহিনী এবং মুক্তিবাহিনীর যৌথ বাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ করে। এই ঐতিহাসিক মুহূর্তটি যুদ্ধের সমাপ্তি এবং স্বাধীন বাংলাদেশের জন্মের ইঙ্গিত দেয়।

পৃথিবীর ইতিহাসে সবচেয়ে লজ্জাজনক স্যারেন্ডার করে ঐ পৈশাচিক পাকিস্তান আর্মি – ৯৩, ০০০ সৈন্য সেদিন সারেন্ডার করে ঢাকায় । আত্মসমর্পণের সনদে ঢাকায় স্বাক্ষর করেছিলেন পূর্ব পাকিস্তানের পাকিস্তানি সামরিক কমান্ডার লেফটেন্যান্ট জেনারেল এ.এ.কে. নিয়াজি এবং যৌথ ভারতীয় ও মুক্তিবাহিনী বাহিনীর কমান্ডার লেফটেন্যান্ট জেনারেল জগজিৎ সিং অরোরা। রমনা রেসকোর্সে অনুষ্ঠানটি হয়েছিল, যা এখন সোহরাওয়ার্দী উদ্যান নামে পরিচিত, বাঙালি জনগণের উল্লাস ও উচ্ছ্বাসের মধ্যে, যারা তাদের সার্বভৌম জাতির জন্য দীর্ঘকাল আকাঙ্ক্ষিত ছিল।

সেদিন বাতাসে যে আনন্দ ও স্বস্তি ছড়িয়েছিল তা বর্ণনাতীত ছিল। ঢাকার রাজপথ, এবং প্রকৃতপক্ষে সমগ্র বাংলাদেশের, উদযাপনের ধ্বনিতে ভরে ওঠে। মুক্তিযোদ্ধাদের আত্মত্যাগ এবং আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের অটল সমর্থনের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে সর্বস্তরের মানুষ উৎসবে যোগ দেয়।

স্বাধীনতার উত্তরাধিকার: স্বাধীনতা উদযাপন

আজ, ১৬ ই ডিসেম্বর, বাংলাদেশে একটি জাতীয় ছুটির দিন হিসেবে পালিত হয় বিজয় দিবস। দিবসটি বিভিন্ন অনুষ্ঠান ও কর্মকাণ্ড দ্বারা চিহ্নিত করা হয় যা মুক্তিযুদ্ধের সময় ত্যাগীদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে এবং স্বাধীনতার জন্য জীবন উৎসর্গকারী শহীদদের আত্মাকে সম্মান জানায়।

প্রধান বিজয় দিবস উদযাপন রাজধানী শহর ঢাকায় ঘটে, যেখানে জাতীয় প্যারেড গ্রাউন্ড উৎসবের কেন্দ্রবিন্দু। দিনটি সাধারণত জাতীয় পতাকা উত্তোলন এবং জাতীয় সঙ্গীত গাওয়ার মধ্য দিয়ে শুরু হয়। বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী এবং অন্যান্য গণ্যমান্য ব্যক্তিরা সাভারে জাতীয় শহীদ স্মৃতিসৌধে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন , যারা জাতির জন্য তাদের জীবন উৎসর্গ করেছেন তাদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা।

বিজয় দিবসের কুচকাওয়াজ দেশের সামরিক শক্তি

> স্মৃতিগুলি মর্মস্পর্শী, ক্ষতিগুলি গভীর, তবে এই ব্যক্তিগত বিবরণগুলির মাধ্যমে, আমরা অগণিত অজ্ঞাত বীরদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাই যারা স্বাধীনতার জন্য তাদের সর্বস্ব দিয়েছিলেন। তাদের আত্মত্যাগ যেন কখনো ভোলা না যায়, এবং বিজয় দিবসের চেতনা আগামী প্রজন্মকে অনুপ্রাণিত করে।

প্রদর্শন করে, যেখানে অস্ত্র ও সরঞ্জামের প্রদর্শন এবং সশস্ত্র বাহিনীর কন্টিনজেন্টদের মার্চ পাস্ট দেখানো হয়। ফাইটার জেটগুলি অ্যারোবেটিক প্রদর্শন করে, যা জাতির শক্তি এবং সার্বভৌমত্বের প্রতীক হিসাবে দেশপ্রেমের উচ্ছ্বাসে অনুরণিত হয়। সরকারি অনুষ্ঠানের বাইরেও তৃণমূল পর্যায়ে দিবসটি পালিত হয়। বিজয় দিবসের তাৎপর্য এবং তাদের পূর্বপুরুষদের ত্যাগ সম্পর্কে তরুণ প্রজন্মকে শিক্ষিত করার জন্য স্কুল, কলেজ এবং স্থানীয় সম্প্রদায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, কুচকাওয়াজ এবং আলোচনার আয়োজন করে।

স্বাধীনতার আনন্দ: ৫২ বছরের অগ্রগতির প্রতিফলন

যেহেতু বাংলাদেশ ৫২ তম বিজয় দিবস উদযাপন করছে, এটি স্বাধীনতার পর থেকে দেশটির অর্জিত উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি এবং উন্নয়নের প্রতিফলন করার একটি উপলক্ষও। যুদ্ধ এবং ধ্বংসযজ্ঞের ছাই থেকে, বাংলাদেশ একটি স্থিতিস্থাপক এবং গতিশীল জাতি হিসাবে আবির্ভূত হয়েছে, বিশ্ব মঞ্চে নিজেকে একটি গুরুত্বপূর্ণ খেলোয়াড় হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য অসংখ্য চ্যালেঞ্জ অতিক্রম করে।

সাম্প্রতিক দশকগুলোতে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। একবার একটি দরিদ্র জাতি হিসাবে চিহ্নিত, দেশটি তার জনগণের স্থিতিস্থাপকতা এবং পরিশ্রমের দ্বারা চালিত ধারাবাহিক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অনুভব করেছে। টেক্সটাইল ও গার্মেন্টস শিল্প, বিদেশী শ্রমিকদের কাছ থেকে রেমিট্যান্স এবং কৃষি খাতের অগ্রগতি অর্থনৈতিক ল্যান্ডস্কেপ গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

তাছাড়া, স্বাস্থ্যসেবা, শিক্ষা এবং লিঙ্গ সমতার মতো সামাজিক সূচকে বাংলাদেশ উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি করেছে। শিক্ষায় বিনিয়োগের ফলে ক্রমবর্ধমান শিক্ষিত এবং দক্ষ জনশক্তি বৃদ্ধি পেয়েছে, যা বিভিন্ন ক্ষেত্রে দেশের উন্নয়নে অবদান রাখছে। স্বাস্থ্যসেবা পরিষেবা উন্নত করার উদ্যোগগুলি জনস্বাস্থ্যের অগ্রগতি, মৃত্যুর হার হ্রাস এবং সামগ্রিক সুস্থতার দিকে পরিচালিত করেছে।

বাংলাদেশের প্রাণবন্ত সংস্কৃতি ও শিল্পকলায়ও স্বাধীনতার চেতনা স্পষ্ট। দেশের সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য, সঙ্গীত, নৃত্য, সাহিত্য এবং শিল্পের মাধ্যমে প্রকাশিত, বাঙালি জনগণের স্থিতিস্থাপকতা এবং বৈচিত্র্যকে প্রতিফলিত করে। পহেলা বৈশাখ, বাংলা নববর্ষ এবং ভাষা আন্দোলন দিবসের মতো উৎসবগুলো জাতির সাংস্কৃতিক পরিচয় ও গর্বকে আরও শক্তিশালী করে।

সামনের দিকে তাকিয়ে: চ্যালেঞ্জ এবং আকাঙ্খা

যদিও বাংলাদেশ তার স্বাধীনতার পর থেকে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি করেছে, জাতি চলমান চ্যালেঞ্জ এবং আকাঙ্ক্ষার মুখোমুখি। দারিদ্র্য, দুর্নীতি, পরিবেশগত স্থায়িত্ব এবং রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা সরকার এবং নাগরিকদের জন্য একইভাবে কেন্দ্রবিন্দু। যাইহোক, বিজয় দিবসের চেতনা একটি অনুস্মারক হিসাবে কাজ করে যে প্রতিকূলতাকে জয় করা বাঙালির ডিএনএতে নিহিত রয়েছে।

বাংলাদেশ যেহেতু ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে আছে, এই চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করার এবং একটি জাতি গঠনের জন্য একটি সম্মিলিত সংকল্প রয়েছে যা ক্রমাগত উন্নতি ও অগ্রগতি করে। তরুণরা, তাদের পূর্বপুরুষদের আত্মত্যাগে অনুপ্রাণিত হয়ে, জাতির ভাগ্য গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। শিক্ষা, উদ্ভাবন এবং সামাজিক ন্যায়বিচারের প্রতিশ্রুতি বাংলাদেশের অব্যাহত প্রবৃদ্ধির জন্য অনুঘটক।

ভারতের প্রতি কৃতজ্ঞতা: সংহতির বন্ধন

বিজয় দিবসের এই শুভ উপলক্ষ্যে, বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় ভারতের অটল সমর্থনের জন্য স্বীকার করা এবং তার প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। ১৯৭১ সালে, ভারত বাঙালিদের স্বাধীনতার সন্ধানে সহায়তা করার ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। ভারতীয় সামরিক বাহিনী, মুক্তিবাহিনীর সাথে সহযোগিতায়, বাংলাদেশের জনগণের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দাঁড়িয়েছিল, ১৬ ডিসেম্বরের চূড়ান্ত বিজয়ে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছিল। সেই সংকটময় সময়ে দুই দেশের মধ্যে বন্ধুত্ব ও সংহতি একটি গভীর বন্ধন গড়ে তুলেছিল যা বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত। কূটনৈতিক সম্পর্ক বিজয় দিবসে, বাংলাদেশ ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনী এবং তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর নেতৃত্বের ত্যাগের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে একটি মুহূর্ত নেয়, যার দূরদর্শিতা এবং সাহস একটি নতুন এবং স্বাধীন বাংলাদেশের ভাগ্য গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে স্থায়ী বন্ধুত্ব সংগ্রাম ও বিজয়ের যৌথ ইতিহাসের একটি প্রমাণ, যা বিশ্বকে ঐক্য ও সহযোগিতার শক্তির কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

সংগ্রামের মধ্য দিয়ে একটি ব্যক্তিগত যাত্রা: উদ্বাস্তু থেকে বিজয় দিবস উদযাপন পর্যন্ত

আমরা যখন ৫২ তম বিজয় দিবসকে স্মরণ করি, এই ঐতিহাসিক অনুষ্ঠানে আমার ব্যক্তিগত প্রতিফলনগুলি ত্যাগ, স্থিতিস্থাপকতা এবং ক্ষতির বর্ণনার সাথে গভীরভাবে জড়িত। ১১ বছর বয়সে, আমার পরিবার এবং আমি নিজেদেরকে ভারতে আশ্রয় খুঁজতে হয়েছিল, পাকিস্তানি সামরিক বাহিনীর দ্বারা বাঙালি জনগণের উপর নৃশংস দমন-পীড়নের কারণে একটি মরিয়া পদক্ষেপটি প্রয়োজন ছিল অতীব জীবন বাঁচানোর অদম্য ইচ্ছায় । আমার পিতা, মুক্তিবাহিনীর একজন বীর নেতা, ১৯৭১ সালের ২৭শে মার্চ শমশেরনগর বিমানবন্দরে বিদ্রোহের সূচনা করে পূর্ব পাকিস্তান রাইফেলসের প্রথম কোম্পানি কমান্ডার হিসেবে । মুক্তিবাহিনীর ৪ নম্বর সেক্টরের কৈলাশহর সাব-সেক্টরের সাব-সেক্টর কমান্ডার।

সেই উত্তাল সময়ে, আমার বড় ভাই, মাত্র ১৭ বছর বয়সী, গেরিলা মুক্তিযোদ্ধাদের দলে যোগ দেন। দুঃখজনকভাবে, তিনি পাকিস্তান সেনাবাহিনীর হাতে ধড়া পড়েন, ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় স্বাধীনতার ঘোষণার ১৭ দিন আগে ১৯৭১ সালের ২১শে নভেম্বর নির্মমভাবে নিহত হওয়ার আগে নির্মম নির্যাতন সহ্য করেন। এমন ভয়ঙ্করভাবে প্রিয়জনকে হারানোর বেদনা আমার পরিবারের ইতিহাসের বুকে জড়িয়ে আছে।

এই ব্যক্তিগত ক্লেশ, তবে, আমার মত অসংখ্য পরিবারের ত্যাগের প্রতীক। কর্তব্যের আহ্বান আমাদেরকে বাস্তুচ্যুত, বিচ্ছেদ এবং পরিবারের প্রিয় সদস্য হারানোর গভীর দুঃখ সহ্য করতে বাধ্য করেছিল। যখন আমি এই ইতিহাসটি লিখছি, তখন এটি একটি ভারী হৃদয়ে এবং মাতৃভূমির প্রতি গভীর কর্তব্যবোধের সাথে আমি সেই সংগ্রাম এবং ত্যাগের কথা বর্ণনা করি যা আজ আমরা যে স্বাধীনতা উদযাপন করছি তার জন্য অনেক উপায়ে পথ প্রশস্ত করেছে। ভারতে আমাদের আশ্রয় নিছক আশ্রয় খোঁজার গল্প নয়, বরং সংকটের সময় দেশগুলোর মধ্যে সংহতির প্রমাণ ছিল। ভারতীয় জনগণ এবং সরকারের উদার সমর্থন অনেক বাঙালি পরিবারের জন্য একটি জীবনরেখা প্রদান করেছে, যা আমাদের অনিশ্চয়তার ঝড়কে মোকাবেলা করার অনুমতি দিয়েছে। মুক্তিবাহিনীতে একজন কমান্ডার হিসেবে আমার বাবার ভূমিকা, ভিন্ন ফ্রন্টে লড়াই করে, মুক্তিযুদ্ধের সংজ্ঞায়িত প্রতিরোধের সম্মিলিত চেতনাকে মূর্ত করে তোলে।

আজ আমি এখানে দাঁড়িয়ে, অতীতের প্রতিধ্বনি বেদনা এবং গর্বের সাথে প্রতিধ্বনিত হয়। উদ্বাস্তু হওয়া থেকে বিজয় দিবস উদযাপন পর্যন্ত যাত্রা বাঙালির অদম্য চেতনা এবং আমার পিতা ও ভাইয়ের মতো ব্যক্তিদের আত্মত্যাগের প্রমাণ। তাদের অবদান এবং অগণিত অন্যদের সম্মিলিত আত্মত্যাগই আজ বাংলাদেশের স্বাধীন ও সার্বভৌম জাতি যার ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে আছে।

এই বিজয় দিবসে, আমরা যেমন আমাদের স্বাধীনতার জন্য লড়াই করা বীরদের সম্মান জানাই, আমার পরিবারের গল্পটি বাঙালি জনগণের বোনা স্থিতিস্থাপকতার বৃহত্তর ট্যাপেস্ট্রির একটি মাইক্রোকসম। স্মৃতিগুলি মর্মস্পর্শী, ক্ষতিগুলি গভীর, তবে এই ব্যক্তিগত বিবরণগুলির মাধ্যমে, আমরা অগণিত অজ্ঞাত বীরদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাই যারা স্বাধীনতার জন্য তাদের সর্বস্ব দিয়েছিলেন। তাদের আত্মত্যাগ যেন কখনো ভোলা না যায়, এবং বিজয় দিবসের চেতনা আগামী প্রজন্মকে অনুপ্রাণিত করে।

উপসংহার: একটি জাতির যাত্রা, একটি জনগণের জয়

বিজয় দিবসের এই তাৎপর্যপূর্ণ উপলক্ষ্যে, বাংলাদেশ যুদ্ধের বিপর্যয় থেকে স্বাধীনতার বিজয়ের দিকে যাত্রার প্রতিফলন ঘটায়। বাঙালি জনগণের সহনশীলতা, ত্যাগ এবং সংকল্প জাতিকে আজকে এমন একটি রূপ দিয়েছে- একটি গর্বিত, সার্বভৌম দেশ যা বিশ্ব সম্প্রদায়ের মধ্যে উঁচু হয়ে দাঁড়িয়েছে। জাতি যখন ৫২ তম বিজয় দিবস উদযাপন করছে, অতীতের প্রতিধ্বনিগুলি গর্ব ও কৃতজ্ঞতার অনুভূতিতে অনুরণিত হচ্ছে। ১৯৭১ সালে করা আত্মত্যাগ এমন একটি জাতির জন্মের পথ প্রশস্ত করেছিল যা তার অদম্য চেতনায় বিশ্বকে অনুপ্রাণিত করে চলেছে। স্বাধীনতার আনন্দ শুধু অতীতের উদযাপন নয়; এটি এমন একটি ভবিষ্যতের প্রতিশ্রুতি যেখানে বাংলাদেশের জনগণ চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে, একটি সমৃদ্ধ জাতি গঠন করে এবং অবদান রাখে।

ঋণ করে ঘি খাওয়া এবং অর্থনীতি ও শুভঙ্করের ফাঁকি

কাকন রেজা

ইকোনমিস্ট- এর রিপোর্টের সাথে বিশ্বব্যাংকের আলাপ মিলছে না। সামান্য হেরফের হলেও কথা ছিলো, কিন্তু তা পুরা রিভার্স পজিশনে। যারা ইকোনমিস্ট- এর ‘জিস্ট’ নিয়ে আনন্দিত, বিশ্ব ব্যাংক তাদের জন্য হাওয়া নির্ভর নয়, তথ্য নির্ভর বার্তা দিলো। জানি না, ইকোনমিস্ট কে যারা সব ব্যাপারেই বাইবেল মানেন, তাদের স্থবির চিন্তায় বিশ্ব ব্যাংকের আলাপ কোনো ঢেউ তুলতে পারবেকিনা। মূলত কোনো কিছুই সম্পূর্ণ শুদ্ধ হয় না। বিশ্বব্যাংকের রিপোর্টও সম্পূর্ণ শুদ্ধ বার্তা দেয়নি, ইকোনমিস্টও তাই। ইতোমধ্যে হয়তো অনেকেই নির্বাচন ও অর্থনীতি নিয়ে ইকোনমিস্টের করা রিপোর্টটির বাংলা অনুবাদ দৈনিক মানবজমিন- এর কল্যাণে পড়েছেন। না রিপোর্টের নির্বাচন অংশ নিয়ে আলোচনা করছি না। বলতে গেলে রাজনৈতিক অংশ নয়, অর্থনৈতিক অংশ নিয়ে বলার চেষ্টা করছি।

বিশ্বব্যাংকের আলাপ নিয়েও রিপোর্ট করেছে দৈনিক মানবজমিন। তাতেশিরোনামের হ্যাঙ্গারে বলা হয়েছে, ‘ঋণের তুলনায় রিজার্ভের অনুপাত সর্বনিম্ন’ এবং মূল শিরোনামে রয়েছে, ‘৭ বছর ধরে বাংলাদেশের বৈদেশিক ঋণ পরিশোধের সক্ষমতা কমছে’। বিশ্বব্যাংকের ‘বৈশ্বিক প্রতিবেদন ২০২৩’ থেকে মানবজমিন বলেছে, ‘দেশের মোট বৈদেশিক ঋণের তুলনায় বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের অনুপাত সর্বনিম্নে এসে নেমেছে। বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ কমে যাওয়া ও বৈদেশিক ঋণ বেড়ে যাওয়ার কারণে এমনটি হয়েছে। গত ১২ বছরে যে হারে বৈদেশিক ঋণ বেড়েছে, সেই হারে রিজার্ভ বাড়েনি। এছাড়া গত দুই বছরের বেশি সময় ধরে দেশের রিজার্ভ কমছে। কিন্তু ঋণ বেড়েছে। এসব মিলিয়ে ঋণের বিপরীতে রিজার্ভের অনুপাত কমে গেছে।’ তবে বিশ্বব্যাংক বলেছে, জিডিপি’র অনুপাতে ঋণ পরিশোধে আপাতত কোনো ঝুঁকি নেই। কিন্তু আইএমএফ এর কথাটা একটু ভিন্ন। তাদের ভাষায়, ‘বৈদেশিক ঋণ পরিশোধের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের ঝুঁকি নিম্নমানের’।

জিডিপি’র কথায় আসি। জিডিপি ব্যাপারটি কী তা অনেকেই জানেন। জিডিপি বাড়ার অন্যতম কারণ হচ্ছে আমাদের বৈদেশিক ঋণ। জিডিপি’র পুরোটা হচ্ছে, ‘গ্রস ডমেস্টিক প্রডাক্ট’ বাংলায় ‘মোট দেশজ উৎপাদন’। ঋণের টাকাও এই উৎপাদনের সাথে যুক্ত হয়। আমাদের অনেকগুলো মেগা প্রজেক্ট চালু রয়েছে, যার জন্য বিদেশ থেকে ঋণ নিতে হয়েছে বিশাল অঙ্কের অর্থ এবং সেই অর্থ কৃত্রিমভাবে আমাদের জিডিপিকে মোটাতাজা করেছে। দৈনিক বণিক বার্তা তার এক রিপোর্টের শিরোনাম করেছে, ‘২০২৪ সাল শেষে দেশের ঋণের পরিমাণ জিডিপির ৪৫ শতাংশ ছাড়াবে’। ওই যে বললাম, কৃত্রিম ভাবে জিডিপিকে মোটাতাজা করা হয়েছে। জিডিপি যাকে মোট দেশজ উৎপাদন বলে তার অর্ধেকেই প্রায় ঋণের টাকায়। অর্থাৎ ‘ঋণ করে ঘি খাওয়া’র মতন অবস্থা আর কী! বণিক বার্তা’র রিপোর্টটি প্রকাশিত হয়েছে ২০২৩ এর ২৬ জানুয়ারি। তখন পর্যন্ত আমাদের দেশীয় দেনার পরিমাণ ছিলো মোট জিডিপি’র ৪১ শতাংশেরও বেশি। মজার ব্যাপার হলো, বণিক বার্তা বিষয়টি উদ্ধৃত করেছে অর্থ মন্ত্রণালয়ের পরিসংখ্যান থেকে। সুতরাং বিশ্বব্যাংক যে জিডিপি দেখে বলছে আপাতত ঋণ পরিশোধে ঝুঁকি নেই, সেই জিডিপি’র প্রায় অর্ধেক যে দেনার টাকায় সেটা সম্ভবত তাদের হিসেবে আসেনি, যা এসেছে আইএমএফ এর।

ইকোনমিস্ট- এর তাগড়া বার্তায় অনেকে খুশি হয়েছেন। ইকোনমিস্ট বলেছে,বিশ্বের সবচেয়ে দ্রুত বর্ধনশীল অর্থনীতি’র কথা। কথা মিথ্যা নয়, জিডিপি’র হিসেবে তাই। কিন্তু ঋণের টাকায় আয়েশ করা যায়, তবে আখেরে হাতে ওঠেহারিকেন। দেউলিয়া হতে হয়। বাংলাদেশের অনেক ব্যাংকের যে অবস্থা হয়েছে। অবস্থা অনেকটা এক সময়ে বাংলাদেশের অন্যতম প্রধান ব্যাংক বলে খ্যাত ইসলামী ব্যাংকের মতন। যাকে দক্ষিণ এশিয়ার অন্যতম শক্তিশালী ব্যাংক বলেও আখ্যা দেয়া হতো। সেই ব্যাংকের এখন ঋণ দেয়ার সক্ষমতা নেই। আনুষ্ঠানিক ভাবে বন্ধ করে দেয়া হয়েছে ঋণ প্রদান। আরো অনেকগুলি ব্যাংক অনেক আগেই বেল আউট চেয়েছে। মানে আপদকালীন টাকার দরকার হয়েছে ব্যাংকগুলোর।

সরকার শুধু বিদেশী ঋণের ব্যাপারে নয়, অভ্যন্তরীণ উৎস থেকে ঋণ নেয়াতেও সর্বকালের রেকর্ড ভেঙেছে। তারপরেও অর্থ মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে ঋণ ব্যবস্থাপনা কৌশলের প্রথম সুপারিশে বলা হয়েছে, বিদেশী উৎসের তুলনায় স্থানীয় উৎস থেকে বেশি ঋণ নেয়ার কথা। বণিক বার্তা’র রিপোর্টে তাই উঠে এসেছে। মুশকিল হলো, ঋণ নিতে নিতে অবস্থা এখন যা দাঁড়িয়েছে, তাতে স্থানীয় উৎস থেকেও সেভাবে ঋণ নেয়া যাবে কিনা সে বিষয়টিও প্রশ্নসাপেক্ষ। দৈনিক যুগান্তর ২০২৩ এর ২৬ জানুয়ারিতে অর্থ মন্ত্রণালয়কে উদ্ধৃত করে এক রিপোর্টে জানিয়েছে, অভ্যন্তরীণ ঋণের পরিমান প্রায় সাড়ে ৮ লাখ কোটি টাকা। যুগান্তর এও নিশ্চিত করেছে প্রতিবছর ঋণের পরিমাণ বেড়েছে এবং বাড়ছে। সুতরাং অভ্যন্তরীণ উৎস থেকে বড় ঋণ প্রাপ্তি অনেকটাই অনিশ্চিত। বৈদেশিক ঋণের ব্যাপারেও একই কথা খাটে। কারণ রাজনৈতিক অস্থিরতা, অগ্রহণযোগ্য নির্বাচনের সম্ভাবনা এসব মিলিয়ে বৈদেশিক ঋণ প্রাপ্তি নিয়েও রয়েছে শঙ্কা। সুতরাং ইকোনমিস্টের তাগড়া অর্থনীতির আলাপে অনেকের ভ্রুকুঁচকাবে এটাই স্বাভাবিক।

শেষে বলি, বিশ্বে দ্রুত ধনী হওয়া মানুষদের মধ্যেও কিন্তু বাংলাদেশ প্রথম হয়েছিলো। যুক্তরাষ্ট্র, চীন, জাপান সব পেছনে পড়ে গিয়েছিলো ধনী হওয়া দৌড়ে। কিন্তু সে হিসেব যদি বাংলাদেশের আপামর জনতার উপর চাপিয়ে দেয়া হয় তবেই সর্বনাশ। সে হিসেবে আমাদের অবস্থানের পেছনে পড়ে যাবে দুবাইও। সুতরাং বুঝতে হবে, গড়ের এমন হিসেব মূলত শুভঙ্করের ফাঁকি ছাড়া আর কিছুই নয়।

ELECTION COMMISSION 2023

Election of Executive Committee 2023-25

SYLHET M.C. & GOVT COLLEGE ALUMNI ASSOCIATION OF USA INC

সিলেট এম.সি. এন্ড গভঃ কলেজ এলামনাই এসোসিয়েশন অব ইউএসএ ইনক

Date: 12/15/2023

To whom it may concern:
The Election Commission 2023 of Sylhet M.C. & Govt. College Alumni Association of USA, Inc. received nomination forms from the following members for mentioned positions. As no competitor submitted any nomination form on the scheduled date, the Election Commission does now declare and confirm that the following persons are found unrivaled winners in this election.
In such a situation, we are postponing the upcoming election on December 17th (announced earlier) and inviting the following winners to be sworn in as Executive Committee officials.

EXECUTIVE COMMITTEE 2023-25

NAME	POSITION	NAME	POSITION
SHAFIQUE UDDIN CHOWDHURY	President	MOHAMMED SALIM ADAMJEE	Office Secretary
AZIMUR ROHMAN	Vice President	MD. MAHFUZUL BARI CHOWDHURY	Executive Member
DEWAN SHAHED CHOWDHURY	Vice President	DIDAR SHAHEEN	Executive Member
SHAKAWAT ALI	Vice President	HASAN ALI	Executive Member
MOHAMMED REZAUL KARIM	General Secretary	SYED NAZRUL ISLAM	Executive Member
MAMUNUR RASHID	Joint Secretary	MD. SHANOWAZ CHOWDHURY	Executive Member
IFJAL AHMED	Joint Secretary	KAZI ODUD AHMED	Executive Member
MD AKMAL HUSSAIN KHAN	Treasurer	GULAM KIBRIA CHOWDHURY	Executive Member
MOHAMMED SAMAD MIAH	Sports Secretary	MOHAMMOD SHAHEEN KAMALI	Executive Member
MD. AMINUL HOQUE CHUNNU	Publication Secretary	XXXXXXXXXXXXXXXXX	Executive Member
MOHAMMED KHAYRUL ISLAM	Cultural Secretary		

Abul Kalam
Chairman
347-624-3135

Monjur Ahmed Choudhury
Member
917-584-7808

Mahi Uddin
Member
646-431-4372

বধ্যভূমির শহীদ স্মৃতি উদ্যানে দাঁড়িয়ে

আব্দুল করিম কিম

২১শে ফেব্রুয়ারী, স্বাধীনতা দিবস, বিজয় দিবসে পুষ্পস্তবক নিয়ে শ্রদ্ধাঞ্জলি জানাতে শহীদ মিনার বা কোন স্মৃতিসৌধে যাওয়া হয় না বহু বছর। না, ধর্মীয় কোন ফতোয়া শুনে নয়। ভাষা আন্দোলন বা স্বাধীনতার আন্দোলন নিয়ে মনের মধ্যে কোন সংশয় আছে বলে নয়। সাম্প্রতিক সময়ে আনুষ্ঠানিকভাবে শ্রদ্ধা জানানোর আয়োজনে এতো ব্যাপক জনসমাগম হয় যে, নিজেকে সেখানে বেমানান লাগে। সেই জনসমাগমে শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানানোর চেয়ে ব্যাক্তি বা দলের নামে স্লোগান দেয়া, ঠেলাধাক্কা দিয়ে উপস্থিতি জানান দেয়া বড্ড খেলো মনে হয়। তাই এসব দিবসে দুরেই থাকি।

তবে এবছর স্বাধীনতা দিবস ও বিজয় দিবস উদযাপনে মন থেকেই যুক্ত ছিলাম। এর কারণ হচ্ছে, সিলেট ক্যাডেট কলেজ সংলগ্ন বধ্যভূমিতে প্রতিষ্ঠিত ‘ শহীদ স্মৃতি উদ্যান’। এই উদ্যানের উদ্বোধন হয় গত ৪ মার্চ। সরকার বধ্যভূমি বিষয়ক একটি প্রকল্পের অধিনে ২০০৮ সালে এখানে অসম্পূর্ণ একটি স্থাপনা নির্মান করেছিল। ক্যাডেট কলেজের সীমানাভুক্ত এই স্থানে সর্বসাধারনের প্রবেশাধিকার ছিল না। সেই অসম্পূর্ণ স্থাপনার পাশেই সম্পূর্ণ ব্যাক্তিগত উদ্যোগে ‘শহীদ স্মৃতি উদ্যান’ নির্মানের উদ্যোগ গ্রহন করেন মুক্তিযোদ্ধা ডা. জিয়া উদ্দিন আহমদ ও মুক্তিযোদ্ধা কর্নেল (অব.) মোহাম্মদ আব্দুস সালাম বীর প্রতীক। তাঁদের উদ্যোগে সহযোগী হয়ে বিভিন্ন ব্যাক্তি ও প্রতিষ্ঠান যুক্ত হয়। প্রায় অর্ধ কোটি টাকা ব্যায়ে নির্মিত হয় এই শহীদ স্মৃতি উদ্যান। শহীদদের নাম খুঁজে দিয়ে এই পরিকল্পনায় সহায়তা করেন গবেষক অপূর্ব শর্মা। স্মৃতি উদ্যানের নকশা করেন স্থপতি শাহরিয়ার আহমদ।

৪ মার্চ শহীদ ডাঃ শামসুদ্দিন আহমদ সাহেবের পরিবারের আমন্ত্রণে আমি উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলাম। উদ্যানের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন শহীদ বুদ্ধিজীবি সৈয়দ সিরাজুল আব্দালের স্ত্রী সৈয়দা সাকিনা আব্দাল। সেদিন শহীদ পরিবারের সন্তানদের আবেগ আমাকে স্পর্শ করে। এই বধ্যভূমি অর্ধ শতাব্দী লোক চক্ষুর অন্তরালেই ছিল। মহান মুক্তিযুদ্ধে পাক হানাদার বাহিনীর নারকীয় হত্যাযজ্ঞের অন্যতম সাক্ষী এই স্থান। এখানে কম হলেও দুই হাজার মানুষকে নির্যাতন করে হত্যা করা হয়। এ পর্যন্ত ৬৭ জন শহীদের নাম এই স্মৃতি উদ্যানে তালিকাভুক্ত হয়েছে। যার মধ্যে আমার বৃহত্তর পরিবারের একজন সদস্য রয়েছেন। শহীদ সাইফ উদ্দিন চৌধুরী (সুফি)। যিনি মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন। তিনি আমার বাবা আব্দুর রহমান চৌধুরীর কাজিন।

উদ্যানে উপস্থিত হয়ে লক্ষ্য করি এখানে শুধুমাত্র স্মৃতি স্তম্ভ নির্মাণ করা হয়নি। এখানে শহীদদের পৃথক নামফলক রয়েছে। জাতি-ধর্ম-বর্ণ-নির্বিশেষে ৬৭ জন শহীদের এপিটাফে হিন্দু-মুসলিম, পাত্র, উঁরাও, মনিপুরি শহীদদের নাম ও পরিচয় পাঠ করে উপলব্ধি করা যায় মুক্তিযুদ্ধ প্রকৃত অর্থেই যে জনযুদ্ধ ছিল। এ গণকবর দেখে মুক্তিযুদ্ধের অসাম্প্রদায়িক চিত্র প্রজন্মের সামনে যেন উন্মোচিত হয়। আমাকে এই শহীদ স্মৃতি উদ্যান আলোড়িত করে। একিসাথে সেদিনের উপস্থিতি আমাকে বেদনার্ত করেছিল। শহীদ পরিবারের সন্তানদের বুক ফাঁটা কান্না আমাকে আবেগতাড়িত করে। আমি উপলব্ধি করি, যারা মুক্তিযুদ্ধে আপনজন হারিয়েছে, তাঁদের বায়ান্ন বছরের লুকিয়ে রাখা কষ্টকে।

শহীদ স্মৃতি উদ্যান উদ্বোধনকালে ‘বিশ্ব সিলেট সম্মেলন’ কমিটি শহীদ পরিবারের সদস্যদের একটি স্বীকৃতিপত্র প্রদান করে। সেই পত্র হাতে নিয়ে শহীদ পরিবারের একাধিক সদস্য অশ্রুসিক্ত চোখে বলেন, এই প্রথম আমার শহীদ স্বজনকে মুক্তিযুদ্ধে শহীদ হিসাবে আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকার করে নেয়া হলো। সেদিন উপস্থিত শহীদ পরিবারের ৬৫ জন সদস্য এই স্বীকৃতিপত্র বা সার্টিফিকেট আনুষ্ঠানিকভাবে গ্রহণ করেন। যা আমাকে বিস্মিত করে!

এ ব্যাপারে পরবর্তীতে কথা হয় এই স্মৃতি উদ্যানের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা শহীদ বুদ্ধিজীবি ডাঃ শামসুদ্দিন আহমদ-এর কনিষ্ঠপুত্র যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী মুক্তিযোদ্ধা ডাঃ জিয়াউদ্দিন আহমেদ-এর সাথে। তিনি ব্যাক্তিগত আলাপচারিতায় বলেন , “ত্রিশ লক্ষ শহীদের রক্তে বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে তা বলা যত সহজ, সেই শহীদদের নাম তালিকাভূক্ত করে শহীদের স্বীকৃতি আদায় তত কঠিন। অধিকাংশ শহীদ পরিবারের সেই স্বীকৃতি পায়নি। সেই স্বীকৃতি আদায়ের চেষ্টা বহু পূর্বেই তাঁরা পরিত্যাগ করেছে। বিভিন্ন বধ্যভূমিতে শহীদদের নামে ফলক রয়েছে। সংবাদপত্রে বা মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক বই-পুস্তকে অনেকের নাম লিপিবদ্ধ আছে। ব্যাস এটুকুই। অনেকের ভাগ্যে তাও জোটেনি। শহীদ পরিবারকে রাষ্ট্রিয় স্বীকৃতিপত্র প্রদান বহু পরের চিন্তা। যে কারনে আমরা এই স্মৃতি উদ্যানের শহীদদের নাম তালিকাভুক্ত করার পাশাপাশি শহীদ পরিবারকে এই স্বীকৃতিপত্র প্রদানের সিদ্ধান্ত নেই। এই বধ্যভূমিতে প্রায় দুই হাজার মানুষকে হত্যা করা হলেও আমরা সন্ধান পেয়েছি মাত্র ৬৭ জনের। সিলেট বিভাগের বিভিন্ন স্থ্যান থেকে ধরে আনা মুক্তিযোদ্ধা, মুক্তিযোদ্ধার পরিবারের সদস্য এবং সংখ্যালঘু পরিবার, বিশেষ করে চা শ্রমিক পরিবারের অনেক মানুষ এখানে শহীদ হয়েছেন। ধর্ষন ও নির্যাতন করে হত্যা করা বহু নারীর গলিত লাশ এখানে পাওয়া গেলেও। আমাদের তালিকায় মাত্র তিন জন নারী শহীদের নাম রয়েছে।”

এই বিষয়ে পরবর্তিতে খোঁজখবর নিয়ে দেখলাম সিলেটের সম্ভ্রান্ত পরিবারের সন্তান মুক্তিযোদ্ধা সৈয়দ সিরাজুল আব্দালকে ২০১৯ সালে শহীদ মুক্তিযোদ্ধার রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি দেইয়া হয়েছে। ২০১৯ সালের ২৫ এপ্রিল সিলেট প্রেসক্লাবে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে সৈয়দ সিরাজুল আব্দালের বড় ছেলে মেজর ডা. সৈয়দ জামিল আব্দাল (অব:) এই তথ্য প্রকাশ করেন। অশ্রুসজল চোখে গৌরবের সাথে তিনি প্রদর্শন করেন রাষ্ট্রিয় স্বীকৃতিপত্র। শহীদ স্মৃতি উদ্যানের ৬৭ জন শহীদের তালিকায় শহীদ সৈয়দ সিরাজুল আব্দাল-এর নাম ২য় স্থানে রয়েছে। শহীদ সৈয়দ সিরাজুল আব্দাল-এর রাষ্ট্রিয় স্বীকৃতি পেতে যদি ৪৭ বছর অপেক্ষা করতে হয় তাহলে পাত্র, উরাও, মনিপুরী বা সাধারন বাঙ্গালী হিন্দু-মুসলিম শহীদদের স্বীকৃতি পাওয়া দুরাশা মাত্র।

৪ মার্চ সেই উদ্বোধনী অনুষ্ঠান থেকে ফিরে সিদ্ধান্ত নেই নগরের কোলাহল থেকে দূরে নির্জন পাহাড়ের এই বধ্যভূমিতে মহান স্বাধীনতা দিবস ও বিজয় দিবসে পরিচিতজনদের নিয়ে এখানে শ্রদ্ধা নিবেদন করতে আসবো। এখানে নিয়ে আসার চেষ্টা করবো শিশু-কিশোরদের। গত স্বাধীনতা দিবসে সিলেট ওসমানী বিমানবন্দর উচ্চ বিদ্যালয় ও প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীসহ প্রায় ৮টি সংগঠন নিয়ে এখানে উপস্থিত হই। গতকাল মহান বিজয় দিবসে শিশু-কিশোর সংগঠন ঊষা-র সদস্য ও চা-শ্রমিক পরিবারের শিশু-কিশোরসহ প্রায় চল্লিশ জন সাদা পাথর পরিবহনের বাস নিয়ে শহীদ স্মৃতি উদ্যানে বেলা সাড়ে এগারোটায় উপস্থিত হই। ব্যাক্তিগত বাহনে আমাদের সাথে আরো যোগ দেন বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন)বাপা সিলেটের সহ-সভাপতি ডাঃ মোস্তফা শাহজামান চৌধুরী ও ডাঃ তারেক আজাদ, যুগ্ম সম্পাদক এডভোকেট সুদীপ্ত অর্জুন, বাপা সিলেটের সদস্য রুমানা বেগম রোজী ও আমার বন্ধু ষ্টেমাইস স্কুলের ভাইস প্রিন্সিপাল আমিরুল ইসলাম সাদী।

বেলা সড়ে এগারোটায় বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন (বাপা), সিলেট-এর সহ-সভাপতি ডাঃ তারেক আজাদ-এর নেতৃত্বে আমরা বাপার পক্ষ থেকে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করি। এ সময় অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সহ-সভাপতি ডাঃ মোস্তফা শাহজামান চৌধুরী, সাধারণ সম্পাদক আব্দুল করিম কিম, যুগ্ম-সম্পাদক এডভোকেট সুদীপ্ত অর্জুন ও আব্দুল হাই আল হাদি, কার্যকরি কমিটির সদস্য এডভোকেট গোলাম সোবহান চৌধুরী ও মাহবুব সুন্নাহ, সাধারন সদস্য ডাঃ এনামুল হক, রুমানা বেগম রোজি, নিঘাত সাদিয়া। এছাড়াও বাপা পরিবারের সদস্য অধ্যাপক ডাঃ শামিমা আখতার, সুগরা রুবিনা, নাবিহা আহমেদ, আমানুল আরদ চৌধুরী, নিহান আহমেদ, ইয়াসফির এনামুল হক প্রমুখ। বাপা-সিলেট শাখার পক্ষ থেকে শিশু-কিশোর সংগঠণ উষা ও চা-শ্রমিক পরিবারের প্রায় ত্রিশ জন শিশু-কিশোরকে মহান মুক্তিযুদ্ধ ও শহীদ স্মৃতি উদ্যান সম্পর্কে ধারণা প্রদান করেন পরিবেশ ও ঐতিহ্য সংরক্ষণ ট্রাষ্ট, সিলেট-এর অন্যতম ট্রাষ্টি ও সিলেট মহানগর আওয়ামী লীগের তথ্য ও গবেষণা সম্পাদক সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবি গোলাম সোবহান চৌধুরী।

ঢাকাস্থ জালালাবাদ এসোসিয়েশন-এর মহিলা বিষয়ক সম্পাদিকা ও বাংলাদেশ মহিলা আওয়ামী লিগের কেন্দ্রীয় আইন বিষয়ক সম্পাদক এবং আমার বড় বোনের মেয়ে ব্যারিষ্টার সৈয়দা সীমা করিম শহীদ মেমোরিয়াল গার্ডেনে জালালাবাদ এসোসিয়েশন-এর পক্ষ থেকে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। এ সময় অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়-এর সমাজকর্ম বিভাগের অধ্যাপক ডঃ তাহমিনা ইসলাম, আমার ছোট বোন সুগরা রুবিনা, সমাজকর্মী রোমেনা বেগম রোজী ও প্রবাসী রুবাইয়াত আকবর।

পরিবেশ ও ঐতিহ্য সংরক্ষণ ট্রাষ্ট-এর পক্ষ থেকে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করেন ট্রাষ্টি ডাঃ মোস্তফা শাহজামান চৌধুরী, আব্দুল করিম কিম, গোলাম সোবহান চৌধুরী, আব্দুল হাই-আল হাদি ও সুদীপ্ত অর্জুন। এ সময় উপস্থিত ছিলেন ট্রাষ্ট পরিবারের সদস্য নিবেদিতা নিতু, সৌমন্তী অর্জুণ ও সানময় অর্জুন।

নগরের ইংলিশ মাধ্যমের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ষ্টেমাইস-এর পক্ষ থেকে সিইও মাহবুব সুন্নাহ, ভাইস-প্রিন্সিপাল আমিনুল ইসলাম সাদি, শিক্ষক বাহাউদ্দিন নাসিম, স্কুলের শিক্ষার্থী আমানুল আরদ চৌধুরী ও আয়রা আমারা চৌধুরী স্কুলের পক্ষ থেকে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করেন।

শহীদ স্মৃতি উদ্যানে প্রায় দুই ঘন্টা অবস্থানকালে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে আসা শিক্ষার্থীদের আগ্রহ নিয়ে শহীদদের নাম পাঠ করতে দেখি। সিলেট নগর থেকে প্রায় ৯ কিমি দূরে টিলার উপরে অবস্থিত এই উদ্যানে দিনব্যাপী শহীদ পরিবারের সদস্য ও বিভিন্ন সংগঠন শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করতে আসে। ব্যাক্তিগত প্রচেষ্টায় নির্মিত এই ‘শহীদ স্মৃতি উদ্যান’ সাড়া দেশের মানুষের জন্য এক অনুকরণিয় উদ্যোগ। সরকারী প্রকল্পের অপেক্ষায় না থেকে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে থাকা বধ্যভূমিতে শায়িত শহীদদের তালিকা প্রস্তুত করা প্রয়োজন। পাশাপাশি শহীদ পরিবারকে স্থানীয় গ্রহণযোগ্য প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে স্বীকৃতিপত্র দেয়ার উদ্যোগ গ্রহণ করা হোক।

বুদ্ধিজীবীরা এখন আদর্শ বিচ্যুত কেন

ইমরান ইমন

১৪ ডিসেম্বর শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস। ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ রাতে পাকিস্তানি হানাদারবাহিনী নিরীহ নিরস্ত্র বাঙালিদের ওপর হত্যাযজ্ঞ পরিচালনার সঙ্গে করেছিল বুদ্ধিজীবীদের হত্যার পরিকল্পনাও। মুক্তিযুদ্ধের শুরু থেকেই পাকিস্তানি হানাদাররা তাদের এদেশীয় দোসর রাজাকার, আলবদর, আলশামসদের সহযোগিতায় বুদ্ধিজীবীদের তালিকা তৈরি করতে থাকে এবং সে তালিকা অনুযায়ী বুদ্ধিজীবীদের হত্যা শুরু করে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক শিক্ষককে ২৫ মার্চ রাতেই হত্যা করা হয়।

পাকিস্তানি হানাদাররা ২৫ মার্চ রাতে যখন এদেশের নিরস্ত্র মানুষদের ওপর ইতিহাসের বর্বরোচিত হত্যাযজ্ঞ শুরু করেছিল, তখন তাদের প্রথম শিকার হয়েছিলেন আমাদের বুদ্ধিজীবীসমাজ। মুক্তিযুদ্ধের চূড়ান্তপর্বে পাকিস্তানি বাহিনীর পরাজয় যখন আসন্ন, তখনও তারা আরও এক দফা বুদ্ধিজীবী নিধনে মেতে ওঠেছিল। অর্থাৎ, আমাদের মুক্তিযুদ্ধের সূচনা ও সমাপ্তি ঘটেছে বুদ্ধিজীবী হত্যার মধ্য দিয়ে।

মুক্তিযুদ্ধের শুরু থেকেই পাকিস্তানি হানাদাররা বুদ্ধিজীবী হত্যার নীলনকশা তৈরি করতে থাকে। পাকিস্তানি বাহিনীর পক্ষে এ কাজের মূল পরিকল্পনাকারী ছিলেন মেজর জেনারেল রাও ফরমান আলি। স্বাধীনতার পর ধ্বংসপ্রাপ্ত বঙ্গভবন থেকে পাকিস্তানি এই মেজর জেনারেলের স্বহস্তে লিখিত ডায়েরি পাওয়া যায় যাতে অনেক নিহত ও জীবিত বুদ্ধিজীবীর নাম পাওয়া যায়। মুক্তিযুদ্ধে ঠিক কতজন বুদ্ধিজীবী শহীদ হয়েছিলেন এত বছর পরও তার পূর্ণাঙ্গ তালিকা তৈরি করা সম্ভব না হলেও সরকারিভাবে বুদ্ধিজীবীদের একটি তালিকা তৈরির উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। সম্প্রতি মুক্তিযুদ্ধে শহিদ বুদ্ধিজীবীদের পূর্ণাঙ্গ তালিকা তৈরির অংশ হিসেবে প্রাথমিকভাবে এক হাজার ২২২ জনের একটি তালিকাও অনুমোদন দিয়েছে সরকার।

১৯৭১ সালের ৪ ডিসেম্বর থেকে ঢাকায় নতুন করে কারফিউ জারি করা হয়। মূলত ডিসেম্বরের ১০ তারিখ থেকে বুদ্ধিজীবীদের হত্যার প্রস্তুতি নেওয়া হতে থাকে। যার পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন করা হয় ১৪ ডিসেম্বরে। পরিকল্পনার মূল অংশে দেশের শিক্ষাবিদ, সাহিত্যিক, সাংবাদিক, শিল্পী, ডাক্তার, প্রকৌশলী, আইনজীবী, লেখক, গবেষকসহ চিহ্নিত বুদ্ধিজীবীদের পাকিস্তানি হানাদাররা এবং তাদের এদেশীয় দোসররা জোরপূর্বক অপহরণ করে নিয়ে যায়। সেদিন প্রায় ২০০ জনের মতো বুদ্ধিজীবীদের তাদের বাসা হতে ধরে নিয়ে যাওয়া হয়। তাদের চোখে কাপড় বেঁধে মিরপুর, মোহাম্মদপুর, নাখালপাড়া, রাজারবাগসহ অন্যান্য আরও অনেক স্থানে থাকা টর্চারসেলে নিয়ে গিয়ে অমানবিক নির্যাতন চালানো হয়। পরে তাদের নৃশংসভাবে রায়েরবাজার এবং মিরপুর বধ্যভূমিতে হত্যা করে ফেলে রাখা হয়।

স্বাধীনতার পর ১৯৭২ সালে জেলাওয়ারি শহীদ শিক্ষাবিদ ও আইনজীবীদের একটি আনুমানিক তালিকা প্রকাশিত হয়। সেই তালিকায় বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে সম্পৃক্ত নয় এমন ৯৬৮ জন শিক্ষাবিদ, ২১ জন বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকের নাম ছিল। এছাড়া বাংলাপিডিয়া থেকে পাওয়া তথ্য অনুযায়ী, শহীদ বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে ৯৯১ জন শিক্ষাবিদ, ১৩ জন সাংবাদিক, ৪৯ জন চিকিৎসক, ৪২ জন আইনজীবী ও ১৬ জন সাংস্কৃতিকব্যক্তিত্ব, শিল্পী এবং প্রকৌশলীর নাম ছিল। ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ থেকে ১৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত বেশ কয়েকজন বরেণ্য বুদ্ধিজীবী পাকবাহিনীর হাতে প্রাণ হারান।

এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন—

অধ্যাপক মুনীর চৌধুরী, অধ্যাপক গোবিন্দ চন্দ্র দেব, অধ্যাপক জ্যোতির্ময় গুহঠাকুরতা, অধ্যাপক মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী, অধ্যাপক আনোয়ার পাশা, অধ্যাপক গিয়াসউদ্দিন আহমদ, ফজলুর রহমান খান, হুমায়ূন কবীর, ডা. ফজলে রাব্বী, ডা. মোহাম্মদ মুর্তজা, ডা. শামসুদ্দিন আহমেদ, অধ্যাপক রাশিদুল হাসান, ড. সন্তোষ ভট্টাচার্য, ডা. মোহাম্মদ শফি, সাংবাদিক সিরাজুদ্দীন হোসেন, শহীদুল্লা কায়সার, নিজামুদ্দিন আহমেদ, খন্দকার আবু তালেব, আ ন ম গোলাম মোস্তফা, শহীদ সাবের, সৈয়দ নাজমুল হক, জহির রায়হান, আলতাফ মাহমুদ, ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত, রণদাপ্রসাদ সাহা, ড. আবদুল খায়ের, ড. সিরাজুল হক খান, ড. ফয়জল মহী, ডা. আবদুল আলীম চৌধুরী, সেলিনা পারভীন, অধ্যাপক হবিবুর রহমান, কবি মেহেরুন্নেসা, আইনজীবী নজমুল হক সরকার প্রমুখ।

মনে প্রশ্ন ওঠতে পারে, পাকিস্তানি হানাদাররা সাধারণ জনগণের মধ্যে কেন বুদ্ধিজীবীদের বেছে বেছে হত্যা করার পরিকল্পনা করেছিল? শিক্ষাবিদ, সাহিত্যিক, সাংবাদিক, আইনজীবী, শিল্পী, চিকিৎসক, প্রকৌশলী, লেখক, গবেষকসহ—এসব বুদ্ধিবৃত্তিক পেশায় নিয়োজিত মানুষকে কেন তারা হত্যার সিদ্ধান্ত করেছিল? এবং চূড়ান্ত পরাজয়ের মুহূর্তে কেন তারা নিজেদের সব জিঘাংসা চরিতার্থ করতে আবারও বেছে নিয়েছিল সেই বুদ্ধিজীবীসমাজকেই?

> আমরা যদি অতীত ইতিহাসের দিকে তাকাই তখন দেখতে পাবো, স্বাধীনতা পূর্ববর্তী আমাদের বুদ্ধিজীবীরা সমাজ-রাষ্ট্রের প্রতি কতটা দায়িত্বশীল ও সোচ্চার ছিলেন। আমাদের বুদ্ধিজীবীদের এখন আবার বুদ্ধিবৃত্তিক আন্দোলনে সামিল হতে হবে। বুদ্ধিজীবী হিসেবে নিজের মাঝে আত্মপোলব্ধির সঞ্চার ঘটাতে হবে।

কারণ, তারা অনুধাবন করতে পেরেছিল, একটা জাতি পূর্ণাঙ্গরূপে গড়ে ওঠে তার বুদ্ধিজীবীদের দেখানো পথ ধরে। বুদ্ধিজীবী ছাড়া একটি জাতি সমৃদ্ধির পথে এগুতে পারে না। বুদ্ধিজীবীশূন্য মানে একটি দেশ ও জাতির অর্জন শূন্য। পাকিস্তানি হানাদাররা এটা বেশ ভালোভাবে অনুধাবন করতে পেরেছিল। তাই তারা প্রথম আঘাতটাই হেনেছিল বাঙালি বুদ্ধিজীবীদের ওপর। তাদের শেষ আঘাতের লক্ষ্যবস্তুও ছিলেন বুদ্ধিজীবীরা। এই নিধনযজ্ঞের মধ্য দিয়ে পাকিস্তানি শাসকেরা একদিকে জিঘাংসা চরিতার্থ করতে চেয়েছে, অন্যদিকে ভেবেছে বাঙালি জাতিকে বুদ্ধিজীবীশূন্য করে ফেললে তাদের জাতি গঠনের কাজ দুরূহ হবে।

পাকিস্তানি হানাদারদের সেই স্বপ্ন অনেকটাই কার্যকর হয়েছে। জাতির সূর্যসন্তান বুদ্ধিজীবীদের হত্যার মধ্য দিয়ে তারা বাংলাদেশকে বিশ্ব থেকে প্রায় অর্ধশতাব্দী পিছিয়ে দিয়েছে। যার নজির দেখা গিয়েছে, দেশ স্বাধীন হওয়ার পরের সময়গুলোতে। বুদ্ধিজীবীদের অভাবে তখন দেখা দেয় জাতীয় ঐক্য ও সংহতির অভাব, গড়ে ওঠে স্বৈরতন্ত্র, ভেঙে পড়ে রাষ্ট্রীয় কাঠামো।

তখনকার সময়ে স্বাধীন বাংলাদেশে যখন একদলীয় বাকশালের শাসন কায়েম করার উদ্যোগ নেওয়া হয়, তখন এর বিরুদ্ধে আন্দোলন-সংগ্রাম তো দূরে থাক, কোনো প্রতিবাদও উচ্চারিত হলো না। এর কারণ ছিল আমাদের বুদ্ধিবৃত্তিক দেউলিয়াত্ব—বুদ্ধিজীবীর অভাব।

রাষ্ট্রের মধ্যে কোথাও যখন অনিয়ম মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে, তখন তার বিরুদ্ধে প্রথম বিদ্রোহ অনুভূত বুদ্ধিজীবীর মনে। বুদ্ধিজীবীর কণ্ঠ তখন প্রতিবাদে ফেটে পড়ে। কিন্তু বর্তমান স্বাধীন বাংলাদেশে বুদ্ধিজীবীদের এমন দায়িত্বশীলতা লক্ষ্য করা যায় না। এখনকার বুদ্ধিজীবীরা বিভিন্ন দলের লেজুড়বৃত্তিতে জড়িয়ে ভুলেই গিয়েছেন যে, বুদ্ধিজীবীর স্বরূপ কী, বুদ্ধিজীবী হিসেবে সমাজ-রাষ্ট্রের প্রতি তার দায়িত্ব কী!

আমরা যদি অতীত ইতিহাসের দিকে তাকাই তখন দেখতে পাবো, স্বাধীনতা পূর্ববর্তী আমাদের বুদ্ধিজীবীরা সমাজ-রাষ্ট্রের প্রতি কতটা দায়িত্বশীল ও সোচ্চার ছিলেন। আমাদের বুদ্ধিজীবীদের এখন আবার বুদ্ধিবৃত্তিক আন্দোলনে সামিল হতে হবে। বুদ্ধিজীবী হিসেবে নিজের মাঝে আত্মপোলব্ধির সঞ্চার ঘটাতে হবে। সত্যকে সত্য, মিথ্যাকে মিথ্যা, সাদাকে সাদা আর কালোকে কালো বলা বুদ্ধিজীবীর নৈতিক দায়িত্ব। কিন্তু সে দায়িত্বশীল বুদ্ধিজীবীর সংখ্যা এখন সোনার হরিণের মতো। তবুও অনেক দেশপ্রেমিক মানবতাবাদী বুদ্ধিজীবী অনেক প্রতিকূলতার মাঝেও সে দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছেন।

একটা রাষ্ট্রের চিন্তা ও মনন গড়ে ওঠার পেছনে বুদ্ধিজীবীদের অবদান অনস্বীকার্য। চিন্তা ও মননের ক্ষেত্রে সঠিক দিকনির্দেশনার অভাবে এখন সব ক্ষেত্রে অসুন্দর ও অনিয়মে ছেয়ে গেছে। দেশে এখন “বুদ্ধিবৃত্তিক সংকট” প্রবলভাবে দেখা দিয়েছে। যে কারণে স্বাধীনতা অর্জনের ৫২ বছর পরও আমাদের পূর্ণাঙ্গ মুক্তি মেলেনি।

শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবসে জাতির সূর্যসন্তানের শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করছি। তাদের হারানোর ক্ষত এখনও বয়ে বেড়াচ্ছে স্বদেশ। তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে প্রজন্মের মাঝে “বুদ্ধিবৃত্তিক চেতনা” জেগে উঠুক—এটাই প্রত্যাশা।

Law Offices

এক্সিডেন্ট কেইসেস

মেডিক্যাল ম্যালপ্র্যাকটিস ও হাসপাতালের ত্রুটিপূর্ণ শিশুর জন্ম

917-282-9256

(To schedule appointment only)

বিনামুল্যে পরামর্শ, প্রয়োজনে এটর্নী আপনার বাসায় অথবা হাসপাতালে আসবেন

Moin Choudhury, Esq.
Attorney at Law
এটর্নী মঈন চৌধুরী

আমরা অতীতে আমাদের ক্লায়েন্টদের জন্য মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার আদায় করে দিয়েছি।

নিউইয়র্ক, নিউজার্সি, মিশিগান
পেনসিলভেনিয়া, কানেকটিকাট, ফ্লোরিডা
জর্জিয়া ও ভার্জিনিয়াতে
আমাদে সহযোগী - লাইসেন্স প্রাপ্ত এটর্নীরা
আপনাদের সেবায় নিয়োজিত

Timothy Bompart, Esq
Attorney at Law

- গাড়ী দুর্ঘটনা
- বিল্ডিং এ দুর্ঘটনা,
- কাজের জায়গায় দুর্ঘটনা
- ট্রিপ এন্ড ফল
- বিকলাঙ্গ শিশুর জন্ম

এপয়েন্টমেন্টের জন্য কল করুন
৯১৭-২৮২-৯২৫৬

- কনস্ট্রাকশন কাজে দুর্ঘটনা
- স্লিপ এন্ড ফল
- হাসপাতালে ভুল চিকিৎসা
- লেড পয়জনিং

ইমিগ্রেশন

- পলিটিক্যাল এসাইলাম
- বিনা পরীক্ষায় নাগরিকত্ব
- এডজ্যাস্টম্যান্টে অব স্টেটাস (গ্রীন কার্ড)

IMMIGRATION

- স্টুডেন্ট ভিসা
- ইনভেস্টমেন্ট ভিসা
- বৈবাহিক সূত্রে গ্রীন কার্ড
- ডিপোর্টেশন কেইসেস
- ভিজিট ভিসা - এক্সটেনশন সহ
- সকল প্রকার ইমিগ্রেশন

সকল প্রকার ইমিগ্রেশন বিষয়ে কনসালটেশন ফি নুন্যতম ৫০ ডলার

Law offices of Timothy Bompart

37-11 74 St., Suite 209, Jackson Heights, NY 11372

Moin Choudhury Law Firm, P.C 292000 Southfield Road, Suite # 108, Southfield, MI 48076

Immigration Petitions & Adjustment of Status.

Timothy Bompart is admitted in NY only. Moin Choudhury is admitted in MI State only and the U.S Supreme Court. Prior result do not guarantee the outcome of any future cases.

নিউইয়র্কে জানুয়ারী থেকে ঘন্টায় ন্যুনতম বেতন ১৬ ডলার

উত্তর আমেরিকা অফিস

১ জানুয়ারি থেকে ন্যুনতম মজুরি ঘন্টায় ১৬ ডলার নির্ধারিত হয়েছে নিউইয়র্ক সিটি, ওয়েস্টচেষ্টার ও লং আইল্যান্ডে। আর স্টেটের অবশিষ্ঠ এলাকায় হবে প্রতি ঘন্টায় ১৫ ডলার। গর্ভনর ক্যাথি হোকুল ও স্টেট আইন প্রণেতাদের মধ্যে সম্পাদিত চুক্তিতে এ সিদ্ধান্ত হয়েছে। এছাড়া ২০২৫ ও ২০২৬ সালে প্রতি বছর নিউইয়র্ক সিটি সহ পুরো স্টেট জুড়ে বেতন বাড়বে ৫০ সেন্টস করে। অর্থাৎ ২০২৬ সালে সিটিতে কর্মচারিদের নুন্যতম বেতন হবে ১৭ ডলার। ২০২৭ সালেও বেতন বাড়বে কনজুমার প্রাইজ ইনডেক্স অনুসারে।

নিউইয়র্ক স্টেট গর্ভনর ক্যাথি হোকুল বলেছেন, আগামী জানুয়ারি থেকে বেতন বৃদ্ধি হবে। নিউইয়র্কের কঠোর পরিশ্রমী জনগোষ্ঠীকে সহায়তার জন্যই বেতন বাড়ানো হলো। নিউইয়র্কাররা যদি তাদের পে চেকে বর্ধিত বেতন না দেখতে পান সাথে সাথে লেবার ডিপার্টমেন্টকে অবহিত করুন। ন্যায্য বেতন পেতে লেবার ডিপার্টমেন্ট আপনার সাথে রয়েছে।

নিউইয়র্কে এই বেতন বৃদ্ধির ফলে নিউইয়র্ক সিটির বাসিন্দারা গোটা আমেরিকার মধ্যে ঘন্টায় সর্বোচ্চ নুন্যতম বেতন পাবেন। এরপর দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে ক্যালিফোর্নিয়া। সেখানে ঘন্টায় নুন্যতম বেতন ১৫ ডলার।

অধ্যক্ষ সালেহ আহমদের মৃত্যুতে শোক ও সমবেদনা

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

সিলেট এম. সি. কলেজ এবং সাবেক অধ্যক্ষ, প্রফেসর সালেহ আহমদ (রানু) (৬২)'র মৃত্যুতে সিলেট এম সি এন্ড গভঃ কলেজ এলামনাই এসোসিয়েশন অব ইউ এস এ শোক জানিয়েছে। দেয়া এক শোকবার্তায় সংগঠনটি বলেছে, "অধ্যক্ষ সালেহ আহমদ কর্মকালে একনিষ্ট হয়ে আমাদের এসোসিয়েশনের সকল কার্যক্রমকে সাধুবাদ জানাতেন এবং কলেজের সকল প্রকার প্রয়োজনীয়তার জন্য এ্যালামনাই এসোসিয়েশন সাথে যোগসূত্র রক্ষা করতেন।

সিলেট এম সি এন্ড গভঃ কলেজ এলামনাই এসোসিয়েশনের মাধ্যমে কলেজদ্বয়ের মাষ্টাররোল চাকুরীজিবীদের করেনাকালীন সময়ে সাহায্য করা, কলেজদ্বয়কে সবুজায়ন এবং সিলেটের ভয়াবহ বন্যা দুর্গত এলাকায় শিক্ষা, নগদ অর্থ এবং ত্রান সামগ্রী বিতরণ উদ্ভোদন কালে কলেজের ছাত্র শিক্ষকদের উপস্হিতে অধ্যক্ষ সালেহ আহমদ বলেছিলেন, এই এলামনাই এসোসিয়েশন যেভাবে কলেজদ্বয়ের প্রোয়োজনে সাহায্য করে যাচ্ছে তা বর্তমান শিক্ষার্থীদের জন্য এটি একটি বড় শিক্ষা"।

উল্লেখ্য অধ্যক্ষ সালেহ আহমদের দূরারোগ্য ব্যাধি ক্যন্সারে আক্রান্ত হয়ে পড়েন। দীর্ঘ দুইবছর চিকিৎসারত অবস্হায় গত ১৬ ডিসেম্বর শনিবার রাত ৯টা ১০ মিনিটে সিলেট নগরীর একটি বেসরকারী হাসপাতালে তিনি শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন।(ইন্না লিল্লাহি অ ইন্নিলাহি রাজিউন)। সিলেট এম সি এন্ড গভঃ কলেজ এলামনাই এসোসিয়েশন মরহুমের মৃত্যুতে গভীর শোক ও সন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানিয়েছে।

ক্ষমতায় থাকতে পুরো দেশ নিয়ে বাজি ধরেছে সরকার

গণতন্ত্র মঞ্চ

ঢাকা অফিস

ক্ষমতায় থাকতে পুরো দেশকে নিয়ে সরকার বাজি ধরেছে। জনগণকে নিয়ে বাজি ধরেছে। এই জুয়াড়ির কাছে মানুষ নিরাপদ না, জনগণ নিরাপদ না। দেশের গণতান্ত্রিক ভবিষ্যৎ কোনোভাবেই নিরাপদ না—এমনটা বলেছেন গণতন্ত্র মঞ্চের নেতারা।

বুধবার জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে বাজার সিন্ডিকেটের বিরুদ্ধে গণপ্রতিরোধ গড়ে তোল, একতরফা নির্বাচন ও পরিকল্পিত সহিংসতার প্রতিবাদে গণতন্ত্র মঞ্চ আয়োজিত বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশে তাঁরা এসব কথা বলেন।

সভাপতির বক্তব্যে গণতন্ত্র মঞ্চের নেতা ও বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টির সাধারণ সম্পাদক সাইফুল হক বলেছেন, 'এই সরকার ক্ষমতায় থাকতে গিয়ে নানা ধরনের নাশকতা, সহিংসতা করে বিরোধী দলের ওপর দায় চাপিয়ে তাদের দমন করতে যেয়ে, পুরো দেশকে নিয়ে তারা বাজি ধরেছে। জনগণকে নিয়ে বাজি ধরেছে। এই জুয়াড়ির কাছে মানুষ নিরাপদ না, জনগণ নিরাপদ না। দেশের গণতান্ত্রিক ভবিষ্যৎ কোনোভাবেই নিরাপদ না।'

ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্য সরকার ভয়ংকর খেলায় মেতে উঠেছে, বাস-ট্রেনে অগ্নিসংযোগের ঘটনায় সরকার দায়ী বলে মন্তব্য করেছেন গণসংহতি আন্দোলনের প্রধান সমন্বয়ক ও গণতন্ত্র মঞ্চের নেতা জোনায়েদ সাকি। তিনি বলেছেন, 'পরিকল্পিত সহিংসতা করে জনগণকে পুড়িয়ে মারার যে ষড়যন্ত্র, এগুলোকে আমরা উৎখাত করব।'

আসন্ন নির্বাচনে জনগণকে ভোটকেন্দ্রে না যাওয়ার আহ্বান জানিয়ে সাকি বলেন, 'আমরা আর এই অবৈধ সরকারকে কোনোভাবে সাহায্য-সহযোগিতা করব না। নির্বাচন কমিশনের ঘোষণা বাংলাদেশের জনগণ মানবে না। এই একতরফা নির্বাচন উৎখাত করব। পরিকল্পিত সহিংসতা করে জনগণকে পুড়িয়ে মারার যে ষড়যন্ত্র, এগুলোকে আমরা উৎখাত করব এবং বাংলাদেশের গণতন্ত্র পুনপ্রতিষ্ঠা করব।'

ট্রেনে আগুনের ঘটনায় সরকারকে দায়ী করে সাকি বলেন, ট্রেনে আগুন দিয়ে বিরোধী দলের কী লাভ। ট্রেনে আগুন দিয়ে সরকার পুরো দোষ বিরোধী দলের ওপর চাপাচ্ছে এবং আরও নতুন নতুন মামলা করছে। এই কাজ করার সুযোগ যেহেতু সরকার পাচ্ছে, কাজেই রাজনৈতিকভাবে সব সহিংসতার লাভ এই সরকার পেয়েছে।

সমাবেশে নাগরিক ঐক্যের সভাপতি মাহমুদুর রহমান মান্না বলেন, 'ট্রেনে আগুন লাগার ঘটনায় পুলিশ কমিশনারও বিবৃতি দিয়েছেন। কোনো তদন্ত নেই তিনি বললেন, ট্রেনে আগুন দিয়েছে বিরোধী দল। কমিশনারের বক্তব্য থেকে বোঝা যায় পুলিশ, প্রশাসন ও সরকার এক হয়ে বিরোধী দলের আন্দোলন দমনের জন্য কাজ করছে।'

মান্না বলেন, 'এই প্রতারণার নির্বাচনের পর প্রধান বিরোধী দল কে হবে? সরকার তো হয়েই আছে। প্রধান বিরোধী দল কে হবে? জাতীয় পার্টি হবে? তবে অনেকেই বলে, এবার বিরোধী দল হবে স্বতন্ত্র পার্টি। পৃথিবীতে এ রকম কোথাও কি হয়েছে?'

সমাবেশ থেকে নেতৃবৃন্দ আগামী ৭ জানুয়ারি একতরফা নির্বাচন প্রত্যাখ্যান ও বর্জনের ভেতর দিয়ে সরকারের বিদায় নিশ্চিত করতে সরকারকে সব ধরনের অসহযোগিতা করতে দেশবাসীর প্রতি আহ্বান জানান। একই সঙ্গে ২১ ও ২২ ডিসেম্বর দেশব্যাপী গণসংযোগ এবং ২৩ ডিসেম্বর রাজধানীতে গণমিছিল কর্মসূচি ঘোষণা করেন। সমাবেশে আরও বক্তব্য দেন রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলনের প্রধান সমন্বয়ক অ্যাডভোকেট হাসনাত কাইয়ুম, ভাসানী অনুসারী পরিষদের আহ্বায়ক শেখ রফিকুল ইসলাম বাবলু, জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দলের (জেএসডি) সাধারণ

জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকা'র বিজয় দিবস উদযাপন

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকা'র উদ্যোগে মহান বিজয় দিবস উদযাপন উপলক্ষে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ১৮ ডিসেম্বর সোমবার সন্ধ্যায় জ্যাকসন হাইটসে মামা'স পার্টি হলে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সংগঠনের সভাপতি বদরুল খানের সভাপতিত্বে এবং ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক রোকন হাকিমের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত সভায় অতিথি ছিলেন বীর মুক্তিযোদ্ধা মুজাহিদুল ইসলাম, বীর মুক্তিযোদ্ধা তোফায়েল আহমেদ চৌধুরী, বীর মুক্তিযোদ্ধা সাইয়্যিদ মুজিবুর রহমান, বীর মুক্তিযোদ্ধা আব্দুর রহমান, বীর মুক্তিযোদ্ধা আহমদ মোস্তফা বাবুল, বাংলাদেশ সোসাইটির উপদেষ্টা আজিমুর রহমান বোরহান, বাংলাদেশ সোসাইটি সিনিয়র সহ সভাপতি ও যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক মহিউদ্দিন দেওয়ান, জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকা ইনক এর বোর্ড অব ট্রাস্টি ছদরুন নূর, সৈয়দ নাজমুল হাসান কোবাদ, জালালাবাদ এসোসিয়েশন আমেরিকা'র সাবেক সাধারণ সম্পাদক আব্দুল হাসিব মামুন প্রমুখ।

সভায় বক্তব্য রাখেন বিজয় দিবস উদযাপন কমিটির আহ্বায়ক মোঃ লোকমান হোসেন লুকু, সদস্য সচিব জাহিদ খান, প্রচার ও দপ্তর সম্পাদক ফয়সাল আলম, কোষাধ্যক্ষ মোঃ আলিম, সহ-সভাপতি শামীম আহমেদ, হবিগঞ্জ সদর সমিতির সভাপতি মিয়া মোঃ আছকির, নিউইয়র্ক স্টেট আওয়ামী লীগের এর সহ-সভাপতি শেখ আতিকুল ইসলাম, কুলাউড়া অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক জাবেদ আহমেদ, জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকা ইনক এর সাবেক সহ-সাধারণ সম্পাদক লোকমান হোসেন, এস্টোরিয়া ওয়েলফেয়ার সোসাইটির উপদেষ্টা ইমাদ আহমেদ চৌধুরী, জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকা ইনক সাবেক সাধারণ সম্পাদক আব্দুল হাসিব মামুন, বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ আজাদ উদ্দিন প্রমুখ। সভায় উপস্থিত ছিলেন জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকা এর সাবেক সহ-সভাপতি আব্দুল মছব্বির, সাবেক সহ-সভাপতি জোসেফ চৌধুরী, লাখাই'র সাবেক ইউপি চেয়ারম্যান ও হবিগঞ্জ জেলা কল্যাণ সমিতির উপদেষ্টা তাজুল ইসলাম তালুকদার, বিশিষ্ট কমিউনিটি অ্যাক্টিভিস্ট আব্দুল খালেক প্রমুখ।

সিলেট এম সি এন্ড গভঃ কলেজ এলামনাই এসোসিয়েশনের কমিটি

ডেস্ক রিপোর্ট

সিলেট এম সি এন্ড গভঃ কলেজ এলামনাই এসোসিয়েশনের সভাপতি পদে শফিক উদ্দিন চৌধুরী এবং সাধারণ সম্পাদক পদে মোহাম্মদ রেজাউল করিম পূনঃনির্বাচিত হয়েছেন। সংগঠনের নির্বাচন কমিশন কতৃক দেয়া বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে শফিক চৌধুরী এবং রেজাউল করিম পরিষদের বাইরে অন্য কোন প্যানেল নির্বাচনের জন্য মনোনয়নপত্র জমা না দেয়ার কারণে তাদের বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত ঘোষণা করা হয়েছে। ২০২৩-২০২৫ মেয়াদের জন্য একই প্যানেলের অন্যান্যরা হচ্ছেন ভাইস প্রেসিডেন্ট(১) আজিমুর রহমান, ভাইস প্রেসিডেন্ট(২) দেওয়ান শাহেদ চৌধুরী, ভাইস প্রেসিডেন্ট(৩) শওকত আলী, যুগ্ন সম্পাদক(1) মামুনুর রশীদ, যুগ্ন সম্পাদক(২) ইফজাল আহমেদ, ট্রেজারার মোঃ আকমল হোসেন খান, ক্রীড়া সম্পাদক মোহাম্মদ সামাদ মিয়া, প্রকাশনা সম্পাদক মোঃ আমিনুল হক চুন্নু, কালচারেল সেক্রেটারি মোঃ খায়রুল ইসলাম, অফিস সেক্রেটারি মোহাম্মদ

সেলিম আদমজী, নির্বাহী সদস্য পদে মোঃ মাহফুজুল বারি চৌধুরী, দিদার শাহিন, হাসান আলী, সৈয়দ নজরুল ইসলাম, মোঃ শাহনেওয়াজ চৌধুরী, কাজী ওদুদ আহমেদ, গোলাম কিবরিয়া চৌধুরী এবং মোঃ শাহিন কামালী।

নির্বাচন কমিশনের চেয়ারম্যান আবুল কালাম, সদস্য মঞ্জুর আহমেদ চৌধুরী এবং মাহি উদ্দিন স্বাক্ষরিত বিবৃতিতে নব নির্বাচিত কমিটিকে সংগঠনের নির্বাহী দায়িত্ব গ্রহণের আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে।

বোস্টনে আডুয়ানি'র অভিষেক ও বিজয় দিবস উদযাপন

ইমা এলিস

যুক্তরাষ্ট্রের ম্যাসাচুসেটস অঙ্গরাজ্যের বোস্টনে অ্যাসোসিয়েশন অব ঢাকা ইউনিভার্সিটি অ্যালামনাই অব দ্য নর্থইস্ট (আডুয়ানি)'র নতুন কমিটির অভিষেক ও বিজয় দিবস উদযাপন করেছে। স্থানীয় সময় ১৬ ডিসেম্বর শনিবার ক্যামব্রিজের পিবডি এলিমেন্টারি স্কুলে সন্ধ্যায় অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানে নব নির্বাচিত কমিটির সদস্যরা শপথ গ্রহণ করেন। নির্বাচিত সদস্যদের শপথ পাঠ করান নির্বাচন কমিশনার ড. খন্দকার করিম।

বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থ পাঠ ও দু'দেশের জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশনের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধে নিহত শহীদদের উদ্দেশ্যে দাড়িয়ে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। শুরুতেই স্বাগত বক্তব্য দেন সংগঠনের সাধারন সম্পাদক সাবরিনা ফারাহ আহবায়ক মনির সাজি।

সাবরিনা ফারাহ, রওনাক আফরোজ ও জান্নাতুন নেসা (লিপি)'র যৌথ সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় নতুন এ সংগঠনের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা নিয়ে গঠনমুলক বক্তব্য দেন নব নির্বাচিত সভাপতি ড. সৈয়দ মনসুর, পুর্বের সংগঠন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন অব নিউইংল্যান্ড (ডুয়ানি)'র অতীতের কর্মকান্ড ও দু'গ্রুপের বিভক্তির তথ্য তুলে ধরে বক্তব্য দেন প্রফেসর আহমেদ হাসান, বীর মুক্তিযোদ্ধা ড. নুরুল আমান, ড. সালেহ এম রহমান ওরফে সেজান মাহমুদ ও মীর ফজলুল করিম।

বিদিশা দেওয়ানজির পরিচালনায় সাংস্কৃতিক পর্বে সঙ্গীত পরিবেশন করেন সেজান মাহমুদ, শারমিন আজম, বিদিশা দেওয়ানজি, মার্কিন সঙ্গীত শিক্ষক জন থরপি,ব্যারিষ্টার জিয়াউল হাসান, সাওগাতা সরকার তাজিন আহমেদ, ব্রিয়ানা বিশ্বাস, রাফিয়া খান, রাই সরকার, আদিশা ও রাফিয়া। বাঁশি বাজিয়ে শোনান সাওগাতা সরকার ও শামীমা আব্দুল্লাহ। কবিতা আবৃত্তি করেন ড. আব্দুল্লাহ শিবলী, স্বরচিত কবিতা পাঠ করেন কবি বদিউজ্জামান নাসিম। শিল্পীদের যন্ত্রে সঙ্গত করেন কী বোর্ডে জুয়েল, তবলায় সাগর ও গিটারে বিদ্যুৎ।

উল্লেখ্য, বোস্টনে ২০১১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কিছু সংখ্যক সাবেক ছাত্রের সমন্বয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন অব নিউইংল্যান্ড (ডুয়ানি) নামে একটি সংগঠন চালু করেন। ডুয়ানি নামে এ সংগঠনটি পরিচালনার পরে বেশ কয়েক বছর আগে নেতৃত্বের কোন্দলে জড়িয়ে পড়েন সদস্যরা। দু'গ্রুপের মধ্যে চলে অভিযোগ-পাল্টা অভিযোগ। ডুয়ানি'র কমিটি নিয়ে নানা অনিয়ম, স্বেচ্ছাচারিতা ও ক্ষমতা অপব্যবহারের অভিযোগ উঠে। পক্ষপাতিত্ব ও ভূয়া ভোটার তালিকা তৈরির মাধ্যমে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ছাত্র সংসদ ডুয়ানি'কে নিজেদের নিয়ন্ত্রণে রাখার চেষ্টা চালান একটি স্বার্থন্বেষী মহল।

ফুটবলার আখতার হোসেন খান ফজলু আর নেই

আমেরিকা ডেস্ক

বাংলাদেশ জাতীয় টিম, আবাহনী ক্রীড়া চক্র ও ব্রাদ্রার্স ইউনিয়নের কৃতি ফুটবলার, মুন্সীগঞ্জ-বিক্রমপুরের লৌহজং থানার কৃতি সন্তান আখতার হোসেন খান ফজলু ১৫ ডিসেম্বর শুক্রবার স্থানীয় সময় বিকাল ৫ টায় নিউইয়র্কের ব্রঙ্কস জেকবি হাসপাতালে ইন্তেকাল (ইন্নালিল্লাহি..... রাজেউন) করেছেন। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী চার কন্যাসহ ভাই-বোন ও হাজারো ফুটবল প্রেমী গুনগ্রাহি রেখে গেছেন। উল্লেখ্য মহামারী করোনা শুরুর প্রথম দিকে তিনি করোনা আক্রান্ত হয়ে দীর্ঘদিন চিকিৎসাধীন ছিলেন এবং পরবর্তীতে সুস্থ হলেও নানা রকম শারীরিক জটিলতায় দীর্ঘদিন ভুগে মৃত্যুবরণ করেন। মরহুমের জানাজার তারিখ ও সময় নির্ধারিত হলে খুব শীঘ্রই সকলকে জানানো হবে।

মরহুমের পরিবারের সকলেই তার রুহের মাগফেরাত কামনা করে সকলের কাছে দোয়া প্রার্থনা করেছেন।

প্রবাসের সকল খেলোয়াড়, ক্রীড়ামোদীসহ সকলেই মরহুমের শোক সন্তপ্ত্য পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানিয়ে দোয়া প্রার্থনা করেছেন। আরও দোয়া প্রার্থনা করেছেন মোস্তফা হোসেন মুকুল, মোশারফ হোসেন খান, সাইদুর রহমান ডন, সাঈদ উর রব, আবু সাঈদ, ছোট ইউসুফ, মোহা: মহিউদ্দিন দেওয়ান, সৈয়দ এনায়েত আলী, সোয়েব খান, গোলাম মোস্তফা, সেলিম উল্লাহ সেলিম, শাহজালাল মোবিন প্রমুখ।

আরজ মতাদর্শ ছড়িয়ে দেওয়ার প্রত্যয়

বিশেষ প্রতিনিধি

যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কে দার্শনিক আরজ আলী মাতুব্বরের ১২৩ তম জন্মবার্ষিকী উদযাপিত হয়েছে। অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারীরা আরজ আলী মাতব্বরের মতাদর্শ বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে দেওয়ার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন। জ্যাকসন হাইটসে ১৭ ডিসেম্বর রোববার রাতে ওপেন আইজ আয়োজিত এ অংশগ্রহণমূলক আলোচনায় বাঙালি জনসমাজের অন্তত অর্ধশত মুক্তমনা অংশগ্রহণ করেন।

কমিউনিটি একটিভিষ্ট মুজাহিদ আনসারীর সভাপতিত্বে এবং সাংবাদিক ও নাট্যকর তোফাজ্জল লিটনের সঞ্চালনায় স্বাগত বক্তব্য রাখেন এ আয়োজনের সংগঠক সঞ্জীবন কুমার সরকার। তিনি বলেন, ২০১৮ সাল থেকে নিউইয়র্কে আরজ আলী মাতুব্বরের জন্ম উৎসব উদযাপিত হয়ে আসছে। নিউইয়র্কে আজকে অত্যাধিক বৈরী আবহাওয়া চলছে। এর মধ্যে আপনারা যারা এখানে এসেছেন, তাদের পক্ষেই সম্ভব আরজ আলী মাতুব্বরের মতাদর্শ বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে দেওয়া।

অনুষ্ঠানে সাপ্তাহিক বাঙালি পত্রিকার সম্পাদক কৌশিক আহমেদ বলেন, তিনি সক্রেটিসের মতো প্রশ্ন করেছিলেন আমি কে ? আমি কেন ? আত্মার সঙ্গে আমার দেহের সম্পর্ক কি? পরকাল বলে কি কিছু আছে? নিজেকে জানার জন্যই তার এসব প্রশ্ন। তিনি সত্যের সন্ধানে সারাটি জীবন অতিবাহিত করেছেন। যে সত্য জেনেছেন তা জীবনে ধারণ করে সবার মাধ্যে ছড়িয়ে দিতে চেয়েছেন। তিনি আরো বলেন, সত্য সার্বজনীন নয়। সত্য আপেক্ষিক, সত্যের চেহারা সবার কাছে একরকম নয়। তবে আমাদের প্রশ্ন করতে হবে , আমাদের প্রশ্নের উত্তর খুঁজে বের করতে হবে, উত্তর খোঁজাই সত্য সন্ধান।

অনুষ্ঠানে গবেষক জুয়েল মালিক বলেন, বাংলাদেশের বাঙালির এক জীবনধর্মী দার্শনিক আকর কথা বলে গেছেন । সত্যের সন্ধান করেছেন। প্রশ্ন করতে উদ্বুদ্ধ করেছেন। মৃত্যুকে গীতকে মিথকে একপাশে ঠেলে দিয়ে বিজ্ঞানমনস্কতার জয় গান গেয়েছেন। আজ কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার যুগে বাস করে বিজ্ঞানের সকল সুবিধা গ্রহণ করে চেতনায় মধ্যযুগীয় বিশ্বাস ও মূল্যবোধ ধারণ করে আমরা গুজামিল ও সমঝোতা করে পদে পদে বিপদ ডেকে আনছি। আরজ আলী মাতব্বর গণিতকে বিজ্ঞানকে বিবর্তন কে প্রাধান্য দিয়েছেন আজ তার সৎ কর্মঠ চিন্তাশীল বিজ্ঞানমনস্ক এই চিন্তক প্রকৃতি ধারণ করে গড়ে ওঠা মন মননের চর্চা করেছেন যা আজ আমরা করতে বিব্রত হই তাই আসুন আরোজিও চেতনায় দীপ্ত হয়ে প্রশ্ন করতে শিখি বিজ্ঞানকে মেনে নিই মিত এবং গল্পকে তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিয়ে বাস্তব জীবনে প্রকৃতির জ্ঞান ধারণ করি।

অনুষ্ঠানের অংশগ্রহণমূলক আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন সংগঠক ও রাজনীতিবিদ জাকির হোসেন বাচ্চু। সাংবাদিক আমানউদ্দৌলা, মাহমুদ মেনন, সাগর লোহানি, ইব্রাহিম চৌধুরী খোকন এবং মাহবুব রহমান, আইন ও সালিশ কেন্দ্রের সাবেক নির্বাহী পরিচালক নূর খান লিটন। ব্লগার শুভ ডি কষ্টা, বেঙ্গলি ক্লাবের সভাপতি দিনেশ চন্দ্র মজুমদার। আবৃত্তি করেন ক্লারা রোজারিও। বক্তব্যে দীলিপ কুমার মোদক বলেন, বিশ্বাস কখনও উত্তর দেয় না, বরং প্রশ্ন করাকে বন্ধ করে দেয়। যুক্তি ও বাস্তবতার আলোকে জীবনকে জানা ও চেনাই ছিলো তাঁর দর্শনের মূল প্রতিপাদ্য। যা আমাদের আজকের সমাজের জন্য খুবই অপরিহার্য।

মুক্তমনা বক্তা তানভীর কায়সার বলেন, আরোজ আলী মাতব্বরের অসংখ্য গুণাবলী রয়েছে সেই বিষয়ে শুধু আলোচনা না করে আমাদের উচিত তার মতাদর্শ ছড়িয়ে দেওয়া এবং সেই অনুযায়ী সংকল্প গ্রহণ করা।

Wasi Choudhury & Associates LLC

আপনি কি I.R.S./STATE নোটিশ নিয়ে চিন্তিত?

SERVICES

- Represent Taxpayers for I.R.S./ State Audit
- Tax Preparation:
  Individual, Corporation, Partnership, LLC, Not-for-Profit, etc.
- Accounting:
  Payroll, Sales Tax, etc.
- Business Licenses
- ইমিগ্রেশন সংক্রান্ত নিয়মাবলী প্রয়োজনে ফলো করা হয়।

IRS e-file
IRS AUTHORIZED E-FILE PROVIDER

Wasi Choudhury, EA
Admitted to Practice before the IRS
সদস্য, বোর্ড অব ট্রাস্টি, বাংলাদেশ সোসাইটি ইনক

Member: naea

Tel: 718-440-6712
718-205-3460
Fax: 718-205-3475
Email: wasichoudhury@yahoo.com

ক্রেডিট কার্ড এর মাধ্যমে
ও পেমেন্ট করতে পারেন

প্রবাসে বাংলাদেশী কমিউনিটির কল্যাণের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ সোসাইটি ইনক এর সদস্য পদ গ্রহণ / নবায়ন করার এবং এর প্রতিটি কার্যক্রমে সক্রিয় অংশগ্রহণ করার অনুরোধ রইল।

37-22, 61st St., 1st Fl, Woodside, NY 11377

এস্টোরিয়া ও জ্যামাইকাতে মেডিসিন বিশেষজ্ঞ ডাক্তার

MOHAMMAD M RAHMAN MD

Board Certified in Internal Medicine

Geriatrics,
Hospice & Palliative
Care Medicine
Attending Physician,
NYU School of Medicine

এখানে ল্যাব, সনোগ্রাম, ইকেজি, ফ্লু, হজ্ব ভ্যাকসিন দেয়া হয়
আমরা প্রায় সব ধরনের ইন্সুরেন্স গ্রহণ করি।

Appointment:
718-526-0700, 718-383-4500
Cell- 718-864-8882

ASTORIA OFFICE:	JAMAICA OFFICE:
30-04, 36th Avenue	170-12 Highland Avenue
LIC, NY 11106	Jamaica Estates, NY- 11432
Tel: 718-383-4500	www.drmrahman.com

Tax & Immigration
Services

MOHAMMED PIER
Lic. Realestate Asso, Broker
EA, IRS, RTRP & notary Public
Cell: 917-678-8532

- Tax
- Immigration
- Real Estate
- Mortgage
- Notary

INCOME TAX
Income Tax Serice & Direct Deposit quick Refund & Electronic Filling

IMMIGRATION SERVICES
Citizenship & Family Application
Affidavit of Support & all forms available

REAL ESTATE
For Buying & Selling houses
mortgage services

IRS e-file

PIER TAX AND EXECUTIVE SERVICES

37-18, 73 Street, Suite# 202, Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-533-6581 Cell: 917-678-8532 Fax: 718-533-6583
Email: piertax@gmail.com

দীর্ঘ ১০ বছরের সাফল্য ও অভিজ্ঞতার ধারাবাহিকতায়

সকল ধরনের ইনস্যুরেন্সের জন্য একটি বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান

আপনার গাড়ি বাড়ি ব্যবসা ও TLC ইন্সুরেন্সের
জন্য আমাদের প্রফেশনালদের সহায়তা নিন

Low Down Payment
No Extra Fee
6 Hours DDC Class

Experienced
Tax Professional
IRS e-file
IRS Authorized e-file Provider

Auto Home Business & TLC Insurance
TDS Insurance Brokerage Corp.

BROOKLYN
118 Beverley Road, Brooklyn, NY 11218
Phone: 718-483-9310, Fax: 718-483-9311
Email: team@tdsinsurance.com

জ্যাকসন হাইটসের প্রাণকেন্দ্রে সিপিএ'র মাধ্যমে ট্যাক্স ফাইল করুন

TAX FILING 2023
WE DO ALL TYPES OF TAXES

CONTACT
KALIANNA LAKSHMANAN,CPA,PC
7232 BROADWAY,SUITE 306
JACKSON HEIGHTS, NY 11372
Phone: 347-279-6001, 646 4818369
Fax: 718-799-9181
Email: lakashmanan@kali-cpa.com

আবু জামান
ম্যানেজার
Tel: 6462844776

KALIANNA LAKSHMANAN
CPA,PC
Tel: 347-279-6001

জব জব জব

আপনি কি আমেরিকাতে একটি সরকারী জব খুজছেন? আপনার কি হাইস্কুল ডিপ্লোমা, ব্যাচেলর অথবা মাষ্টার ডিগ্রী আছে? বাংলাদেশ অথবা ইউএস থেকে যদি থাকে তাহলে আর দেরী না করে আমাদের টিমে যোগ দিন এবং আপনার পছন্দমত বিভিন্ন একটি প্রফেশনাল জবের জন্য চেষ্টা করুন।

সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় (সিটি, স্টেট এবং ফেডারেল জবের) আপনাদের সর্বোচ্চ স্কোর পাওয়ার জন্য আমাদের সর্বাত্নক প্রচেষ্টা থাকে এবং সেভাবেই আমরা প্রার্থীকে প্রস্তুত করে দেই। (ম্যাথ, ইংরেজী এবং অন্যান্য ট্রিকি প্রশ্নাবলী সমৃদ্ধ আমাদের নিজস্ব প্রিপারেশন গাইড ব্যাংক)। আমেরিকার অন্য স্টেট থেকেও আমাদের টিমে যোগ দিতে পারেন।

তাছাড়া প্রফেশনাল রিজুমি, কভার লেটার এবং ফেইস টু ফেইস ইন্টারভিউ-এর জন্য তৈরী করা হয়। যাদের একাউন্টিং বেকগ্রাউন্ড তাদেরকে কুইকবুক, পিচট্রি, পেরুল ও একাউন্টিং-এর টিউটরিংসহ সবাইকে কম্পিউটার বেসিক শিখানো হয়।

আগ্রহী প্রার্থীরা আজই যোগাযোগ করুন - ৭১৮-৫৩০-২৬০৫
email: roudro123@yahoo.com

এম এ জামান (বর্তমানে নিউইয়র্ক স্টেট গভ-এ কর্মরত)
সাকসেস মাল্টিপারপাস এন্ড কারিয়ার কনসালটিং ফার্ম (প্রতিষ্ঠাতা)
সার্টিফাইড বিজনেস ক্যারিয়ার স্কুল টিচার, দ্যা স্টেট ইউনিভার্সিটি অফ নিউইয়র্ক (জব ডেভেলপার)
প্রাক্তন সাবস্টিটিউট টিচার, নিউ ইয়র্ক সিটি ডিপার্টমেন্ট অফ এডুকেশন এবং
লেকচারার ইন একাউন্টিং, এম এল আই, নিউ ইয়র্ক, কুইন্স

বাড়ি ক্রয়ে ২৫% ডাউন পেমেন্ট দিলে নো ব্যাকগ্রাউন্ড চেক

- রেন্টাল
- প্রপার্টি কেনা-বেচা, শর্ট সেল-নেগোসিয়েশন কেনাবেচার ক্ষেত্রে অভিজ্ঞ
- অকশন-সিটি হাড (HUD) ব্যাংক
- মর্টগেজ ব্যবস্থা
- রি-ফাইন্যান্সসহ যাবতীয় সহযোগিতার জন্য কথা বলুন

Please call or text
646 284 4776
Abu Zaman
Licensed Real Estate Salesperson
abuzaman45@hotmail.com

Silver & Gold Realty

MITU DISABILITY CENTER
MITU PHYSICAL THERAPY P.C.
MITU HOME CARE LLC.

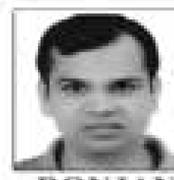

RONJAN
(Disability Consultant)
646-730-8416

আপনি যদি অসুস্থ হন তাহলে প্রতি মাসে ৫০০-২৫০০ ডলার পেতে পারেন

JABBAR SHARIFF
Attorney & Counselor at Law

MITU DISABILITY CENTER
- স্টেট ডিসএ্যাবিলিটি (TANF)
- ফেডারেল ডিসএ্যাবিলিটি (SSI, SSDI)
- এখানে ডাক্তার দ্বারা ফিজিক্যাল থেরাপী দেওয়া হয়।
- ইমিগ্রেশনের বিষয়ে সাহায্য করা হয়।

পরীক্ষা ছাড়াই আমেরিকার সিটিজেনশীপ

N-648 WAIVER

MITU PHYSICAL THERAPY P.C.
আমরা যেকোন ধরনের ব্যাথা / জয়েন্ট পেইনের জন্য থেরাপী দিয়ে থাকি, ঘাড়ের ব্যাথা, পিঠের ব্যাথা, হাটুর ব্যাথা, কোমরের ব্যাথা, মাংসের ব্যাথা, অবশ হওয়া, ঝিনঝিন করা, মাথা ধরা এবং সাইয়াটিকার ব্যাথা নিরাময়ের চিকিৎসা দিয়ে থাকি।
Nagah A. Alaidy
(ফিজিক্যাল থেরাপিষ্ট)

MITU HOME CARE LLC.
আপনি প্রতি সপ্তাহে আয় করুন
আপনার মা-বাবা, শ্বশুর-শাশুড়ী, আত্মীয়-স্বজন, প্রতিবেশী, বন্ধু-বান্ধব অথবা যেকোন রোগীকে স্বাস্থ্য সেবা দিয়ে অর্থ উপার্জন করুন। আমেরিকায় রোগীকে সেবা করার সম্পূর্ণ খরচ সরকার বহন করে থাকে।

3747, 73rd Street, Suite # 215
Jackson Heights, NY 11372
(Kings Plaza)
Phone: 718-701-2666, 646-730-8416, Fax: 718-225-1025
Email: bonijronjan@yahoo.com

আমেরিকায় স্থায়ীভাবে বসবাসের ব্যাপারে ফ্রি পরামর্শ

B1/B2 সহ অন্য যে-কোন নন-ইমিগ্রান্ট ভিসায় আগতদের স্বপরিবারে আমেরিকায় বসবাসের জন্য রয়েছে অনেক সুযোগ

- ব্যাবসায়ী ও কর্পোরেট প্রফেশনালদের জন্য আছে L1A বা E2 ভিসা নিয়ে স্বপরিবারে আমেরিকায় বসবাস ও ভবিষ্যতে গ্রীনকার্ডের সুযোগ

- Small ইনভেস্টরদের জন্য আছে সহজেই অল্প বিনিয়োগে আমেরিকান franchise ক্রয়ের মাধ্যমে E2 ভিসা নিয়ে স্বপরিবারে আমেরকিায় বসবাস ও ভবিষ্যতে গ্রীনকার্ডের সুযোগ

- বিপদগ্রস্থ পলিটিশিয়ান ও এন.জি.ও কর্মীদের জন্য পলিটিকাল এসাইলামের আবেদন করে ৬ থেকে ৮ মাসের মধ্যে সোশাল সিকিউরিটি ও ওয়ার্ক পারমিট সহ বসবাসের সুযোগ

-যারা এক বছর বা তার আগে গ্রীনকার্ডের জন্য এপ্লাই করে অপেক্ষা করছেন তাদের জন্য রয়েছে সুখবর।

-আমরা এখন H1B ও EB5 এর ব্যাপারেও সহায়তা করি।

স্বনামধন্য আমেরিকান Lawyer এর মাধ্যমে VISA/Case প্রসেস করে থাকি

FRANCHISE BROKER ACADEMY
Member

H1B	L1A VISA
EB5	E2 VISA
POLITICAL ASYLUM	

হটলাইন : +১ ২০১ ৪৫৬ ৩১০৩
সপ্তাহে ৭ দিনই খোলা

Captor USA, Inc.
Franchise & Business Consulting Firm
37-16, 73rd Street, Suite #402, Jackson Heights, NY 11372
Phone: +1 (718) 433 9001, +1 (718) 433 9002; Fax: +1 (718) 744 9590
Cell: (201) 456-3103, (646) 707 9067; Email: captor.usa@gmail.com, iftekhar.cml@gmail.com
New addres 37-16, 73 street, Suite # 402, Jackson Heights, NY 11372

হেলাল উদ্দিনকে ঘিরে স্বজন সমাবেশ

রওশন হক

স্বাধীন বাংলাদেশে সমাজ সংস্কৃতিতে বৈপ্লবিক পরিবর্তন আসে। দেশের সাংবাদিকতাই শুধু নয়, বিশ্বের সাংবাদিকতায়ও এ সময়টিতে দ্রুত পরিবর্তন এসেছে। এ পরিবর্তন যেমন প্রযুক্তিগত, তেমনি সমাজ সংস্কৃতির ধাবমান পরিবর্তনের কারণেই ঘটেছে। সময়কে ধারণ করেই আমাদের সাংবাদিকতাকে এগিয়ে নিতে হবে।

১৪ ডিসেম্বর বৃহস্পতিবার মিশিগান প্রেস ক্লাবের সভাপতি হেলাল উদ্দিন রানাকে ঘিরে প্রথম আলো উত্তর আমেরিকার স্বজন সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। লেখক সাংবাদিক আর শুভানুধ্যায়ীদের উপস্থিতিতে আড্ডা আলোচনায় বক্তারা এসব কথা বলেন। আলাপ সংলাপটি পরিচালনা করেন প্রথম আলো উত্তর আমেরিকার সম্পাদক ইব্রাহীম চৌধুরী।

১৪ ডিসেম্বর ছিল শহিদ বুদ্ধিজীবী দিবস। দেশ মাতৃকার জন্য আত্মাহুতি দেয়া বীরদের স্মরণে এক মিনিট নিরবতা পালন করা হয়। এ সংক্রান্ত আলোচনায় বলা হয়, পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী দেশকে মেধাশূন্য করার শেষ চেষ্টা করেছিল। একাত্তর সালে পাকিস্তানিরা হানাদার এবং তাদের দোসররা একটি জাতিকে নিধন করতেই নেমেছিল। অনেকেই প্রশ্ন রাখেন, কেন আজও বাংলাদেশের একাত্তরের হত্যাকাণ্ড জাতিসংঘের জেনোসাইড খাতায় স্থান পায়নি? আলোচকরা বলেন, স্বাধীনতা ও সাম্যের জন্য লড়াই করা দেশে অসাম্য বেড়েছে। গণতন্ত্র ও মানবাধিকারের জন্য এখনো লোকজনকে লড়াই করে যেতে হচ্ছে। রাজনৈতিক বৈরিতার কারণে দেশের গণতান্ত্রিক অগ্রযাত্রাকে ব্যাহত করা হচ্ছে বলে আলোচকরা উল্লেখ করেন।

সাংবাদিক হেলাল উদ্দিন রানা, আশির দশকে সাহিত্য সংস্কৃতির নানা দিক নিয়ে আলোচনা করেন। সাংবাদিকতা পেশার সাথে রাজনীতির প্রবেশ এবং সংবাদকর্মীদের এ সংক্রান্ত পরিচয় সাংবাদিকতার ভাবমূর্তিকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে বলে তিনি উল্লেখ করেন। অল্প দিনেই প্রথম আলো উত্তর আমেরিকা বহির্বিশ্বে একটি গুরুত্বপূর্ণ সংবাদপত্র হয়ে উঠেছে উল্লেখ করে এরসাথে সংশ্লিষ্ট লেখক সাংবাদিকদের তিনি ধন্যবাদ প্রদান করেন।

বিএনপির ২১ হাজার ৮৩৫ নেতা-কর্মী গ্রেপ্তার’

ঢাকা অফিস

গত ২৮ অক্টোবর বিএনপির সমাবেশের পর থেকে দলটির ২১ হাজার ৮৩৫ জন নেতা-কর্মীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে বলে জানিয়েছে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী আইনজীবী ফোরাম। একই সঙ্গে গত ১৪ সপ্তাহে ৭৯টি মামলায় ১ হাজার ২৪৯ জন বিএনপি নেতা-কর্মীকে বিভিন্ন মেয়াদে সাজা দেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছে সংগঠনটি।

সোমবার (১৮ ডিসেম্বর) বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট আইনজীবী সমিতি ভবনে এক সংবাদ সম্মেলনে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী আইনজীবী ফোরাম এমনটি জানায়। সম্প্রতি আওয়ামী লীগ নেতা কৃষিমন্ত্রী আব্দুর রাজ্জাকের দেওয়া বক্তব্যের সমালোচনা করে বিএনপির আইন সম্পাদক ব্যারিস্টার কায়সার কামাল বলেন, ‘একটি বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেলে প্রদত্ত আওয়ামী লীগের সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য ও কৃষিমন্ত্রী ড. আবদুর রাজ্জাক বলেছেন, বিএনপির ২০ হাজার নেতা-কর্মীকে গ্রেপ্তার না করলে বাংলাদেশে আজকে হরতালের দিন গাড়ি চলত না। তাঁদের জেলে না রাখলে দেশ অচল হয়ে যেত।

“আওয়ামী লীগের নীতিনির্ধারণী পর্যায়ের নেতার এই বক্তব্যই প্রমাণ করে—রাষ্ট্রের সমস্ত সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে বর্তমান অনির্বাচিত শেখ হাসিনার সরকার কীভাবে করায়ত্ত করেছে। আওয়ামী লীগ নেতা আব্দুর রাজ্জাকের এই অকপট বক্তব্য আসলে ফ্যাসিস্ট সরকার কর্তৃক সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে আজ্ঞাবাহ করার এক স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দী।”

ব্যারিস্টার কায়সার কামাল আরও বলেন, ‘তাঁর (আবদুর রাজ্জাক) বক্তব্যে প্রতিভাত হয়েছে যে, জনগণের লুণ্ঠিত ভোটাধিকার, গণতন্ত্র, মানবাধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠার যে আপসহীন আন্দোলন বিএনপি চালিয়ে যাচ্ছে, সেই আন্দোলনকে স্তব্ধ করার জন্য বর্তমান অনির্বাচিত সরকার ২৮ অক্টোবরের পর থেকে বিএনপির ২১ হাজার ৮৩৫ নেতা-কর্মীকে অন্যায়ভাবে কারান্তরীণ করেছে। গত ১৪ সপ্তাহে মোট ৭৯টি মামলায় মোট ১ হাজার ২৪৯ নেতা-কর্মীকে বিভিন্ন মেয়াদে সাজা দেওয়া হয়েছে।

ড. আব্দুর রাজ্জাকের বক্তব্য বাংলাদেশের বিচার বিভাগের অস্তিত্বকে শুধু অস্বীকারই করেনি, জাতিকে বার্তা দিয়েছে যে, বিচার বিভাগ, আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী, প্রশাসনসহ সব কিছুই ফ্যাসিস্ট সরকারের ইচ্ছার কাছে মাথা নত করেছে।

দেশের নির্বাহী বিভাগের প্রধান ব্যক্তি শেখ হাসিনার ইচ্ছা বা অনিচ্ছার ওপরেই সবকিছু নির্ভর করে।’

সংবাদ সম্মেলনে বলা হয়, তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থা পুনর্বহাল ছাড়া, শেখ হাসিনার অধীনে কোনো নির্বাচনে অংশগ্রহণ না করার যে সিদ্ধান্ত বিএনপি নিয়েছে, সে সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের লক্ষ্যে আন্দোলন অব্যাহত থাকবে।

নির্বাচনে এলে বিএনপি নেতাদের জামিন পাওয়া সহজ হতো: কৃষিমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

বিএনপিকে নির্বাচনে এলে আইনি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নেতাদের জামিন পাওয়া সহজ হতো বলে মন্তব্য করেছেন কৃষিমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগের প্রেসিডিয়াম সদস্য ড. মো. আব্দুর রাজ্জাক। আজ সোমবার সচিবালয়ে সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময়কালে মন্ত্রী এ মন্তব্য করেন।

তিনি বলেন, ‘ফখরুল ইসলাম আলমগীরকে জেলে রেখে কি নির্বাচন হবে? সেটা একটা আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে জামিনের ব্যবস্থা করা হতো। একটা ফর্মালিটিজ করে আইনি প্রক্রিয়ার মাধ্যমেই তাঁদের ছেড়ে দিয়ে নির্বাচনের ব্যবস্থা করা হতো। বিএনপি নির্বাচনে আসতে রাজি হলে তারা হরতাল, অবরোধ, অগ্নিসন্ত্রাস ও সন্ত্রাসমূলক কর্মকাণ্ড থেকে নিবৃত্ত হতো। তখন আইনি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে তাঁদের জামিন পাওয়া সহজ হতো।’

কৃষিমন্ত্রী বলেন, ‘নির্বাচন কমিশন বারবার বলেছে, বিএনপি নির্বাচনে এলে নির্বাচন পিছিয়ে দেওয়া হবে। বিএনপি যদি রাজি হয়, নির্বাচন পিছিয়ে দিয়ে পরিবেশ সৃষ্টি করা হবে। এই কথাটিই আমি বলেছি। নির্বাচন কমিশনে তো আইনের লোক অনেক আছে। একটা গ্রহণযোগ্য নির্বাচনের জন্য আলাপ-আলোচনা করে অনেক কিছুই করা যায়। খুনের আসামিরও তো জামিন হয়।’ ‘এক রাতেই সব নেতার মুক্তির প্রস্তাবেও ভোটে রাজি হয়নি বিএনপি’‘এক রাতেই সব নেতার মুক্তির প্রস্তাবেও ভোটে রাজি হয়নি বিএনপি’

লন্ডন প্রবাসী বন্ধুকে নিয়ে কুলাউড়ায় ‘বন্ধুদের আড্ডা’

কুলাউড়া, প্রতিনিধি

বাংলাদেশে সফররত লন্ডন প্রবাসী মাইনুল আলম সুয়েবের সম্মানে বন্ধুদের নিয়ে এক আড্ডার আয়োজন করে এসএসসি ৯৪ ব্যাচ কুলাউড়া উপজেলা শাখা। ১৩ ডিসেম্বর বুধবার সন্ধ্যায় কুলাউড়ার জয়পাশায় তাঁর নিজ বাসভবনে উপস্থিত বন্ধুরা মেতে ওঠেন আনন্দ আর শুভেচ্ছা বিনিময়ে। এখানে অংশগ্রহণকারী অনেক বন্ধুর সাথে যুক্তরাজ্য প্রবাসী বন্ধু সুয়েবের অনেকদিন পর দেখা হয়। নানা স্মৃতিচারণ আর একে অপরের সাথে কুশল বিনিময়ে আড্ডায় ফিরে আসে সযতেœ আগলে রাখা মুগ্ধ অতীত। স্মৃতির ওপারে রেখে আসা শৈশবের দিনগুলো বন্ধুদের নিয়ে যায় নস্টালজিয়ায়। বন্ধুদের নিয়ে ভবিষ্যতে নানা সামাজিক কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে পড়ারও আভাস আসে এই আড্ডায়। এসএসসি ৯৪ ব্যাচের বন্ধুদের পক্ষ থেকে আহবায়ক সঞ্জয় দেবনাথ শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে বন্ধুদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন মাইনুল আলম সুয়েব। বন্ধুদের আড্ডায় উপস্থিত ছিলেন নুরুল ইসলাম খান বাবলা, মো. সাদিকুর রহমান, সামছুর রহমান সমছু, কাওসার আহমেদ নিপার, আমিনুল ইসলাম লিটন, হাসান আহমেদ, শাহীন আহমেদ, মঈন উদ্দিন, শফিকুল ইসলাম জায়েদ, মাসুম, আজিজ, সামছু খান, পিকু পাল প্রমুখ। সবশেষে মাইনুল আলম সুয়েবকে এসএসসি ৯৪ ব্যাচের পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা স্মারক প্রদান করা হয়।

প্রসঙ্গত, ‘আমরা দৃঢ় হতে চাই ঐক্যের বন্ধনে' এই শ্লোগানকে হৃদয়ে ধারণ করে এসএসসি ৯৪ ব্যাচ কুলাউড়া উপজেলা প্রবাসে অবস্থানকারী বন্ধুরা দেশে এলে তাঁদের সম্মানে আড্ডার আয়োজন করে আসছে দীর্ঘদিন ধরে। যার ফলে বন্ধুদের মাঝে একে অপরের প্রতি যোগাযোগেরও সেতু রচনা করছেন তাঁরা।

বর্ণাঢ্য আয়োজনে বিজয় দিবস উদযাপন করলো বাংলাদেশ সোসাইটি

ডেস্ক রিপোর্ট

বর্ণাঢ্য আয়োজনে বিজয় দিবস উদযাপন করলো বাংলাদেশ সোসাইটি। ১৭ ডিসেম্বর শনিবার সন্ধ্যায় বাংলাদেশ সোসাইটির নিজস্ব কার্যালয়ে এ আয়োজন করে প্রবাসী বাংলাদেশীদের এ সংগঠনটি। বাংলাদেশ সোসাইটির সভাপতি মোহাম্মদ রব মিয়ার সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক রুহুল আমিন সিদ্দিকী ও আহবায়ক কমিটির সদস্য সচিব মোহাম্মদ আখতার বাবুল ও সহ- সভাপতি ফারুক চৌধুরীর পরিচালনায় অনুষ্ঠানে বীর মুক্তিযোদ্ধাদের সম্মাননা প্রদান করা হয়।

অনুষ্ঠানে অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বীর মুক্তিযোদ্ধা মীর মশিউর রহমান, শাহ জাহান সিরাজি, মিসবাহ উদ্দিন ভুঁইয়া, বাংলাদেশ সোসাইটির ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্য হাজি মফিজুর রহমান, জহিরুল ইসলাম মোল্লা, আতোয়ারুল আলম, বাংলাদেশ সোসাইটির সাবেক সাধারণ সম্পাদক আব্দুর রহিম হাওলাদার, অনুষ্ঠানের আহবায়ক প্রদীপ ভাট্টাচার্য্য, বাংলাদেশ সোসাইটির কর্মকর্তাবৃন্দ, সমন্বয়কারী শাহ মিজানুর রহমান, কোষাধ্যক্ষ নওশাদ হোসেন, সহ-সাধারণ সম্পাদক আমিনুল ইসলাম চৌধুরী, ক্রীড়া ও আপ্যায়ন সম্পাদক মাইনুল উদ্দিন মাহবুব, প্রচার সম্পাদক বিজু মোহাম্মদ, সাংস্কৃতিক সম্পাদক ডা. শাহনাজ লিপি, কার্যকরী সদস্য সংদী দী মিন্টু, বাংলাদেশ সোসাইটির সাবেক কর্মকর্তারা নূরুল হক প্রমুখ।

নিউইয়র্কে চারুকণ্ঠের উদ্যোগে বিজয় দিবস উদযাপন

উত্তর আমেরিকা অফিস

বাংলাদেশের মহান বিজয় দিবস উদযাপন উপলক্ষে নিউইয়র্ক সিটির ব্রুকলিনের নোয়াখালী সমিতি ভবনে ৯ ডিসেম্বর শনিবার শিশু-কিশোর সংগঠন ‘চারুকণ্ঠের’ উদ্যোগে শিশু -কিশোরদের আবৃত্তি ও চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। শিশু -কিশোরদের এ চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতায় বিপুল সংখ্যক প্রতিযোগী অংশগ্রহণ করে। শিশু -কিশোরদের পদ চারণায় অনুষ্ঠানস্থলটি প্রাণবন্ত হয়ে উঠে। তাদের বাংলা আবৃত্তি ও আঁকা ছবিতে বাংলাদেশকে খুঁজে পাওয়া যায়। অনুষ্ঠানটির আয়োজক প্রতিষ্ঠান চারুকণ্ঠের পরিচালক ফারজিন রাকিবা কবিরের সার্বিক তত্ত্বাবধানে চারুকণ্ঠের স্বেচ্ছাসেবীদের আন্তরিক সহযোগিতায় অনুষ্ঠানটি সার্থকভাবে সুসম্পন্ন হয়েছে। চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতার বিচারকের দায়িত্ব পালন করেন- চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় এলামনাই এসোসিয়েশন উত্তর আমেরিকার সাবেক সভাপতি ও বাংলাদেশ শিশু একাডেমী চট্টগ্রামের প্রাক্তন প্রশিক্ষক মুহাম্মদ আবদুল আজিজ নঈমী, শহীদ জায়া জননী মুস্তারী শফি-এর সুযোগ্য কন্যা স্কুল শিক্ষিকা নাসরিন শফি, নিউইয়র্ক সিটিতে কর্মরত নূরুন নাহার বুলবুল ও স্কুল শিক্ষিকা রোমেনা শিল্পী। চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতার বিচারকমণ্ডলী সংক্ষিপ্ত আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন এবং প্রতিযোগি শিশু-কিশোরদের হাতে পুরস্কার বিতরণ করেন। বিশিষ্ট লেখক ও সাংবাদিক আবু সাঈদ রতন ও তাঁর সহধর্মিণী শাহীন সাঈদ, জুথী খান এবং চারুকণ্ঠের অভিভাবকদের সৌজন্যে দেশীয় ঐতিহ্যবাহী পিঠা -পুলি-পায়েস ও রাতের খাবার দিয়ে অনুষ্ঠানে আগত সবাইকে আপ্যায়ন করা হয়।

নিউইয়র্কে দিনাজপুর জেলা সমিতির বিজয় দিবস উৎযাপন

ইমা এলিস

যুক্তরাষ্ট্রের নিউ ইয়র্কে দিনাজপুর জেলা সমিতি বার্ষিক সাধারন সভা ও বিজয় দিবস উৎযাপন করেছে। স্থানীয় সময় ১৬ ডিসেম্বর শনিবার সন্ধ্যায় জামাইকার স্টার কাবাব রেস্তোরাঁয় অনুষ্ঠিত উক্ত সমিতি বার্ষিক সাধারন সভা অনুষ্ঠিত হয়।

সংগঠনের উপদেষ্টা ড. রুহুল কুদ্দুসের সভাপতিত্বে ও নব নির্বাচিত সা. সম্পাদক অ্যাড. আব্দুর রশিদের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত এক আলোচনা সভায় বক্তব্য দেন দিনাজপুর জেলা সমিতির সভাপতি মোঃ মোশাররফ হোসেন, সা. সম্পাদক অ্যাড. আব্দুর রশিদ, মোঃ আবু তাহের ও উপদেষ্টা ড. রুহুল কুদ্দুস। এ সময় মঞ্চে উপবিষ্ট ছিলেন মোঃ রেজ্জাকুল ইসলাম ও মোঃ ইনসান আহমেদ।

সভাপতির বক্তব্যে মোঃ মোশাররফ হোসেন বলেন, দিনাজপুর জেলার ঐতিহ্যের পাশাপাশি দেশ ও মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসকে আমরা প্রবাসে বেড়ে ওঠা নতুন প্রজন্মের মাঝে তুলে ধরতে চাই। আমাদের সন্তানেরা জানুক আমদের এই দেশ কীভাবে স্বাধীন হয়েছে। কত রক্ত ঝরিয়ে আমারা দেশ স্বাধীন করেছি। সঠিক ইতিহাস জানতে পারলে হয়তো তারাই একদিন ইতিহাস লিখে মার্কিনীদের কাছে তুলে ধরতে পারবে। এজন্য প্রবাসের নতুন প্রজন্মকে আমরা আমাদের সকল কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত করতে চাই। তিনি আরও বলেন, সংগঠনকে শক্তিশালী ও ঐক্যবদ্ধভাবে পরিচালনা করতে প্রবাসী দিনাজপুরবাসীদের সহযোগিতা কামনা করেন তিনি।

সাধারন সম্পাদক অ্যাড. মোঃ আব্দুর রশিদ তার বক্তব্যে বলেন, আমরা চেষ্টা করবো বাংলাদেশের সকল জাতীয় দিবসগুলো যথাযথভাবে পালন করার। আমাদের ইচ্ছা থাকলেও অনেক ক্ষেত্রে আর্থিক সংকুলানের কারণে হয়ে ওঠে না। তবে সকলের প্রচেষ্টা থাকলে সবই সম্ভব হবে বলে তিনি আশা করেন। তিনি বলেন, দিনাজপুর জেলার ঐতিহ্যকে ধরে রাখতে এখানে বেড়ে ওঠা নতুন প্রজন্মের কাছে আমাদের সঠিক কৃষ্টি ও কালাচার তুলে ধরতে হবে। আমাদের বর্তমান কমিটির নেতৃত্বে এ সংগঠনকে আরও শক্তিশালী করে পরিচালনা করতে সকলকে আরও ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করতে হবে।

এর আগে বিকেলে দিনাজপুর জেলা সমিতি বার্ষিক সাধারন সভা অনুষ্ঠিত হয়। সংগঠনের সভাপতি মোঃ মোশাররফ হোসেনের সভাপতিত্বে এবং সাধারন সম্পাদক অ্যাড. মোঃ আব্দুর রশিদের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় উপদেষ্টা পরিষদ পুর্ণ নির্মাণ (সদস্য সংখ্যা বর্ধিত করণ), কোষাধ্যক্ষের অনুরোধক্রমে নতুন কোষাধ্যক্ষ নিয়োগ, নতুন সদস্য সংগ্রহ, সংগঠনের নামে জমি ক্রয়, আসন্ন শীত মওসুমে শীতবস্ত্র বিতরণ এবং দিনাজপুরে অরবিন্দু মা ও শিশু হাসপাতালকে দান সংক্রান্ত আলোচনা ও বিবিধ নিয়ে সাতটি বিষয়ে মৌখিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। উল্লেখিত সিদ্ধান্তগুলো আগামী সভায় পাশ করা হবে বলে জানান সভাপতি মোশাররফ হোসেন।

সাংস্কৃতিক সম্পাদক ডা. নার্গিস রহমানের সঞ্চালনায় দ্বিতীয় পর্বের এক মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে সঙ্গীত পরিবেশন করেন ডা. নার্গিস রহমান, ড.শাহনাজ লিপি, বিলকিস চৌধুরী ও রোজী।

আলতাফ চৌধুরী, মোস্তাফিজুর রহমান, রুস্তম আলী, মাসুদুর রহমান, মাসুদ বেগ, তরিকুল ইসলাম, শামীম রহমান, নবাব হোসেন, রেজাউল করিম বাপ্পী, আমিনুর, গুলশান আরা, ড. মাহাদি চৌধুরী, ফারজানা, মিসেস কুদ্দুস, মিসেস রুস্তম, মিসেস মাসুদুর, মিসেস তরিকুল, রোকসানাসহ দিনাজপুর জেলার বিভিন্ন শ্রেনী পেশার প্রবাসীরা উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

জব জবহেল্প জব
JOB HELP & APPLICATION PROCESSING SERVICES
সরকারি জব | বেসরকারি জব | এপ্লিকেশন প্রসেসিং
১. পোস্টাল জব | ১.কাস্টমার সার্ভিস | ১.নিউ পাসপোর্ট/নবায়ন
২. সিটি জব | ২.অফিস অ্যাডমিন | ২. ডুয়েল সিটিজেনশিপ
৩.সিভিল সার্ভিস জব | ৩.ম্যানুফ্যাকচারিং জব | ৩.পাসপোর্ট কারেকশন
৪.ইউ, এস, এ জব | ৪. ডেলিভারি জব | ৪. ফুড স্ট্যাম্প
৫.এম, টি, এ জব | ৫. রেস্টুরেন্ট জব | ৫.NYC হাউজিং /এফোর্ডএবল
৬. আই ,টি ইঞ্জিনিয়ার | ৬. ট্রান্সপোর্টেশন জব | ৬. মেইক রেজুমি /কভার লেটার

ট্রেনিং প্রোগ্রাম:
১।পোস্টাল জব (USPS)---(শনিবার—বৃহস্প তিবার)---------- (স:১০টা --বি: ৬টা)
২। ট্রাফিক এন.এজেন্ট ----------------------------রবিবার ----------(বি: ২টা --বি: ৪টা)
৩।স্কুল সেফটি এজেন্ট ---------------------মঙ্গলবার ----------(দু.:১২টা --বি: ২টা)
৪ ।বেসিক কম্পিউটার ----------- -------শনিবার------------(বি:৩ টা --বি: ৫টা
৫।৬ঘন্টা ডি.ডি.সি (ডিফেন্সিভ ড্রাইভিং কোর্স)-------------(স: ১০টা --বি: ৬টা)
৬।ট্যুরস এন্ড ট্রাভেলস --(নায়াগ্রাফলস/W .DC /PA/নিউ ইয়র্ক এর ২০ টি স্থানে 1/2/3/5 দিনের ভ্রমণ।
POSTAL JOB : (করণীয়):
১। একবার পাশ করলে ৫০টি স্টেটের যেকোনো স্টেটে জব নেয়া সম্ভব।
২। সব স্টেটে বেতন আউটডোর পজিশন 19.33/ঘণ্টা , ইনডোর পজিশন 20.05/ঘন্টা।
পেনশন, প্রমোশন, ওভারটাইম, ছুটি, ইন্সুরেন্স, ইত্যাদি সকল সুবিধা বিদ্যমান।
৩। পরীক্ষায় খুব ভাল স্কোর নিয়ে পাশ করতে হয়।
৪। গ্রীন কার্ড /সিটিজেন (৫ বৎসরের রেসিডেন্স) বয়স কমপক্ষে ১৮ বৎসর ,উর্দ্ধসীমা নাই।
৫। এব্যাপারে এক্সাম এর জন্য "জব হেল্প "সেন্টারের সহযোগিতা নিতে পারেন।
৬। নিয়মিত জব সার্চ এর ব্যাপারে "জব হেল্প" থেকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়।
৭। একবার ফেল করলে বা ইমপ্রোভমেন্ট দিতে হলে ২ বৎসর অপেক্ষা করতে হয়।
৮। আবেদন দাখিলের পর নিয়মিত ই-মেইল চেক করতে হয়. ইন্টারভিউ, ড্রাগটেস্ট, এক্সেপ্ট/ডিক্লাইন , ব্যাক-গ্রাউন্ড চেক ও ফিঙ্গারপ্রিন্ট এর ব্যাপারে অত্র প্রতিষ্টান জব পাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত সার্বিক সহযোগিতা দিয়ে থাকে।
Job Help –Mob: 917-500-3937 Off: PH/FAX: 917-300-6160
148-45, Hillside Ave(2nd FL), Suite 203(A), Jamaica, NY 11435 By 'F' Train or BusQQ40,Q43,Q44,Q20A,Q20B to Sutphin Blvd.

জান্নাত ফার্মেসি
(জ্যাকসন হাইটসে সম্পূর্ন বাংলাদেশী মালিকাধীন প্রতিষ্ঠান)
GRAND RE-OPENING SALES

আপনার সেবায় আমরা নিয়োজিত
Now We Accept EBT, FOOD STAMP & OTC CARD
Bill Pay & Flexiload
Sim Activation
বাংলাদেশের ফোনে ফ্লেক্সিলোড
72-03 35th Ave, (Corner of 72nd St.) Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-732-4288, 718-835-2041, Fax: 718-732-4287,
Email: jannatpharmacy@gmail.com
ঔষধ সেবনের নির্দেশনা বাংলায় দেই
Free Delivery!
10% SENIOR DISCOUNT
Halal Vitamin & Supplements
5¢ Copy & $1 Fax
Phone Cards & Flexiload
Huge 99¢ Sections
Open: Monday – Saturday
10:00 am to 8:00 pm
উডসাইডে আপনাদের পাশে
Bismillah Pharmacy
6409 Broadway woodside
NY 11377
Phone 718-685-2017
জামাইকার সাটফিন ব্লুবার্ডে বাংলাদেশীদের সেবায় নিয়োজিত
আস্-সালাম ফার্মেসি

(সাটফিন ব্লুবার্ড, এফ ট্রেনের সাবওয়ে এবং তাজমহল রেস্টুরেন্টের নিকটে)
১৪৭-২৬, হিলসাইড এভিনিউ, জামাইকা, নিউইয়র্ক ১১৪৩৫

ফোন: ৭১৮-২৯১-০৭১৭

Akash Medical Care
আকাশ মেডিক্যাল কেয়ার

Akash Ferdaus MD
Internal & Geriatric Medicine
হার্টের ডাক্তার
Sudhesh Srivastava MD
Cardiologist
পায়ের ডাক্তার
Dr. M Nayeem
Podiatric Surgeon
Complete Physical & Follow up
DMV/TLC, School Physical
Flu Shots, Hajj & Umrah Vaccine
Blood, Urine Test, EKG
Immigration Physical
Podiatric Surgery
COVID Test & COVID Vaccine
All Types of Vaccine
FOR APPOINTMENT
718-431-0009
Hours:
Mon-Sat 10 AM to 8 PM
79 Church Avenue, Brooklyn, NY 11218

TUITION FREE TAX SCHOOL*

লিবার্টি ট্যাক্স স্কুল

BECOME A TAX PROFESSIONAL

Complete our Income Tax Course

And Join America's Fastest Growing Tax Preparation
Company for the Upcoming Tax Season.

Day, Evening & Weekend Classes are available for your convenience.

Please Contact : 718-297-3500

LIBERTY TAX SERVICE

147-20 Hillside Ave, 2nd Floor, Jamaica NY 11435
Email: libertytaxschool101@gmail.com
(তাজমহল রেস্টুরেন্টের উল্টো দিকে)

(One Block East From Sutphin Blvd on the corner of Hillside Ave.
Train Station, Close by F & E Train)

* The Tuition Fee is Free. The cost for books and materials varies per location.

এমপ্লয়ী অব দ্য ইয়ার শিরিন সুলতানা

কর্ণফুলী ট্যাক্স সার্ভিসেস

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

নিউইয়র্কে বাঙালী মালিকানায় স্বনামখ্যাত কর্ণফুলী ট্যাক্স সার্ভিসেস এর ২০২৩ সালের 'এমপ্লয়ী অব দ্য ইয়ার' হয়েছেন শিরিন সুলতানা। ১৪ ডিসেম্বর বৃহস্পতিবার 'এমপ্লয়ী অব দ্য ইয়ার' শিরিন সুলতানার হাতে অ্যাওয়ার্ড তুলে দেন কর্ণফুলী ট্যাক্স সার্ভিসেস'র প্রেসিডেন্ট ও আইআরএস লাইসেন্সড প্রেক্টিশনার, এনরোলমেন্ট এজেন্ট মোহাম্মদ হাসেম। জ্যাকসন হাইটসের কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত সংক্ষিপ্ত আনুষ্ঠানিকতায় প্রতিষ্ঠানটির কর্মিরা উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানে কর্ণফুলী ট্যাক্স সার্ভিসেস এর প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ হাসেম জানিয়েছেন, তার প্রতিষ্ঠানের প্রায় সকল কর্মকর্তাই অত্যন্ত সততা, নিষ্ঠা, দক্ষতা ও আন্তরিকতার সাথে কাজ করে তার প্রতিষ্ঠানটিকে আজকের এ পর্যায়ে নিয়ে আসতে সক্ষম হয়েছেন। তিনি বলেন, তারপরও সার্বিক বিবেচনায় একজনকে ২০২৩ সালের 'এমপ্লয়ী অব দ্য ইয়ার' নির্বাচিত করা হয়। এবার শিরিন সুলতানা এ অ্যাওয়ার্ডটির জন্য নির্বাচিত হয়েছেন। এজন্য তাকে বিশেষভাবে অভিনন্দন জানাচ্ছি। 'এমপ্লয়ী অব দ্য ইয়ার' নির্বাচিত হওয়ায় শিরিন সুলতানাকে ক্রেস্টসহ নগদ ১০০০ ডলার প্রদান করা হয়।

মোহাম্মদ হাসেম জানিয়েছেন, এখন থেকে কর্ণফুলী ট্যাক্স সার্ভিসেস প্রতি বছরই 'এমপ্লয়ী অব দ্য ইয়ার' অ্যাওয়ার্ড প্রদান করবে। অ্যাওয়ার্ড পেয়ে দারুণ খুশি শিরিন সুলতানা। তিনি এজন্য তার সহকর্মীসহ প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ হাসেমের প্রতি বিশেষ কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন। 'এমপ্লয়ী অব দ্য ইয়ার' নির্বাচিত হওয়ায় শিরিন সুলতানার সহকর্মীরাও তাকে অভিনন্দন জানিয়েছেন।

জাহাঙ্গীরনগর এলামনাই এসোসিয়েশনের নতুন সভাপতি শামিমআরা এবং সাধারন সাধারণ সম্পাদক পাপড়ী

বিশেষ প্রতিনিধি

শামীমআরা

তামান্না শবনম

বাংলাদেশে অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় একটি অন্যতম সরকারি ও স্বনামধন্য বিশ্ববিদ্যালয়। তবে অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে জাহাঙ্গীরনগরের পার্থক্যটা অনেকখানি। এই বিশ্ববিদ্যালয় শুধুই একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নয়, এ যেন হাজারো শিক্ষার্থীদের আবেগ- ভালোবাসা-মায়া-মমতা-স্নেহের নাম। ঢাকার অদূরে সাভারে ৬৯৭.৫৬ একর এলাকা জুড়ে অবস্থিত এই বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণ জুড়ে ছড়িয়ে আছে হাজারো শিক্ষার্থীদের কোটি কোটি স্মৃতি। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়কে অনেকেই সংক্ষিপ্ত করে ও ভালোবেসে 'জানবিবি' বলে ডাকেন। প্রাণের প্রাঙ্গণে একটুখানি নিঃশ্বাস নেওয়ার জন্য হলেও, সময় পেলেই ছুটে আসেন প্রাক্তন শিক্ষার্থীরা। কিন্তু প্রবাসের জাবিয়ানদের সেই সুযোগ নেই। কিন্তু তাদের রয়েছে প্রবাসের সবচেয়ে বড় এলামনাই সংগঠন জাহাঙ্গীরনগর এলামনাই এসোসিয়েশন অব আমেরিকা JAAA.

জাহাঙ্গীরনগর এলামনাই এসোসিয়েশন অব আমেরিকার (JAAA) ২০২৪-২০২৫ বর্ষের কার্যনির্বাহী কমিটি গঠন করা হয়েছে। কমিটিতে সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন শামীমআরা বেগম, ইংলিশ বিভাগ এবং সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছেন তামান্না শবনম পাপড়ী, পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগ।

গত ৩ ডিসেম্বর নিউ ইয়র্কের একটি রেস্টুরেন্টের পার্টি হলে জাহাঙ্গীরনগর এলামনাই এসোসিয়েশন অব আমেরিকার একটি জরুরী সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সর্বোসম্মতিক্রমে শামীমারা বেগম সভাপতি এবং তামান্না শবনম পাপড়ী সাধারন সম্পাদক নির্বাচিত হন। উক্ত কার্যকরী কমিটিতে সহ সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন যথাক্রমে মেঘনা পাল, মোহাম্মদ রহমান পলিন, মোহাম্মদ নাসিরুল্লাহ, দুররে মাকনুন নবনী এবং লিটু আনাম। যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছেন আশিষ ঘোষ ও প্রশান্ত মল্লিক অয়ন। প্ল্যানিং এন্ড ইভেন্ট কো-অরডিনেটর নির্বাচিত হন হারুন ইবনে রশিদ পাপ্পু এবং সিব্বির আহমেদ উৎপল। সাংগঠনিক সম্পাদক নির্বাচিত হন সুব্রত পল এবং রাবেয়া ভূইয়া যোগাযোগ বিষয়ক সম্পাদক কোষাধ্যক্ষ জোবায়ের হোসনি ফাহাদ এবং এসোসিয়েট কোষাধ্যক্ষ কানিজ ফাতিমা রুমানা এবং সাংস্কৃতিক সম্পাদক তানজিল মাহমুদ এবং সহ সাংস্কৃতিক সম্পাদক জাকিয়া মাহবুব নাবিলা নির্বাচিত হন।

বাংলাদেশ 'ল সোসাইটি ইউএস'র বিজয় দিবস উদযাপন

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

১৬ ডিসেম্বর শনিবার সন্ধ্যা ৬ টায় জ্যাকসন হাইটস মামা'জ পার্টি' হলে বাংলাদেশ 'ল সোসাইটি ইউএসএ এর উদ্যোগে মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে এক আলোচনা সভা, কবিতা পাঠের আসর, মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। একই সাথে বি.এল.এস এর নির্বাচনের প্রার্থী পরিচিতি সভাও অনুষ্ঠিত হয়। সংগঠনের সভাপতি এডভোকেট মোঃ নাসির উদ্দিনের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক এডভোকেট সাইয়েদ মঈন উদ্দিন জুনেল-এর সঞ্চালনায় মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক আলোচনা পর্বে বক্তব্য রাখেন উপদেষ্ঠা এটর্নী মঈন চৌধুরী, উপদেষ্ঠা ও প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি এডভোকেট কাজী শামসুদ্দোহা, সাবেক সভাপতি এডভোকেট মুজিবুর রহমান (১), সাবেক উপদেষ্ঠা বীর মুক্তিযোদ্ধা এডভোকেট মতিউর রহমান, এডভোকেট মুজিবুর রহমান (২), এডভোকেট আব্দুল হাই কাইয়ুম, এডভোকেট সৈয়দ নজরুল ইসলাম, এডভোকেট সুফিয়ান আহমদ চৌধুরী, বীর মুক্তিযোদ্ধা ডঃ মুজিবুল হক, এডভোকেট মাহাবুবার রহমান বকুল, এডভোকেট আব্দুল ওয়াহিদ, এডভোকেট আব্দুর রশীদ, এডভোকেট মোঃ সাইদুর রহমান, এডভোকেট মাহবুব আলম, এডভোকেট রুবিনা মান্নান, এডভোকেট জয়জিত আচার্য্য, এডভোকেট তাহমিনা সুইটি, এডভোকেট আলমগীর, এডভোকেট সোনিয়া সুলতানা, এডভোকেট কুবরাতুন নেছা, এডভোকেট রেজবুল কবির ও এডভোকেট জাবেদ জুয়েল প্রমুখ।

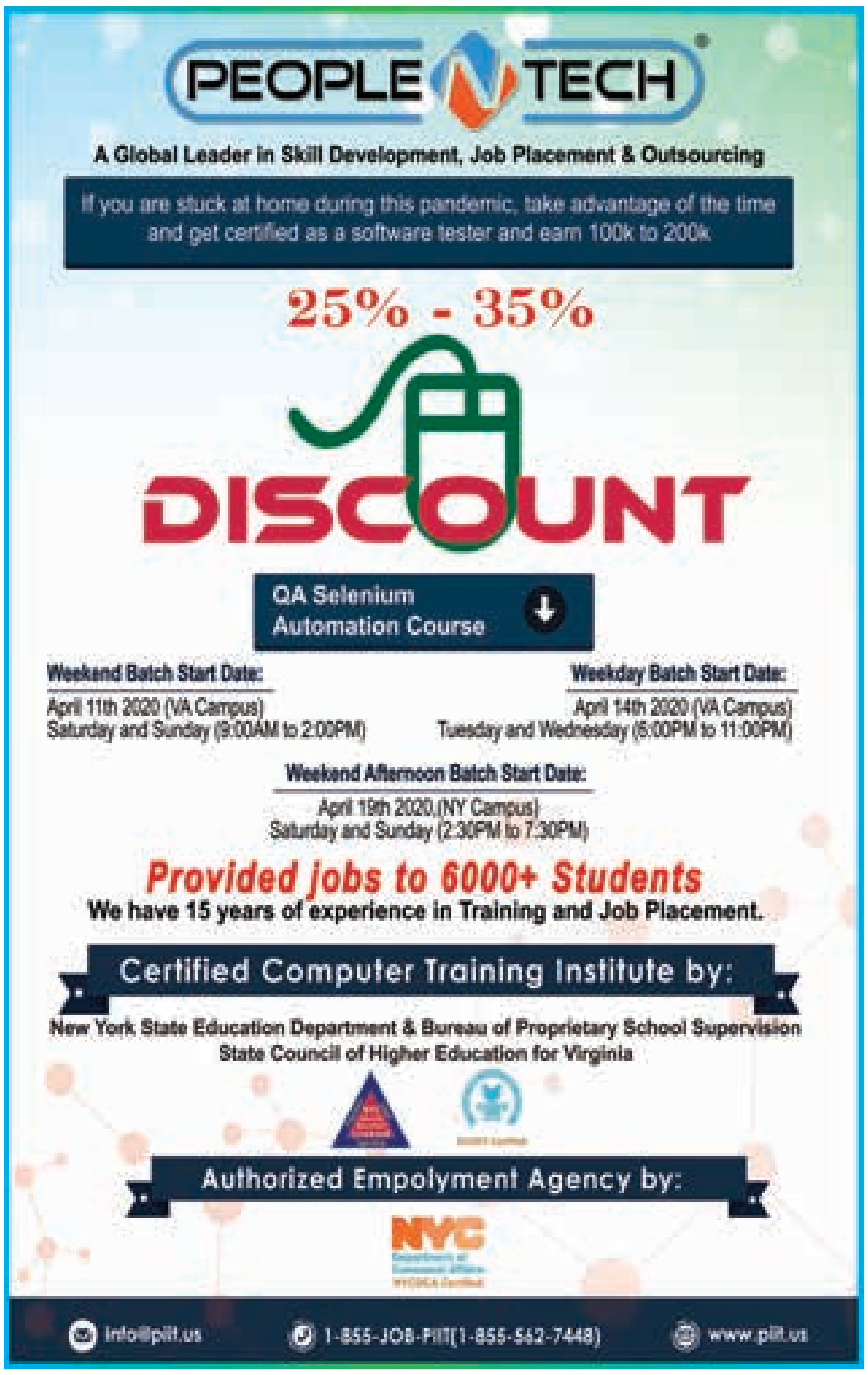
PEOPLE N TECH
A Global Leader in Skill Development, Job Placement & Outsourcing
If you are stuck at home during this pandemic, take advantage of the time and get certified as a software tester and earn 100k to 200k
25% - 35%
DISCOUNT
QA Selenium Automation Course
Weekend Batch Start Date:
April 11th 2020 (VA Campus)
Saturday and Sunday (9:00AM to 2:00PM)
Weekday Batch Start Date:
April 14th 2020 (VA Campus)
Tuesday and Wednesday (6:00PM to 11:00PM)
Weekend Afternoon Batch Start Date:
April 19th 2020,(NY Campus)
Saturday and Sunday (2:30PM to 7:30PM)
Provided jobs to 6000+ Students
We have 15 years of experience in Training and Job Placement.
Certified Computer Training Institute by:
New York State Education Department & Bureau of Proprietary School Supervision
State Council of Higher Education for Virginia
Authorized Empolyment Agency by:
NYC
info@piit.us
1-855-JOB-PIIT(1-855-562-7448)
www.piit.us

একসিডেন্ট ও ইনজুরি কেইসেস
অভিজ্ঞ আমেরিকান ট্রায়াল আইনজীবি দ্বারা পরিচালিত
আইনী প্রতিষ্ঠান
LAW OFFICES OF
SURDEZ & PEREZ, P.C.
SURDEZ & PEREZ, P.C.
We Specialize in Personal Injury and Negligence Cases
Call us:
718-482-7766, 917-562-1368
প্রয়োজনে আমরাই পৌঁছে যাব আপনার কাছে
পরামর্শের জন্য ফি লাগে না
Free Consultation
কেবলমাত্র কেইসে সাফল্য লাভের পরই
আমরা ফি গ্রহণ করে থাকি
আমাদের কার্যক্রম ও পরামর্শের ক্ষেত্রসমূহঃ
• গাড়ী দুর্ঘটনা
• বাস,ট্রেন অথবা মোটর সাইকেল
• ব্রেইন ইনজুরি
• এলিভেটর একসিডেন্ট
• স্কুল লায়াবিলিটি
• খেলার মাঠে দুর্ঘটনা
• বার্ণ ইনজুরি
• নির্মাণ কাজে দুর্ঘটনা
• পিছলে পড়ে গেলে
• লেড পয়জনিং
• কুকুর কামড়ালে
• ডাক্তারের ভুল চিকিৎসা
আমাদের বৈশিষ্ট্যসমূহঃ
যে কোন পরামর্শের জন্য যোগাযোগ করুন
Mohammed Ali
718-482-7766
917-562-1368
alimd@surdezlaw.com
alimd1040@yahoo.com
32-72 Steinway Street, Suite# 401
Astoria, NY 11103
www.surdezperezlaw.com

Immigrant Elder Home Care LLC
হোম কেয়ার
ঘরে বসেই প্রিয়জনদের সেবার মাধ্যমে অর্থ উপার্জন করুন
$২১ প্রতি ঘন্টা
নিউইয়র্ক ষ্টেটের হেলথ ডিপার্টমেন্টের সিডিপেপ/হোম কেয়ার প্রোগ্রামের মাধ্যমে আপনি ঘরে বসেই আপনার পিতা-মাতা শ্বশুড়-শ্বাশুড়ী, আত্মীয়-স্বজন ও প্রতিবেশীদের সেবা দিয়ে প্রতি সপ্তাহে অর্থ উপার্জন করতে পারেন।
কোন প্রশিক্ষণের প্রয়োজন নেই এবং আমরা কোন ফি চার্জ করি না।
আজই যোগাযোগ করুন:
গিয়াস আহমেদ, চেয়ারম্যান / সিইও /৯১৭-৭৪৪-৭৩০৮
Corporate Office
37-05 74st, 2nd Fl
Jackson Heights, NY 11372
917-744-7308, 718-457-0813
Long Island Office
1 Blacksmith Lane
Dix Hill, NY 11731
718-406-5549
Bronx Office
2148 Starling Ave.
Bronx, NY 10462
917-744-7308, 718-457-0813
Ozone Park Office
175 B Forbell Street
Brooklyn, NY 11208
Tel: 917-744-7308
Buffalo Office
642 Walden Avenue
Buffalo, NY 14211
Tel: 347-837-1162

সিনিয়রদের সেবায় এস্টোরিয়ায় গোল্ডেন এজ হোম কেয়ারের ৭ম শাখা

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

বয়স্কদের সেবার ব্রত নিয়ে ১৫ ডিসেম্বর শুক্রবার এস্টোরিয়ার প্রাণকেন্দ্র ৩১ স্ট্রিটের উপর গোল্ডেন এজ হোম কেয়ারের ৭ম শাখা উদ্বোধন হয়েছে। গোল্ডেন এজ হোম কেয়ার

সিনিয়রদের সেবায় আরও একধাপ এগিয়ে গেল। শুক্রবার দিন বাদ জুম্মা মিলাদ মাহফিল ও সংক্ষিপ্ত আলোচনার পর অফিসটি উদ্বোধন করেন প্রতিষ্ঠানটির প্রেসিডেন্ট ও আজকাল সম্পাদক শাহ নেওয়াজ।

উদ্বোধনী বক্তৃতায় তিনি বলেন, শুধুমাত্র আর্থিক বিবেচনা করে এই শাখাটি আমরা চালু করছি না। এই এলাকায় প্রচুর বাংলাদেশি প্রবাসীরা বসবাস করেন। তাদের ঘরের কাছে আমরা সেবা নিয়ে আসছি। হোম কেয়ার পেশায় দক্ষ একদল কর্মি এখানে কাজ করবে।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সাপ্তাহিক আজকালের ব্যবস্থাপনা সম্পাদক রানো নেওয়াজ, জেবিবিএ'র সভাপতি হারুন ভূঁইয়া, ফোবানার কর্মকর্তা শরাফত হোসেন বাবু, সাপ্তাহিক আজকালের মার্কেটিং হেড আবু বকর সিদ্দিক, সাংবাদিক বেলাল আহমেদ, অনিক রাজ, লায়ন আবুল কাশেম, বদরুদ্দোজা বাবু, গোল্ডেন এজ হোম কেয়ারের কর্মকর্তা সুলতানা আহমেদ, মামুন বেপারী, শফি উদ্দীন মিয়া, খোকা, মাসুম প্রমুখ।

সারা হোমকেয়ার ও মা ফাউন্ডেশনের বিজয় দিবস ও ক্রিসমাস পার্টি

জলি আহমেদ

সারা হোমকেয়ার ও মা ফাউন্ডেশনের বিজয় দিবস ও ক্রিসমাস পার্টি ১৬ ডিসেম্বর শনিবার সন্ধ্যায় কুইন্সের আগ্রা প্যালেস পার্টি হলে অনুষ্ঠিত হয় । এই উপলক্ষে মুক্তিযুদ্ধে নিহত শহীদদের প্রতি জানানো হয় অকৃত্রিম ভালবাসা ও শ্রদ্ধা । অনুষ্ঠানে মা সংগঠনের আরেকটি স্বনামধন্য প্রতিষ্ঠান সারাহ হোমকেয়ারের কর্মকর্তা ও বিভিন্ন শ্রেনী পেশার মানুষেরা উপস্থিত ছিলেন। বিজয় দিবসের পাশাপাশি একই অনুষ্ঠানে উদযাপন করা হয় বড়দিনের উৎসব। অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট ব্যাক্তিদের মধ্য উপস্থিত ছিলেন ডঃ শাহজাদী পারভীন, ডঃ জি সি প্যাটেল, এটর্নি কিম, ডঃ ব্রুস, ডঃ জেসন, এডভোকেট রেদওয়ানা সেতু, ইঞ্জিনিয়ার আবদুল খালেক, ডাঃ আবদুস সবুর, ডাঃ বর্নালী হাসান, ফার্মার ইন্সুরেন্স এর

দেলোয়ার হোসেন সিপন, এডভোকেট আতিকুর রহমান সাবু, সিরাজগঞ্জ সমিতির সভাপতি কামরুল ইসলাম, নব নির্বাচিত সভাপতি লেবু,বৃহত্তর দাউদ কান্দি সোসাইটির সভাপতি ইয়ার আহমদ পাটোয়ারী, ব্রক্স এর লিয়াকত আলী, আনোয়ারুল আলম , উল্লাস, রিপন মিয়া, রেজা, ফয়সল, মিতা, কানিজ ফাতেমা, সাথী, কামরুল, মার্কেটার কাম ওয়ার্কিং পার্টনার তানজির, শিব্বির, রাকিব, শাওন, জাহাঙ্গীর জয়, রিতা ও মিঃ খান। সারাহ হোমকেয়ার প্রেসিডেন্ট ড. শাহাজাদী পারভীন বলেন, আমরা আমাদের কোম্পানী থেকে প্রতি বছর একটি অনুষ্ঠান করে থাকি। কিন্তু এবার আমরা বিজয় দিবসকে গুরুত্ব দিয়ে এই অনুষ্ঠান করছি।

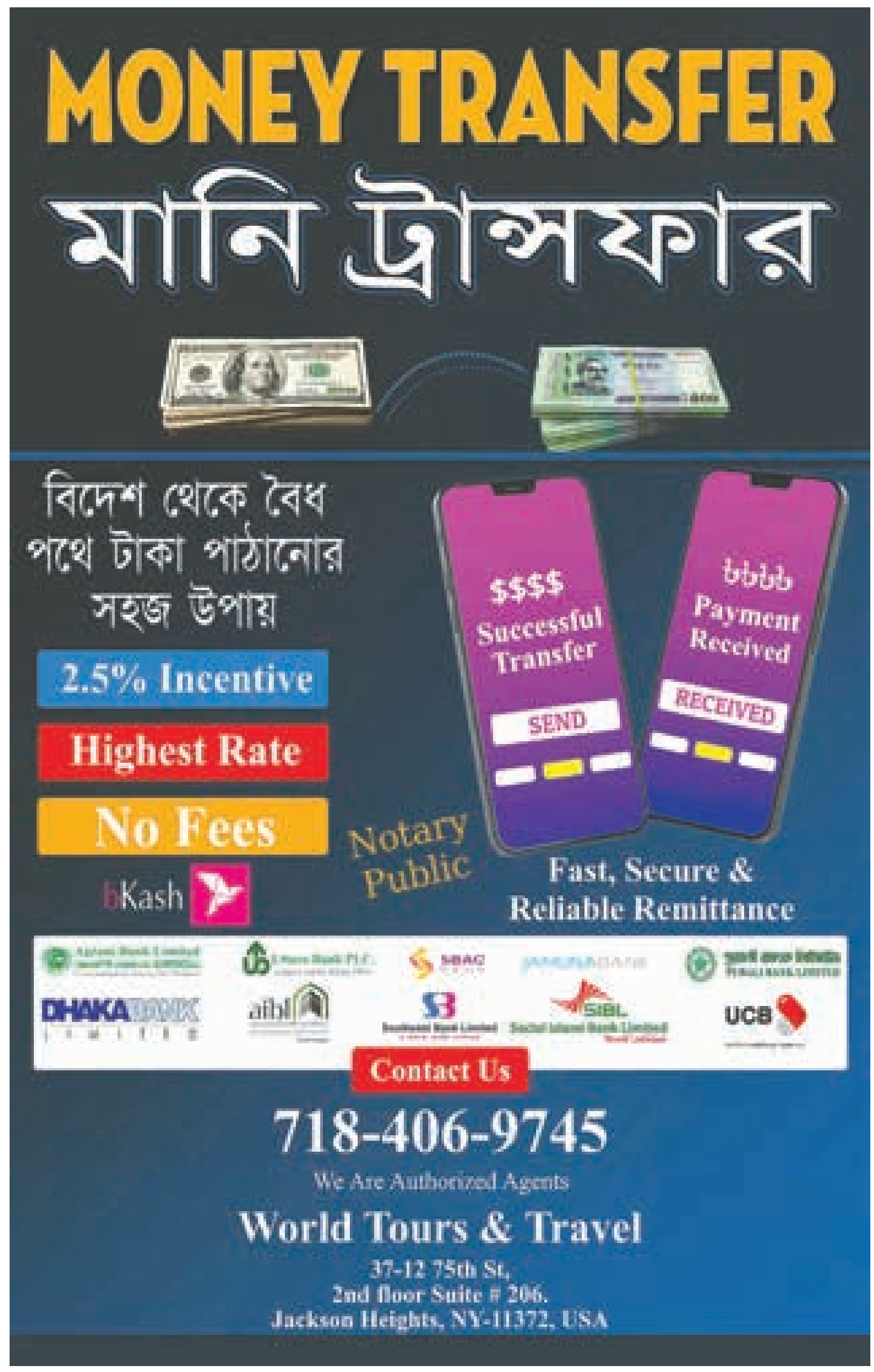

WE ACCEPT EBT

ADI'S SUPERMARKET

1375 CASTLE HILL AVE, BRONX, NY 10462 TEL: 718-684-2135

Sales Promotion Valid from Friday to Thursday (December 22 - 28, 2023) | Promo Code : PSP11

WE ACCEPT EBT CARDS | WE ACCEPT OTC CARDS

FREE PURCHASE OF $75 AND UP 1 BAG ONION FREE

- BEEF WITH BONE SINA MIX — SALE $3.49/LB — ZABIHA HALAL
- FROZEN GOAT SHOULDER & BACK LEG — SALE $5.99/LB — ZABIHA HALAL
- HILSHA — SIZE 800-1000 — SALE $15.99/EA
- ROHU — 3 KG — SALE $11.99/EA
- MRIGEL — 4 KG — SALE $3.29/LB
- RUPCHANDA — 100-200 — SALE $4.99/LB
- AL SAFA CHICKEN SAMOSA — 40 PC — SALE $18.99/EA
- TAPOSHI LOOSE — 500 GM — SALE $5.99/EA
- KESKI TRAY SHAHJALAL — 200 GM — SALE 3/$5.00
- RAW SHRIMP — 16/20 2LB BAG — SHELL-ON EZ-PEEL, BLUE SEA — SALE $9.99/EA
- PREEMAS EVERYDAY EXTRA LONG AGED BASMATI RICE — 10 LB — SALE $9.99/EA
- ROYAL BASMATI RICE — 20 LB — SALE $21.99/EA
- WESSON CANOLA & VEGETABLE OIL — 1 GALLON — SALE 2/$24.00
- KIRLANGIC SUNFLOWER OIL — 5 LITER — SALE $15.99/EA
- MAGGI MASALA NOODLES — 560 GM — SALE 2/$5.00
- NABISCO RITZ CRACKERS — 13.7 OZ — SALE $4.99/EA
- OVALTINE CAN — 1200 G — SALE $11.99/EA
- IDAHO POTATO BAG — 5 LB — SALE 2/$5.00
- MILK GALLON — SALE 2/$7.00
- SUNSHINE FARMS LARGE WHITE EGGS — 1 DOZ — SALE 2/$5.00

WE ACCEPT ALL MAJOR CREDIT & EBT CARDS "MULTIPLE SALES CANNOT BE COMBINED & PRICE CAN CHANGE WITHOUT NOTICE"
STRICTLY CAN NOT COMBINE ANY SPECIAL OFFERS, DISCOUNTS OR COUPONS WITH ONE AND ANOTHER.
THESE SPECIAL OFFER VALID WHILE STOCKS LAST. ADI'S STORE MANAGEMENT HAS THE RIGHT TO LIMIT THE QUANTITY ISSUED PER CUSTOMER.

PREMIUM SUPERMARKET

HALAL

Sales Promotion Valid from Friday to Thursday (December 22 - 28, 2023) | Promo Code : PSP51

- FROZEN REGULAR GOAT — CUT OFF — SALE $4.49/LB — ZABIHA HALAL
- CHICKEN QUATER LEG — NO CUT NO CLEAN — SALE 89¢/LB — ZABIHA HALAL
- CHICKEN BREAST — SALE $2.49/LB — ZABIHA HALAL
- ROHU — SIZE 3 KG — SALE $14.99/EA
- HILSHA — SIZE 10/12 — SALE $19.99/EA
- RUPCHANDA — 100/200 — SALE $5.99/LB
- SHOR PUTI — SALE $2.99/LB
- RAW SHRIMP — 31/40 2LB BAG — SHELL-ON EZ-PEEL — SALE $9.99/EA
- KESKI TRAY (HAOR) — SALE 3/$5.00
- CROWN FARMS GURA BAILA — 250 GM — SALE 3/$5.00
- TAPOSHI LOOSE — 500 GM — SALE $5.99/EA
- KRISHOK PARBOILED BASMATI RICE — 20 LB — SALE $19.99/EA
- DELTA PARBOILED RICE — 50 LB — SALE $33.99/EA (With Additional Purchase of $120.00)
- OLIO VILLA POMACE OIL — 1 GALLON — SALE $13.99/EA
- KIRLANGIC SUNFLOWER OIL — 5 LTR — SALE $15.99/EA
- MAGGI MASALA NOODLES — 560 GM — SALE 2/$6.00 — EACH $3.49
- GOLD MEDAL ALL PURPOSE FLOUR — 5 LB — SALE 2/$7.99 — EACH $4.49
- DOMINO SUGAR — 4 LB — SALE 3/$11.99 — EACH $4.79
- MILK GALLON — SALE $3.99/EA (With Additional Purchase of $75.00)
- MEDIUM BROWN EGG — SALE 2/$5.00 — EACH $1.49

PREMIUM SUPERMARKET — CONTACT — WhatsApp Number

168-13 HILLSIDE AVE, JAMAICA, NY 11432	347-626-8798
256-11 HILLSIDE AVE, GLEN OAKS, BELLEROSE, NY 11004	347-657-8911
1196 LIBERTY AVE, BROOKLYN, NY 11208	347-658-0972
74-18, 37TH AVE, JACKSON HEIGHTS, NY 11372	347-658-4362
2101, STARLING AVE, BRONX, NY 10462	347-658-0134

FREE PARKING IN BELLEROSE STORE

WE ACCEPT ALL MAJOR CREDIT & EBT CARDS "MULTIPLE SALES CANNOT BE COMBINED & PRICE CAN CHANGE WITHOUT NOTICE"
STRICTLY CAN NOT COMBINE ANY SPECIAL OFFERS, DISCOUNTS OR COUPONS WITH ONE AND ANOTHER. THESE SPECIAL OFFER VALID WHILE STOCKS LAST. PREMIUM STORE MANAGEMENT HAS THE RIGHT TO LIMIT THE QUANTITY ISSUED PER CUSTOMER.

SHOP TODAY AND BE A WINNER

ADI'S SHOP & WIN $250 RAFFLE DRAW

SHOP EVERYDAY AND BECOME A WINNER OF $250 WEEKLY

ADI'S BRONX

9TH WEEK LUCKY WINNERS 17 NOVEMBER, 2023
SHAMWATTIE BACHU | RUMEL | SHUKKUR ALI
9TH WEEK WINNERS PICTURES

12TH WEEK LUCKY WINNERS 02 DECEMBER, 2023
RABBANI | UTTAM SAHA | POLLY
12TH WEEK WINNERS PICTURES

10TH WEEK LUCKY WINNERS 18 NOVEMBER, 2023
ABU | SHANKAR KARMAKAR | RAYHAN
10TH WEEK WINNERS PICTURES

আমরা ইবিটি ও ওটিসি কার্ড গ্রহণ করি
WE ACCEPT EBT OTC Network CARDS

ADI'S SUPERMARKET
1375 CASTLE HILL AVE, BRONX, NY 10462 TEL: 718-684-2135

SHOP & WIN $250 RAFFLE DRAW — Premium Supermarket

11TH WEEK LUCKY WINNERS NOV 11TH TO NOV 17TH 2023

BELLEROSE	BRONX	JACKSON HEIGHTS	JAMAICA	OZONE PARK
THARU TAZ TEL: 347-657-8911	TANEEZA RAZO BIBI MOURIFF, MD S ALI TEL: 347-658-0134	ALAMGIR SHARIF KHAN TEL: 347-658-4362	JAMAL ISLAM MOHAMMED KHAN, MD HASSAN TEL: 347-626-8798	PRIYA MALEK, MOHAMMAD ROSUL EMRAN HUSSAIN TEL: 347-658-0972

10TH WEEK LUCKY WINNERS PICTURE

BELLEROSE | BRONX | JACKSON HEIGHTS | JAMAICA | OZONE PARK

SHOP TODAY.... YOU CAN WIN $250 STORE VOUCHERS WEEKLY

PARALEGAL BOOTCAMP TRAINING PROGRAM
The Paralegal Bootcamp Training Program
Registration ongoing for Paralegal Bootcamp
Upto 50% Scholarship
Class Starts from Jan 20, 2024
Course Duration 2 Months (18 classes)
Course Fee $400 (or equivalent foreign currency)
Class time: Friday & Saturday/ week; 12:00 pm to 01:00 PM (EST)
We will also try to facilitate remote jobs for the participants.
Deadline for Registration
January 10, 2024
Class Mode ONLINE
Recorded classes will also be available.
info@paralegalbootcamp.us
301-919-5050

sunman express
global money transfer
টাকা পাঠানো
এখন আরো
সহজ
DOWNLOAD
MOBILE APP
SUNMAN EXPRESS MOBILE APP
sunmanexpress.com
718-505-2224
JAMUNA BANK
DHAKA BANK LIMITED
EXCELLENCE IN BANKING
aibl
UCB
bKash

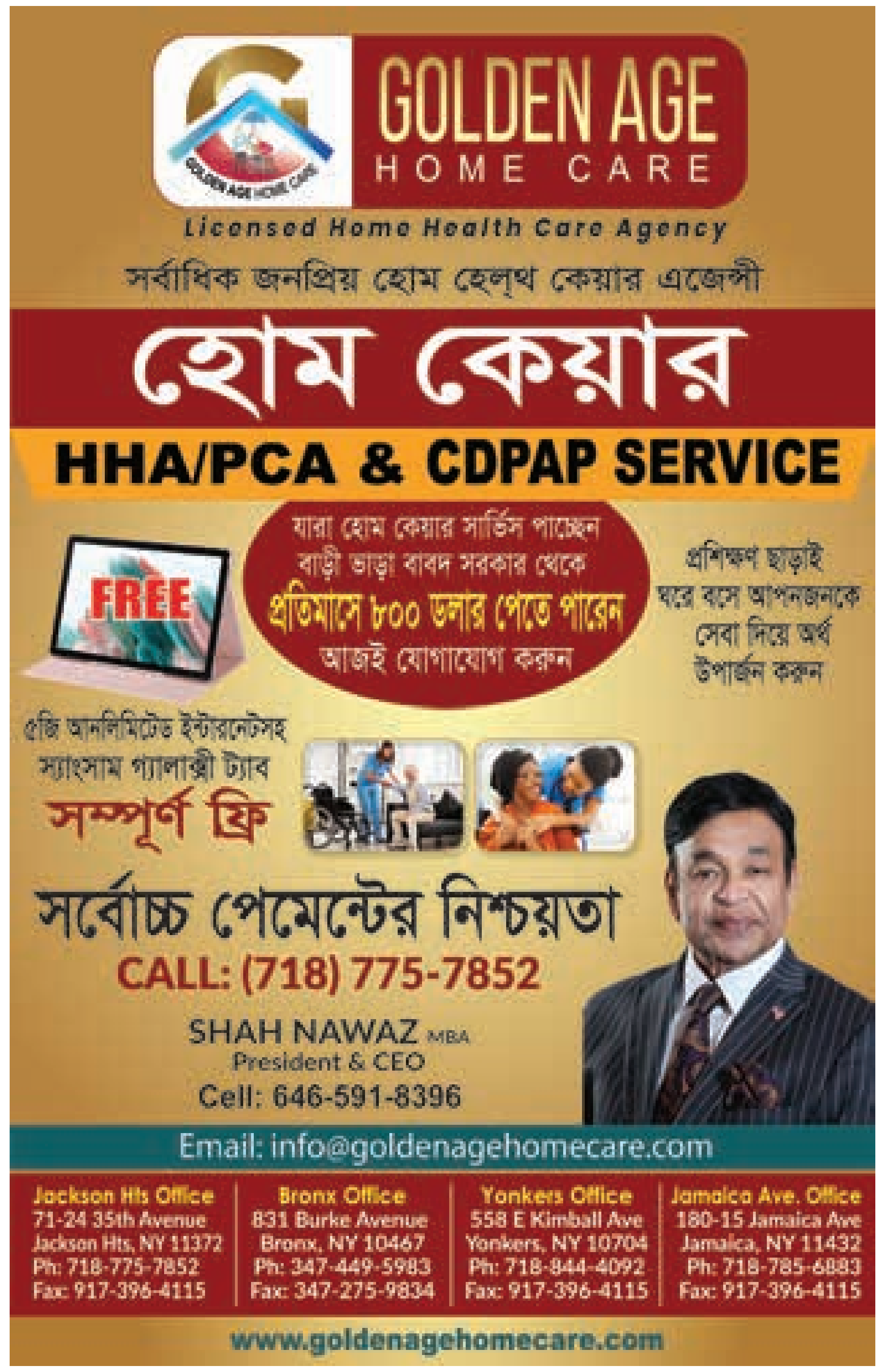
GOLDEN AGE
HOME CARE
Licensed Home Health Care Agency
সর্বাধিক জনপ্রিয় হোম হেল্থ কেয়ার এজেন্সী
হোম কেয়ার
HHA/PCA & CDPAP SERVICE
যারা হোম কেয়ার সার্ভিস পাচ্ছেন
বাড়ী ভাড়া বাবদ সরকার থেকে
প্রতিমাসে ৮০০ ডলার পেতে পারেন
আজই যোগাযোগ করুন
প্রশিক্ষণ ছাড়াই
ঘরে বসে আপনজনকে
সেবা দিয়ে অর্থ
উপার্জন করুন
FREE
৫জি আনলিমিটেড ইন্টারনেটসহ
স্যাংসাম গ্যালাক্সী ট্যাব
সম্পূর্ণ ফ্রি
সর্বোচ্চ পেমেন্টের নিশ্চয়তা
CALL: (718) 775-7852
SHAH NAWAZ MBA
President & CEO
Cell: 646-591-8396
Email: info@goldenagehomecare.com
Jackson Hts Office
71-24 35th Avenue
Jackson Hts, NY 11372
Ph: 718-775-7852
Fax: 917-396-4115
Bronx Office
831 Burke Avenue
Bronx, NY 10467
Ph: 347-449-5983
Fax: 347-275-9834
Yonkers Office
558 E Kimball Ave
Yonkers, NY 10704
Ph: 718-844-4092
Fax: 917-396-4115
Jamaica Ave. Office
180-15 Jamaica Ave
Jamaica, NY 11432
Ph: 718-785-6883
Fax: 917-396-4115
www.goldenagehomecare.com

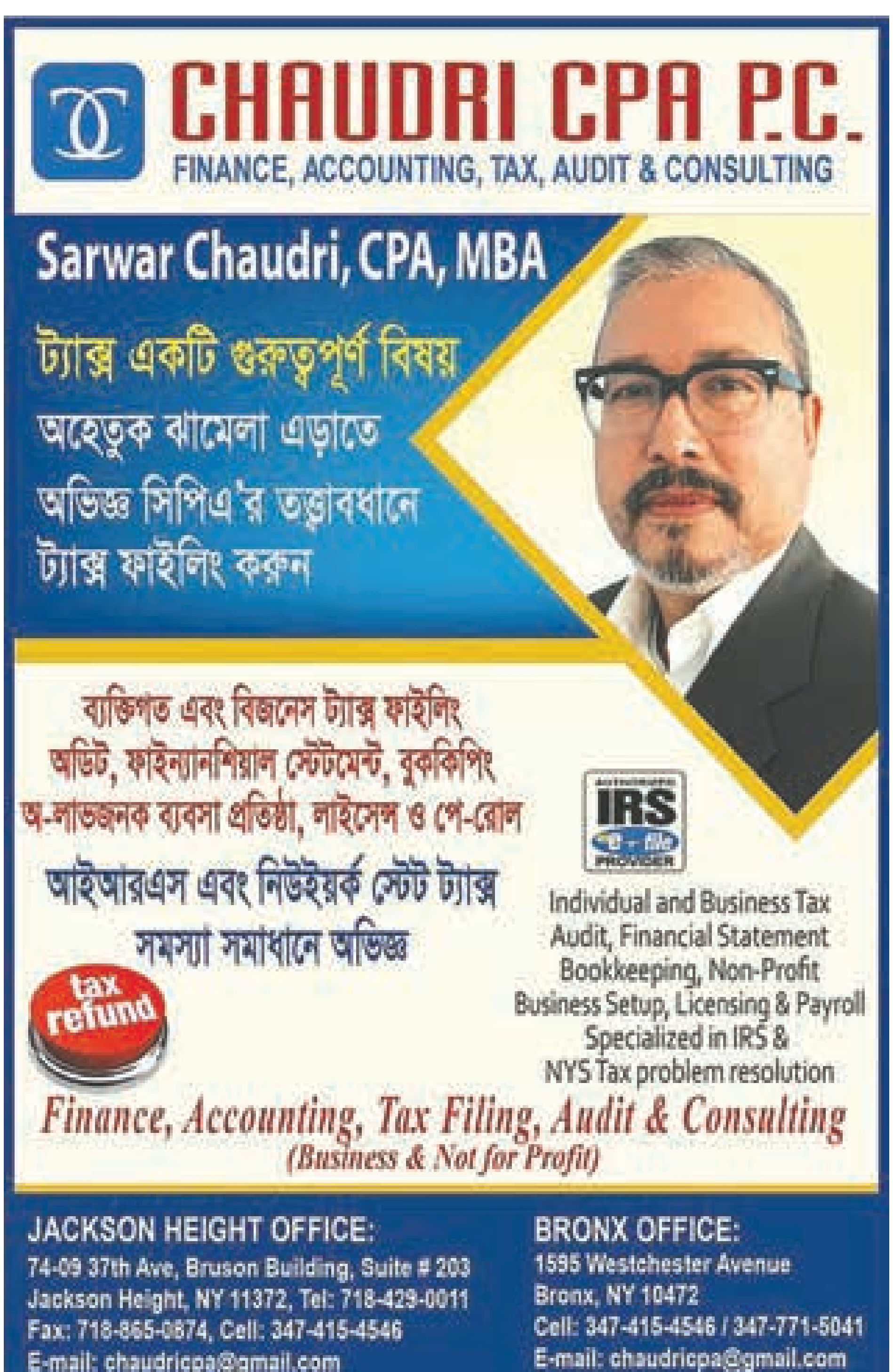
CHAUDRI CPA P.C.
FINANCE, ACCOUNTING, TAX, AUDIT & CONSULTING
Sarwar Chaudri, CPA, MBA
ট্যাক্স একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়
অহেতুক ঝামেলা এড়াতে
অভিজ্ঞ সিপিএ'র তত্ত্বাবধানে
ট্যাক্স ফাইলিং করুন
ব্যক্তিগত এবং বিজনেস ট্যাক্স ফাইলিং
অডিট, ফাইন্যান্শিয়াল স্টেটমেন্ট, বুককিপিং
অ-লাভজনক ব্যবসা প্রতিষ্ঠা, লাইসেন্স ও পে-রোল
আইআরএস এবং নিউইয়র্ক স্টেট ট্যাক্স
সমস্যা সমাধানে অভিজ্ঞ
tax refund
IRS e-file PROVIDER
Individual and Business Tax
Audit, Financial Statement
Bookkeeping, Non-Profit
Business Setup, Licensing & Payroll
Specialized in IRS &
NYS Tax problem resolution
Finance, Accounting, Tax Filing, Audit & Consulting
(Business & Not for Profit)
JACKSON HEIGHT OFFICE:
74-09 37th Ave, Bruson Building, Suite # 203
Jackson Height, NY 11372, Tel: 718-429-0011
Fax: 718-865-0874, Cell: 347-415-4546
E-mail: chaudricpa@gmail.com
BRONX OFFICE:
1595 Westchester Avenue
Bronx, NY 10472
Cell: 347-415-4546 / 347-771-5041
E-mail: chaudricpa@gmail.com

Save Yourself
This Tax Season
Nizamul Wahed Shahir, EA
Licensed Real Estate Agent
M.Com (Accounting)
ENROLLED AGENT
Authorized e-file Provider
Mob : 347-498-5117
Tel : 917-775-6329
Fax : 716-780-8225
Email: ustaxbazaar@gmail.com
প্রফেশনাল ও নির্ভুল ট্যাক্স ফাইল বা আপনার ট্যাক্স সংক্রান্ত যেকোন প্রয়োজনে
আমরা যত্নবান ও আন্তরিক।
Tax Immigration Real Estate
Income Tax and Accounting Services For:
Individual, Sole Proprietor, Partnership, Corporation and LLC.
Sales and Payroll Tax
Business Licenses and Setup
FBAR and FATCA Filing
Notary Public
Immigration Form Fill-Up Services
Credit Repair, Real State and much more...
Member of
NYSSEA
naea
National Association of Enrolled Agents
184-02 Hillside Ave, Jamaica, NY-11432
162-11 89th Ave, 5B, Jamaica, NY-11432

বাংলাদেশী মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
ডাঃ শামসি রহমান
PRIMARY CARE PHYSICIAN
Board Certified in Internal Medicine
Affiliated with Queens Hospital Center and
North Shore University Hospital
মেডিসিন বিশেষজ্ঞ মহিলা ডাক্তার
ডাঃ মোঃ আব্দুল বাছিত
মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
Board Certified in Internal Medicine
Assistant Professor of Medicine
Mount Sinai School of Medicine
Queens Hospital Center
সেবা সমূহ
Same Day Appointment
Walk-in Welcome
• প্রাইমারী কেয়ার/ মেডিসিন বিশেষজ্ঞ।
• অফিসেই রক্ত, প্রশাব পরীক্ষা ও ইকেজির ব্যবস্থা আছে।
• ফ্লু, হজ্বসহ অন্যান্য ভ্যাকসিন।
• জব, স্কুল, টি.এল.সি (TLC) সম্পর্কিত শারীরিক পরীক্ষা।
• ফ্রি ব্লাড প্রেসার ও ডায়াবেটিস চেক-আপের ব্যবস্থা।
• যাদের হেলথ্ ইন্সুরেন্স নাই বিশেষ চিকিৎসার সুযোগ।
জামাইকা অফিস - রোগী দেখার সময়:
সোম থেকে শুক্রবার ঃ সকাল ১০টা থেকে বিকাল ৫টা পর্যন্ত।
শনিবার ঃ সকাল ১০টা থেকে বিকাল ৩ টা পর্যন্ত।
ওজনপার্ক অফিস - রোগী দেখার সময় ঃ
মঙ্গলবার থেকে শুক্রবার ঃ বিকাল ৪টা থেকে সন্ধ্যা ৭:৩০ মিঃ পর্যন্ত।
শনিবার ঃ বিকাল ৩টা থেকে ৫:৩০ মিঃ পর্যন্ত।
বাছিত মেডিকেল কেয়ার
JAMAICA OFFICE:
166-41 88th Ave,
Jamaica, NY 11432
Tel: 917-780-4510
Fax: 347-875-3911
JACKSON HEIGHTS OFFICE:
40-37 74th Street
Elmhurst, NY 11373
Tel: 917-780-4510
Fax: 347-875-3911
OZONE PARK OFFICE:
97-47 77th Street,
Ozone Park, NY 11416
Tel : 718-307-5796
Fax : 347-875-3911

ট্যাক্স ফাইল করুন
IRS e-file
TAX
সুরমা এজেন্সি INC.
$40 থেকে শুরু
FILE YOUR INCOME TAX HERE
37-07 74th Street, Suite #3
Jackson Heights, NY 11372
631.805.1051

Parkchester + Medical
PARKCHESTER MEDICAL
পার্কচেষ্টার মেডিক্যাল
WE WELCOME WALK INS
MEDICAL CENTER
718.828.6610
1211 WHITE PLAINS ROAD, BRONX, NY 10472
TEL: 718-828-6610
INTERNAL MEDICINE
ASTHMA DIABETES CENTER
CARDIOLOGY
PHYSICAL THERAPY
UROLOGY
GYNECOLOGY
PODIATRY
GASTRO-ENTEROLOGY
ORTHO-PEDICS
HEALTH CARE FOR THE ENTIRE FAMILY
WE ARE OPEN:
MONDAY & THURSDAY 8:30AM-8:00PM
TUESDAY, WEDNESDAY & FRIDAY 8:30AM-6:00PM
SATURDAY 9:00AM-3:00PM
WE ACCEPT ALL MEDICAID / MEDICARE MOST INSURANCES ACCEPTED INCLUDING WORKERS COMP. NO-FAULT, SLIP AND FALL.
শারীরিক অভ্যন্তরীন সমস্যা
শ্বাসকষ্ট, ডায়বেটিস চিকিৎসা
হৃদরোগ
শারীরিক ব্যায়াম বা থেরাপি
মূত্র সংক্রান্ত চিকিৎসা
নারী স্বাস্থ্য চিকিৎসা কেন্দ্র
পায়ের চিকিৎসা
পরিপাকতন্ত্রীয় চিকিৎসা
হাড়ের চিকিৎসা
সম্পূর্ণ পরিবারের স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র
আমরা বাংলায় কথা বলি
মেডিক্যাল সময়সূচিঃ
তাৎক্ষনিক চিকিৎসা সেবায় স্বাগতম!
সোমবার এবং বৃহস্পতিবার
মঙ্গলবার, বুধবার এবং শুক্রবার
শনিবার
আমরা সকল প্রকার মেডিকেইড ও মেডিকেয়ার সহ অধিকাংশ ইন্সুরেন্স গ্রহণ করি।
সাথে আরো আছেঃ •কর্মস্থলের ক্ষতিপুরন
•নির্দোষ প্রমাণের ব্যবস্থা •পিছলে পড়ে যাওয়া

ব্রঙ্কসে বিভিন্ন সংগঠনের বিজয় দিবস পালন

শেখ শফিকুর রহমান

১৬ই ডিসেম্বর মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে নিউইয়র্কের প্রবাসী বাংলাদেশী অধ্যুষিত ব্রঙ্কসে বিভিন্ন সংগঠনের উদ্যোগে ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্যদিয়ে মহান বিজয় দিবস পালন করা হয়।সংগঠনগুলি হলো মুক্তিযোদ্ধা সংসদ নিউইয়র্ক স্টেট কমান্ড,ব্রঙ্কস বাংলাদেশী কমিউনিটি ও যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামীলীগ ও সহযোগী সংগঠন।

মুক্তিযোদ্ধা সংসদ নিউইয়র্ক স্টেট কমান্ড মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে

শিশুকিশোরদের জন্য চিত্রাঙ্গন প্রতিযোগিতা, উদ্বোধন রেলী ও আলোচনা সভার আয়োজন করে। স্ট্রালিং বাংলাবাজারের গোল্ডেন প্যালেসে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন বীরমুক্তিযোদ্ধা ড. নুরুন্নবী।বক্তব্য রাখেন বীরমুক্তিযোদ্ধা তোফায়েল আহমদ চৌধুরী, বীরমুক্তিযোদ্ধা এম এ সালাম, কাজী

রবিউজ্জামান, সিরাজউদ্দীন সোহাগ প্রমূখ।

যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামীলীগ ও সহযোগী সংগঠনের উদ্যোগে সন্ধ্যায় এশিয়ান

ড্রাইভিং স্কুলের স্মৃতি সৌধের সামনে এক আলোচনা সভার আয়োজন করে। এতে বক্তব্য রাখেন বীরমুক্তিযোদ্ধা তোফায়েল আহমদ চৌধুরী, যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামীলীগের সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুর রহিম বাদশা, সিরাজউদ্দীন আহমদ সোহাগ, সেলিম রেজা প্রমূখ।সভার শুরুতে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে নেতৃবৃন্দের পক্ষ থেকে পুষ্পস্তবক অর্পন করেন।

ব্রঙ্কস বাংলাদেশী কমিউনিটি উদ্যোগে ১৬ ডিসেম্বর মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে ব্যাপক কর্মসূচী গ্রহন করে।শিশু কিশোরদের চিত্রাঙ্গন প্রতিযোগীতা, বিশিষ্ট গুনি ব্যক্তিদের সম্মাননা প্রদান, আলোচনা সভা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।

আপন আলোয় উদ্ভাসিত অনামিকা চক্রবর্তী

সুব্রত চৌধুরী

যুক্তরাষ্ট্রে পূর্বসূরি বাংলাদেশি শিক্ষার্থীদের কৃতিত্বপূর্ণ ফলাফলের ঐতিহ্যের ধারাবাহিকতায় এবারও উত্তরসূরি বাংলাদেশি শিক্ষার্থীদের জয়জয়কার। এই জয়জয়কার অবস্থার মধ্যে আপন আলোয় উদ্ভাসিত বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত কৃতি শিক্ষার্থী অনামিকা চক্রবর্তী।

সাউথ জার্সির লিনউড শহরের মেইনল্যান্ড রিজিওনাল হাই স্কুলের দ্বাদশ গ্রেডের কৃতি ছাত্রী অনামিকা চক্রবর্তী শিক্ষা ক্ষেত্রে তার অসামান্য কৃতিত্বের স্বীকৃতিস্বরূপ আইভি লীগের বিশ্বখ্যাত প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির সুযোগ পেয়ে সবাইকে তাক লাগিয়ে দিয়েছে।

অনামিকা চক্রবর্তীর জন্ম ২০০৬ সালে, বাংলাদেশের চট্টগ্রাম জেলায়। সে বাবা অসীম চক্রবর্তী ও মা নিবেদিতা ভট্টাচার্যর একমাত্র সন্তান।

তার দাদু প্রয়াত অনিল চক্রবর্তী ও ঠাকুরমা শেফালি চক্রবর্তী , আর দাদু প্রয়াত রাখাল ভট্টাচার্য ও দিদা সরস্বতী ভট্টাচার্য । তাদের গ্রামের বাড়ি বাংলাদেশের ঢাকার গাজীপুরে।

ছোটবেলা থেকেই মেধাবী অনামিকা লেখাপড়ার পাশাপাশি বিভিন্ন সৃষ্টিশীল কাজে নিজেকে ব্যাপৃত রেখেছিল। ইতোমধ্যে অনামিকা নাসা ও ফেডারেল এভিয়েশন অ্যাডমিনিস্ট্রেশনে (এফএএ) ইন্টার্নশীপ সমাপ্ত করেছে।

অনামিকার অবসর কাটে তুলির আঁচড় কেটে আর বই পড়ে। তার আদর্শ কল্পনা চাওলা, কেটি বাওম্যান ও অ্যালান টুরিং।

সে বিশ্বখ্যাত প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয়কে উচ্চশিক্ষা লাভের জন্য বেছে নিয়েছে, কারন পেশাগত জীবনে তার ইচ্ছা নাসাতে বিজ্ঞানী হিসাবে যোগ দিয়ে রকেট উৎপাদন ও স্যাটেলাইট উৎক্ষেপনের সাথে সম্পৃক্ত থেকে বিশ্ব জলবায়ুর পরিবর্তন সম্পর্কিত বিভিন্ন তথ্যাদি সংগ্রহ করে তা যথাযথ স্হানে সরবরাহ করা, যাতে করে এসব তথ্য উপাত্ত পেয়ে আবহাওয়া বিজ্ঞানীরা উপকৃত হতে পারেন।

অনামিকার অসামান্য কৃতিত্বের পেছনে তার মার অবদানই সবচেয়ে বেশি। উত্তরসূরীদের উদ্দেশ্যে তার আহবান- "সেরাটা দাও,সেরাটা পাবে"।

নিউ জার্সির নর্থফিল্ড শহরে বসবাসকারী সদালাপী, বন্ধুভাবাপন্ন, মিষ্টিমুখের অনামিকা চক্রবর্তী তার ভবিষ্যত সাফল্যের জন্য সবার আশীর্বাদ প্রার্থী।

অনামিকা চক্রবর্তীর অসামান্য সাফল্যে কমিউনিটিতে বেশ সাড়া পড়েছে।

ব্যাপক উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে মিশিগানে মহান বিজয় দিবস উদযাপন

পার্থ সারথী দেব

ব্যাপক উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে মিশিগানের বিভিন্ন সংগঠন মহান বিজয় দিবস উদযাপন করেছে। ১৭ ডিসেম্বর রোববার সন্ধ্যায় চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় অ্যালামনাই এসোসিয়েশান অব মিশিগানের উদ্যোগে সংগঠনের মেডিসন হাইটসস্থ কার্যালয়ে আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্টানের আয়োজন করা হয়।

বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশনের মাধ্যমে অনুষ্টানের উদ্বোধন করা হয়।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের সভাপতি সৈয়দ মঈন দীপু। আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন অনুষ্ঠান উপ-কমিটির আহবায়ক মিলটন বড়ুয়া, সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক লুৎফর রহমান, মোঃ নজরুল ইসলাম, প্রদ্যুন্ন চন্দ, জাবেদ চৌধুরী, নিশাত রহমান প্রমুখ। বক্তারা ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে ৩০ লক্ষ শহীদের রক্তের বিনিময়ে ও ২ লক্ষ মা বোনের ইজ্জতের বিনিময়ে যে স্বাধীনতা ও বিজয় আমরা পেয়েছি তাদেরে শ্রদ্ধার সহিত স্মরণ করা হয়।

অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় পর্বে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে কবিতা পাঠ করেন রেজাউল করিম চৌধুরী ও রুণা কোরেশী। সঙ্গীত পরিবেশন করেন শতাব্দী রায়, সালমীন চৌধুরী, সঙ্গীতা বড়ুয়া, মোহাম্মদ হোসেন চৌধুরী, আমজাদ হোসেন প্রমুখ।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় অ্যালামনাই এসোসিয়েশান অব মিশিগানের সদস্য/সদস্যাগণ, সাংবাদিক, কমুউনিটির বিভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠনের নেতৃবৃন্দ। অনুষ্টান উপস্থাপনায় ছিলেন মোহাম্মদ আপ্তাব ও আবুল কালাম আজাদ।

এদিকে ১৭ ডিসেম্বর রোববার বিকেলে গ্রেটার চট্রগ্রাম এসোসিয়েশান অব মিশিগান ইনক এর উদ্যোগে ওয়ারেন সিটির 'দেশী হলে' মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে এক আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্টানের আয়োজন করা হয়। জাতীয় পতাকা উত্তোলন ও জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশনের মধ্য দিয়ে অনুষ্টানের সূচনা করা হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের সভাপতি গিয়াস উদ্দীন তালুকদার। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন বীর মুক্তিযোদ্ধা ইউসুফ সালাউদ্দিন আহমদ, বিশেষ অতিথি ছিলেন সংগঠনের উপদেষ্টা গাজী সিরাজুল ইসলাম, প্রজিত বড়ুয়া, রণজয় বড়ুয়া প্রমুখ। বক্তারা মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিচারণ করেন এবং ৭১ এর মুক্তিযুদ্ধের বিভিন্ন অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেন। ৩০ লক্ষ শহীদের আত্মত্যাগ ও ২ লক্ষ মা বোনের সম্ভ্রম হারানোর বিনিময়ে অর্জিত স্বাধীনতা ও বিজয়ের কথা উল্লেখ করে তাদের প্রতি শ্রদ্ধা জানান। আলোচনা পর্বটি উপস্থাপনা করেন সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক মোঃ ফিরোজ।

দ্বিতীয় পর্বে ছিল সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, এতে নৃত্য পরিবেশন করেন নিবেদিতা বড়ুয়া, মহুয়া দাশ। শ্রুতি নাটক পরিবেশন করেন মিলটন বড়ুয়া ও সঙ্গীতা বড়ুয়া। সঙ্গীত পরিবেশন করেন ইমন বড়ুয়া, হোসাইন চৌধুরী, বৃষ্টি চৌধুরী, দোলা বড়ুয়া প্রমুখ। অনুষ্টান শেষে সবাইকে আপ্যায়িত করা হয়।

এছাড়াও মিশিগানস্থ কুলাউড়া সামাজিক সাংস্কৃতিক সমিতি গত ১৭ ডিসেম্বর বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে মহান বিজয় দিবস উদযাপন করে।

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় অ্যালামনাই এসোসিয়েশান অব মিশিগানের বিজয় দিবস উদযাপন। ছবি : সংগৃহিত

যুক্তরাষ্ট্র আ.লীগের বিজয় দিবস পালন

শেখ শফিকুর রহমান

যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামীলীগের ১৬ ডিসেম্বর মহান বিজয় দিবস পালন।

১৭ ডিসেম্বর রোববার নিউইয়র্কের জ্যাকসন হাইটসের বাংলাদেশ প্লাজার মামাস পার্টী হলে অনুষ্ঠিত সভায় সভাপতিত্ব করেন যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামীলীগের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি শামছুদ্দীন আজাদ।ভারপ্রাপ্ত সাধারন সম্পাদক হাজী দুলাল মিয়া এনামের পরিচালনায় প্রধান অতিথি ছিলেন যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামীলীগের উপদেষ্টা ডাঃ মাসুদুল হাসান।বিশেষ অতিথি ছিলেন নিউইয়র্ক মহানগর আওয়ামীলীগের সভাপতি রফিকুর রহমান,নিউইয়র্ক স্টেট আওয়ামীলীগের সভাপতি

বীরমুক্তিযোদ্ধা মুজিবুর রহমান, সাধারন সম্পাদক শাহীন আজমল, সহসভাতি মনিরুল ইসলাম,সহসভাপতি হিরু ভূইয়া। অনুষ্ঠানে বাংলাদেশে অবস্থানকৃত যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামীলীগের সভাপতি ড.সিদ্দিকুর রহমান ভিডিও কলে বক্তব্য রাখেন।

সভার শুরুতে যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামীলীগের প্রবাসী কল্যান সম্পাদক সুলায়মান আলীর মায়ের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করা হয় দোয়া ও কোরআন তেলওয়াত করেন মাওলানা কাজী কাইয়ুম। সুচনায় বাংলাদেশের জাতীয় সংগীত বাজানোর সময় দাঁড়িয়ে সম্মান প্রদর্শন করা হয়।

শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন যুক্তরাষ্ট্র স্বেচ্ছাসেবক লীগের সাবেক সহসভাপতি দুরুদ মিয়া রনেল,যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামীলীগের উপদেষ্টা জয়নাল আবেদীন, সদস্য নুরুল আফসার সেন্টু,নিউইয়র্ক মহানগর আওয়ামীলীগের সহসভাপতি শফিউদ্দীন তালুকদার, সিরাজুল ইসলাম ভূইয়া প্রমুখ।

ট্রাম্পের বক্তব্য অমানবিক ও ফ্যাসিস্ট, নিন্দা

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

ডোনাল্ড ট্রাম্প

সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প তাঁর সমর্থকদের উদ্দেশে বলেছিলেন, 'অভিবাসীরা যুক্তরাষ্ট্র আক্রমণ করছে এবং দেশের রক্ত দূষিত করছে।' ট্রাম্পের এই বক্তব্যকে ভয়াবহ, অমানবিক ও ফ্যাসিবাদী বলে উল্লেখ করেছেন মার্কিন কংগ্রেসের আইনপ্রণেতা প্রমীলা জয়পাল। ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম দ্য গার্ডিয়ানের এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

গত সোমবার ওয়াশিংটনের ডেমোক্র্যাট পার্টির নির্বাচিত আইনপ্রণেতা ও কংগ্রেসনাল প্রগ্রেসিভ ককাসের চেয়ার প্রমীলা জয়পাল বলেন, 'এটি ভয়াবহ। দক্ষিণ সীমান্তে আসা অভিবাসীদের বিষয়ে ডোনাল্ড ট্রাম্পের বক্তব্য অমানবিক ও ফ্যাসিবাদী। এগুলো বিপজ্জনক মিথ্যা, অভিবাসীদের দুর্বৃত্ত হিসেবে চিহ্নিত করা এবং তাঁর ভয়ংকর নীতি গ্রহণযোগ্য করে তোলার জন্য এগুলো সাজানো হয়েছে।'

প্রমীলা জয়পাল বলেন, 'কেন আমরা ডোনাল্ড ট্রাম্পের নীতিতে ফিরে যেতে পারি না—এই বক্তব্য তার একটি ভালো উদাহরণ। তিনি আমেরিকা থেকে অভিবাসীদের মুছে ফেলতে চাইছেন। তাঁর কোনো নীতিই অভিবাসনব্যবস্থার সংস্কারবিষয়ক নয়, যা এমন কোনো ভাবমূর্তি তৈরি করতে পারে যে অভিবাসীদের জন্য আমেরিকাই ভালো।'

৯১টি ফৌজদারি অভিযোগ এবং বিভিন্ন হুমকির সম্মুখীন হওয়ার পরও রিপাবলিকান পার্টির থেকে প্রেসিডেন্টের মনোনয়ন পাওয়ার তালিকায় আধিপত্য বিস্তার করে আছেন ট্রাম্প। তার পরও নিউ হ্যাম্পশায়ার ও নেভাডায় নির্বাচনী সমাবেশে এমন একই মন্তব্য করেছেন তিনি।

গত শনিবার নিউ হ্যাম্পশায়ারের ডারহামে সাবেক এই প্রেসিডেন্ট বলেন, 'তারা (অভিবাসীরা) আমাদের দেশের রক্ত দূষিত করছে।' এমন মন্তব্য তিনি আগেও করেছেন। তিনি বলেছেন, 'তারা (অভিবাসীরা) এমনটা করেই যাচ্ছে। তারা কেবল দক্ষিণ আমেরিকায় নয়, সারা বিশ্বে মানসিক বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও কারাগারগুলো দূষিত করে তুলছে। দক্ষিণ আমেরিকাসহ এশিয়া ও আফ্রিকা থেকে অভিবাসনপ্রত্যাশীরা যুক্তরাষ্ট্রে আসছে। তারা আমাদের দেশের রক্ত দূষিত করছে। সমগ্র বিশ্ব থেকেই তারা আমাদের দেশে ভিড় জমাচ্ছে।'

গত রোববার নেভাডার রেনোতে ভাষণ দেওয়ার সময় ট্রাম্প বলেন, 'এটা একধরনের আক্রমণ। এটা একধরনের সামরিক আক্রমণ। মাদক, অপরাধী, গ্যাং সদস্য এবং সন্ত্রাসীরা আমাদের দেশে রেকর্ড পরিমাণে প্রবেশ করছে। আমরা আগে কখনো এমন কিছু দেখিনি। তারা আমাদের শহরগুলো দখল করে ফেলছে।'

ট্রাম্পের এ ধরনের বক্তব্যের সঙ্গে শিক্ষাবিদ, ভাষ্যকার ও রাজনৈতিক বিরোধীরা অ্যাডলফ হিটলার, বেনিতো মুসোলিনি এবং অন্যান্য স্বৈরাচারী নেতাদের বক্তৃতার মিল খুঁজে পেয়েছেন।

গত শনিবার নিউইয়র্ক বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও 'স্ট্রংমেন: মুসোলিনি টু দ্য প্রেজেন্ট' বইয়ের লেখক রুথ বেন ঘিয়াত বলেন, 'ট্রাম্পের লক্ষ্য হলো অভিবাসীদের জীবনকে মানবেতর হিসেবে চিহ্নিত করা, যেন প্রেসিডেন্ট হয়ে ফিরলে অভিবাসীদের ওপর তাঁর নিপীড়ন জনগণ মেনে নেয়।'

লন্ডন শহীদ মিনারে প্রদীপ প্রজ্জ্বলন

শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস

সৈয়দ আনাস পাশা, লন্ডন

১৪ ডিসেম্বর শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবসে ১৯৭১ সালে পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীর হাতে নিহত শহীদ বুদ্ধিজীবীদের স্মরণে পূর্ব লন্ডনের কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে অনুষ্ঠিত হয়েছে প্রদীপ প্রজ্জ্বলন অনুষ্ঠান।

১৪ ডিসেম্বর বৃহস্পতিবার স্থানীয় সময় সন্ধ্যা ৬টায় একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটির উদ্যোগে আলতাব আলী পার্কের শহীদ মিনারে আয়োজিত এই প্রদীপ প্রজ্জ্বলন অনুষ্ঠানের বক্তারা বৃহৎ রাষ্ট্রগুলোর উদ্দেশ্যে বলেন, মানবাধিকারের সবক দেয়ার আগে ১৯৭১ সালের গণহত্যার আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি দিন। ইতিহাসের অন্যতম বৃহৎ ঐ গণহত্যার স্বীকৃতি না দিয়ে আপনাদের মুখে মানবাধীকারের বুলি বড়ই বেমানান।

স্মরণ অনুষ্ঠানে একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি যুক্তরাজ্য শাখার সভাপতি সৈয়দ আনাস পাশার সভাপতিত্বে আয়োজিত সংক্ষিপ্ত আলোচনায় অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন যুক্তরাজ্যে মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম শীর্ষ সংগঠক, প্রবীন রাজনীতিক সুলতান শরীফ ও যুক্তরাজ্যে নিযুক্ত বাংলাদেশের ডেপুটি হাই কমিশনার জনাব হযরত আলী খান।

নির্মূল কমিটি যুক্তরাজ্য শাখার সহসভাপতি জামাল খাঁনের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত আলোচনায় অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন, প্রবীন সাংবাদিক একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি যুক্তরাজ্য শাখার সম্মানিত উপদেষ্ঠা মুক্তিযোদ্ধা আবু মুসা হাসান, উপদেষ্ঠা প্রবীন সাংবাদিক, কলামিষ্ট হামিদ মোহাম্মদ প্রমুখ।

নিউইয়র্কে প্রতি ঘণ্টার মজুরি ১৫ থেকে ৪৫ ডলার হলে আমরাও করব: পররাষ্ট্রমন্ত্রী

সিলেট অফিস

আব্দুল মোমেন

পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ কে আব্দুল মোমেন বলেছেন, 'নিউইয়র্কে প্রতি ঘণ্টায় মজুরি ১৫ ডলার। যদি তারা বাড়িয়ে ৪৫ ডলার করতে পারে ও আদর্শ তৈরি করে, তখন আমরাও তাদের পথ অবলম্বন করব। উচ্চ মূল্যস্ফীতির কারণে আমেরিকার মানুষ কষ্ট পাচ্ছে।'

আমেরিকান অ্যাপারেলস অ্যান্ড ফুটওয়্যার অ্যাসোসিয়েশনকে (এএএফএ) চিঠি দিয়েছেন মার্কিন কংগ্রেসের সদস্যরা। ওই চিঠিতে কংগ্রেস সদস্যরা বলেন, শ্রমিকেরা যে মাসিক ২৩ হাজার টাকা মজুরি দাবি করেছিলেন, তা না মানা শুধু দুঃখজনক নয়, লজ্জাজনকও।

এ বিষয়ে মন্ত্রীর কাছে জানতে চাইলে তিনি এ কথা বলেন। বৃহস্পতিবার সিলেটে নির্বাচনী প্রচার শুরুর সময় সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে মন্ত্রী বলেন, 'আমরা কোনো সংঘাত চাই না। আমরা শান্তি ও স্থিতিশীলতা চাই এবং গণতান্ত্রিক ধারা অব্যাহত রাখতে চাই।'

অসহযোগের কথা বলে ট্যাক্স

প্রথম পৃষ্ঠার পর

কেউ বিশ্বাস করে না৷ তাদের ডাকে মানুষ সাড়া দেবে না।

নির্বাচন বন্ধ করতে চাইলে দেশের মানুষ প্রতিহত করবে উল্লেখ করে কাদের বলেন, গুপ্তহত্যা বন্ধ করুন। না হলে মানুষ আপনাদের ধরে ধরে পেটাবে। আপনারা নির্বাচন বন্ধ করতে চান। দেশের মানুষ আপনাদের প্রতিহত করবে।

বিএনপি কী নিয়ে অসহযোগ আন্দোলন করবে, প্রশ্ন ওবায়দুল কাদেরেরবিএনপি কী নিয়ে অসহযোগ আন্দোলন করবে, প্রশ্ন ওবায়দুল কাদেরের

বিএনপির উদ্দেশে কাদের বলেন, মঈন খান (বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য) এক উদ্ভট স্বপ্ন দেখেছেন, নির্বাচন হবে না। সরকার ৫ দিনও টিকবে না। ৫ দিন নয়, সরকার ৫ বছরই টিকবে।

বিএনপি নেতাদের কারাদণ্ডের বিষয়ে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক বলেন, 'আমাদের কারণে নয়, বিএনপি নেতা–কর্মীদের ফৌজদারি অপরাধের কারণেই তারা জেলে আছেন।'

বিএনপির ডাকে জনগণ কোনোদিনই সাড়া দেয়নি: স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীবিএনপির ডাকে জনগণ কোনোদিনই সাড়া দেয়নি: স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী

এ সময় বিএনপিকে আসল ডামি দল বলে মন্তব্য করেন ওবায়দুল কাদের। তিনি বলেন, বিএনপি হলো আসলে একটি ডামি দল। দেশের প্রথম কিংস পার্টি বিএনপি। ভুঁইফোঁড়, দুর্নীতিবাজদের নিয়ে দল করেছিলেন জিয়াউর রহমান।

এর আগে সরকার পতনের এক দফা দাবি আদায়ে সারা দেশে অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দেয় বিএনপি। দলটির জ্যেষ্ঠ যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী বুধবার দুপুরে ভার্চুয়াল সংবাদ সম্মেলন করে এ আন্দোলনের ঘোষণা দেন।

সরকারকে অসহযোগিতা করার ডাক দিল বিএনপি সরকারকে অসহযোগিতা করার ডাক দিল বিএনপি

সংবাদ সম্মেলনে রিজভী বলেন, আজ থেকে অসহযোগ আন্দোলন শুরু। এর অংশ হিসেবে আগামী ৭ জানুয়ারির ডামি নির্বাচন বর্জন করুন। ভোট গ্রহণে নিযুক্ত কর্মকর্তা–কর্মচারীরা দায়িত্ব পালন করবেন না।

বিএনপির জ্যেষ্ঠ যুগ্ম মহাসচিব বলেন, বর্তমান অবৈধ সরকারকে সকল প্রকার ট্যাক্স, খাজনা, ইউটিলিটি বিল এবং অন্যান্য প্রদেয় দেওয়া স্থগিত রাখুন। ব্যাংকে টাকা জমা রাখা নিরাপদ কি না—সেটিও ভাবুন। মিথ্যা ও গায়েবি মামলায় অভিযুক্ত লাখ লাখ রাজনৈতিক নেতা–কর্মীরা আজ থেকে আদালতে মামলার হাজিরা দেওয়া থেকে বিরত থাকুন।

যুক্তরাষ্ট্র যা বলেছে 'আরব বসন্ত' প্রসঙ্গে

প্রথম পৃষ্ঠার পর

ঢাকাগামী এক্সপ্রেস ট্রেনের ৩টি বগিতে অগ্নিসংযোগ করলে এক নারী ও তিন বছরের শিশুসহ চারজন নিহত হন। বাইডেন প্রশাসন কী এই ধরনের অগ্নিসংযোগের বিষয়ে উদ্বিগ্ন?

সেই প্রশ্নের জবাবে মিলার বলেন, আমি এই বিষয়টি সম্পর্কে জানি না। এই বিষয়ে আমার কোনো মন্তব্য নেই।

উল্লেখ, গত ১৭ ডিসেম্বর এক বিবৃতিতে রাশিয়ার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র মারিয়া জাখারোভা বলেছিলেন, 'গত ১২-১৩ ডিসেম্বর বাংলাদেশে সরকারবিরোধীরা রাস্তাঘাট অবরোধ করে, যানবাহনে আগুন ধরিয়ে দেয় এবং পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। আমরা এসব ঘটনার সঙ্গে ঢাকায় পশ্চিমা কূটনৈতিক মিশনগুলোর, বিশেষ করে মার্কিন রাষ্ট্রদূত পিটার হাসের উসকানিমূলক কর্মকাণ্ডের প্রত্যক্ষ সম্পর্ক লক্ষ করছি।'

মারিয়া জাখারোভা আশঙ্কা করছে, আগামী সপ্তাহগুলোয় 'পশ্চিমা শক্তিগুলোর পক্ষে অসুবিধাজনক' বাংলাদেশ সরকারের বিরুদ্ধে নানা রকমের অবরোধ আরোপ করা হতে পারে। তিনি বলেন, 'বাংলাদেশের শিল্প খাতের গুরুত্বপূর্ণ অংশগুলোর ওপর আঘাত আসতে পারে; সেই সঙ্গে কিছু সরকারি কর্মকর্তার বিরুদ্ধে ২০২৪ সালের ৭ জানুয়ারি অনুষ্ঠেয় সংসদ নির্বাচনে নাগরিকদের গণতান্ত্রিক রায় প্রদানে বাধাদানের তথ্যপ্রমাণহীন অভিযোগ তুলে পদক্ষেপ নেওয়া হতে পারে।'

মারিয়া জাখারোভা আরও বলেন, যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করা থেকে বিরত হবে, এমন সম্ভাবনা কম। বিবৃতির শেষে তিনি বলেন, 'তবে আমরা নিশ্চিতভাবে মনে করি, বাইরের শক্তিগুলোর সব ষড়যন্ত্র সত্ত্বেও বাংলাদেশের রাষ্ট্রক্ষমতার বিষয়টির সুরাহা হবে দেশটির বন্ধুপ্রতিম জনগণের দ্বারাই, অন্য কোনো শক্তির দ্বারা নয়।'

এই প্রসঙ্গে ১৭ ডিসেম্বর পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আবদুল মোমেন বলেছেন, বাংলাদেশে আরব বসন্ত ঘটার কোনো সুযোগ নেই। তিনি বলেন, 'আমরা ভারসাম্যপূর্ণ পররাষ্ট্রনীতি অনুসরণ করি। সবার সাথে বন্ধুত্ব, কারও সাথে বৈরিতা নয়—এই নীতিতে। কে কী বলল, না বলল সেটা তাদের মাথাব্যথা।'

তিনি আরও বলেন, 'আমরা ৭ জানুয়ারি নির্বাচন করব। আমরা গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া অনুসরণ করব। বাংলাদেশ যখন হলো তখন এটা ছিল তলাবিহীন ঝুড়ি। এখন আমরা গতিশীল অর্থনীতি, ল্যান্ড অব অপরচুনিটি।'

অসহযোগ আন্দোলনের ডাক এবার

প্রথম পৃষ্ঠার পর

অসহযোগিতা শুরু করার বিকল্প নেই। এই মুহূর্ত থেকে অবৈধ সরকারকে সহযোগিতা না করার জন্য প্রশাসনের সর্বস্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং দেশপ্রেমিক জনগণের প্রতি আমরা আহ্বান জানাচ্ছি।'

আগামী ৭ জানুয়ারির নির্বাচনকে 'বানর খেলার আসর' হিসেবে মন্তব্য করে ওই নির্বাচন বর্জনের আহ্বান জানান রিজভী। জনগণের উদ্দেশে বিএনপির এই নেতা বলেন, 'বর্তমান অবৈধ সরকারকে সব ধরনের ট্যাক্স-খাজনা-ইউটিলিটি বিলসহ অন্যান্য প্রদেয় বিষয় স্থগিত রাখুন। ব্যাংকগুলো এই অবৈধ সরকারের লুটপাটের অন্যতম মাধ্যম। সুতরাং ব্যাংকে টাকা জমা রাখা নিরাপদ কি না, সেটি ভাবুন।'

সরকারের পদত্যাগ, তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচন এবং তফসিল বাতিলের দাবিতে ২৯ অক্টোবর থেকে গত মঙ্গলবার পর্যন্ত বিএনপিসহ সমমনা জোট ও দলগুলো ৪ দফায় ৫ দিন হরতাল এবং ১১ দফায় ২২ দিন অবরোধের কর্মসূচি পালন করেছে।

সরকারকে অসহযোগিতা করতে গিয়ে প্রশাসন ও সাধারণ মানুষের মধ্যে যারা ক্ষতিগ্রস্ত হবেন, তাঁদের পাশে দাঁড়ানোর আশ্বাসও দেন রিজভী। তিনি বলেন, 'পরবর্তী গণতান্ত্রিক সরকার অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্তদের যথাযথ ক্ষতিপূরণ দেবে। গণতন্ত্র, মানবাধিকার এবং লুণ্ঠিত ভোটের অধিকার প্রতিষ্ঠার চলমান আন্দোলনে বিএনপিসহ গণতন্ত্রের পক্ষে যারাই হতাহত হয়েছে, ভবিষ্যতে গণতান্ত্রিক সরকার তাদের অবদান দলীয় ও রাষ্ট্রীয়ভাবে দেবে।'

বিএনপির ডাকা অসহযোগ আন্দোলন প্রসঙ্গে দলটির স্থায়ী কমিটির সদস্য আব্দুল মঈন খান বলেছেন, 'জনগণকে সম্পৃক্ত করে শান্তিপূর্ণ আন্দোলনের ধারাবাহিকতায় বিএনপি আজ সরকারের ডামি নির্বাচন বর্জন ও অসহযোগ কর্মসূচি ঘোষণা করেছে।' তিনি বলেন, 'লাখ লাখ মানুষের রক্তের বিনিময়ে মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে অর্জিত এই স্বাধীন বাংলাদেশকে এই বাকশালি সরকার দেশের ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে এক গভীর অমানিশার অন্ধকারে নিমজ্জিত করে দিয়েছে। এ অবস্থা থেকে পরিত্রাণের একমাত্র উপায় হচ্ছে দেশকে গণতন্ত্রের পথে ফিরিয়ে আনা। সেই উদ্দেশ্যেই আজ বিএনপি দেশের ১৮ কোটি মানুষের ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করার প্রয়াসে সরকারকে সংঘাতের পথ থেকে বেরিয়ে এসে একটি শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের পথ উন্মুক্ত করতে দেশবাসীর প্রতি এই আবেদন সহায়ক ভূমিকা পালন করবে বলে বিশ্বাস করে।'

এদিকে বিএনপিসহ বিরোধীদের ডাকা অসহযোগ আন্দোলনকে অস্থিতিশীল পরিস্থিতি সৃষ্টির পাঁয়তারা বলে মন্তব্য করেছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান। গতকাল বুধবার সচিবালয়ে সাংবাদিকদের তিনি বলেন, তারা (বিএনপি) সুনিশ্চিত জানে, এ দেশের জনগণ তাদের ভোট দেবে না, জনগণ তাদের কর্মকাণ্ডে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। নির্বাচনে অংশ না নিয়ে ক্রমাগতভাবে তারা একটার পর একটা কর্মসূচি দিয়ে কীভাবে একটি অস্থিতিশীল পরিস্থিতি তৈরি করা যায়, সেই চেষ্টা করছে।

বিএনপিকে উদ্দেশ করে মন্ত্রী আরও বলেন, 'যারা এই অসহযোগ আন্দোলন করছেন, বিদ্যুৎ যদি তাদের বাসা থেকে চলে যায়, পানি যদি বন্ধ হয়ে যায়, যেহেতু অসহযোগ উনারাই চাচ্ছেন, বিদ্যুৎ বন্ধ হয়ে যাবে, পানি বন্ধ হয়ে যাবে, সরকার অচল হয়ে যাবে, তাহলে কী হবে?

আবার আসিব ফিরে এই সিলেটে: প্রধানমন্ত্রী

প্রথম পৃষ্ঠার পর

তিনি বলেন- ২০০১ সালের নির্বাচনে আমেরিকা আমাদেরকে ক্ষমতায় আসতে দিলো না। কেন দিলো না? কারণ- বাংলাদেশের একমাত্র প্রাকৃতিক গ্যাস। ওই আমেরিকা প্রস্তাব করল গ্যাস বিক্রি করতে হবে। আমেরিকার কোম্পানি এখানে গ্যাস উত্তোলন করে। আমি বলেছিলাম- আমি গ্যাস বেচবো না। এই গ্যাস আমাদের জনগণের, এই গ্যাস জনগণের কল্যাণে ব্যবহার হবে। জনগণের কল্যাণে ব্যবহার করে যদি ৫০ বছরের রিজার্ভ রেখে অতিরিক্ত থাকে তাহলে বেচবো। তারা খুব নাখোশ হলেন। সিদ্ধান্ত নিলেন আমাকে ক্ষমতায় আসতে দেবে না। তা ছাড়া আমাদের দেশেরও কিছু লোক ছিল।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, ২০০১ সালে ক্ষমতায় এলো বিএনপি-জামায়াত জোট। যে বিএনপি ১৯৯৬ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারির নির্বাচনে জনগণের ভোট চুরি করেছিল। ভোট চুরির অপরাধে এ দেশের মানুষ আন্দোলন করে ওই খালেদা জিয়াকে ক্ষমতাচ্যুত করেছিল। সেই ক্ষমতাচ্যুত, ভোটচোর, জনগণের সম্পদচোর বিএনপিকে ক্ষমতায় বসালো ভোট কারচুপির মাধ্যমে। গ্যাস বিক্রির মুচলেকা দিয়েছিল খালেদা জিয়া। সে ক্ষমতায় গেলে গ্যাস বেচবে। সেজন্য তার পিঠে বাহবা দিয়ে ক্ষমতায় বসালো। তার রেজাল্ট কী? দুর্নীতি, জঙ্গিবাদ, দুঃশাসন। দেশে ঘটা সব ধরনের নাশকতায় বিএনপির জড়িত থাকার প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে।

প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন- বিএনপি বাণিজ্য করেই ধ্বংস করেছে নির্বাচন। একজন লন্ডনে বসে মনোনয়নপত্র বিক্রি করেছে। আরেকজন গুলশানে বসে মনোনয়নপত্র বিক্রি করেছে। আবার পল্টন থেকেও আরেকবার বিক্রি করেছে। তারা এভাবে নির্বাচনকে বাণিজ্যে পরিণত করে ধ্বংস করেছে। এছাড়া লন্ডন থেকে হুকুম দিয়ে মানুষ পোড়ানো বিএনপির চরিত্র। আমরা যখন উন্নয়ন করছি- বিএনপি তখন আগুন দিয়ে মানুষ পোড়াচ্ছে। আগুনসন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে সবাইকে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে। যারা আগুন দেয় তাদের মনে রাখা উচিত- আগুন নিয়ে খেললে ওই আগুনেই হাত পুড়বে।

আওয়ামী লীগ সভানেত্রী বলেন- আল্লাহ জন বুঝে ধন দেন। বিএনপি ক্ষমতায় থাকাকালে যেসব স্থানে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে গ্যাস পায়নি, আওয়ামী লীগের আমলে সেসব স্থানেই গ্যাসের সঙ্গে তেলও পাওয়া গেছে। বিএনপির আমলে মিললে এসব তারা লুটেপুটে খেতো, কিন্তু আমরা এসব সম্পদ জনগণের কল্যাণে ব্যবহার করছি।

বক্তৃতার শেষ পর্যায়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, আগামী সংসদ নির্বাচনে নৌকা মার্কায় ভোট দিন। সিলেটে যাদের নৌকা প্রতীক দিয়েছি, তাদের বিজয়ী করুন। শেখ হাসিনা বলেন- কারা কারা আগামী ৭ জানুয়ারি নৌকা মার্কায় ভোট দিবেন হাত তুলে দেখান এবং ওয়াদা করুন। এসময় উপস্থিত সবাই হাত তুলে ওয়াদা করেন।

সিলেট মহানগর আওয়ামী লীগের সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা মাসুক উদ্দিন আহমদের সভাপতিত্বে এবং মহানগরের সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক জাকির আহমদ ও জেলার সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট নাসির উদ্দিন খানের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত জনসভায় মন্ত্রী ও এমপিসহ স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ বক্তব্য রাখেন।

বুধবার বেলা ১১টা ৩৩ মিনিটে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনসের বিজি-৬০১ ফ্লাইটে প্রধানমন্ত্রী সিলেটের ওসমানী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে অবতরণ করেন।

ছোট বোন শেখ রেহানাও এ সফরে তার সঙ্গে আছেন। বিমানবন্দরে পৌঁছালে তাঁকে অভ্যর্থনা জানান কেন্দ্রীয় ও স্থানীয় আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দ।

এরপর প্রটোকলবিহীন গাড়িতে করে হয়রত শাহজালাল (রহ.) এর মাজার ও হয়রত শাহ পরান (রহ.) এর মাজার জিয়ারত করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। এসময় তাঁর ছোট বোন শেখ রেহানাসহ দলের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

মাজার জিয়ারত শেষে সিলেট সার্কিট হাউসে গিয়ে মধ্যাহ্নভোজ ও বিশ্রাম শেষে বিকাল ৩টা ১০ মিনিটে সভামঞ্চে আসেন তিনি। সভাস্থলে পৌঁছার পর স্লোগানে মুখিরিত হয়ে উঠে পুরো সরকারি আলিয়া মাদরাসা মাঠ। মঞ্চে উপস্থিত হয়ে প্রধানমন্ত্রী উপস্থিত নেতাকর্মী ও জনতার উদ্দেশ্যে হাত নেড়ে অভিবাদন জানান। প্রধানমন্ত্রী মঞ্চে বসার পর 'বাবা শাহ জালালের দেশ সিলেট ভূমিরে...' এবং 'কোন মেস্ত্ররি নাও বানাইছে কেমন দেখা যায়...' গান দুটি পরিবেশন করা হয়।

পরে বিকাল ৪টা ২০ মিনিটে বক্তৃতা শুরু করেন। বক্তব্য দেন ৪টা ৫৫ মিনিট পর্যন্ত।

পরে বক্তব্য শেষ করে তিনি বলেন, 'আবার আসিবো ফিরে এই সিলেটে'। এর আগে ৩টা ১০ মিনিটে মঞ্চে পৌঁছেন তিনি।

নির্বাচন হবে স্বতন্ত্রদের নিয়ে, রাজনৈতিক

প্রথম পৃষ্ঠার পর

ঢাকা ৩ নসরুল হামিদ (আ. লীগ) এর সাথে মোঃ ফারুক (জাতীয় পার্টি), ঢাকা ৪ আসনে সানজিদা খানম (আ.লীগ) সৈয়দ আবু হোসেন (জাতীয় পার্টি) ঢাকা ৫ আসনে হারুনর রশীদ মুন্না আ.লীগ এর সাথে সারোয়ার খান (জাতীয় পার্টি) , ঢাকা ৬ সাঈদ খোকন আ.লীগের সাথে তেমন কোন প্রার্থী নেই। ঢাকা ৭ আসনে হাজী সেলিমের পুত্র মো. সোলায়মান সেলিম আ.লীগের সাথে জাতীয় পার্টি সাইফুদ্দিন আহমেদ মিলন ঢাকা ৮ আসনে আওয়ামী লীগের আ.ফ. ম বাহাউদ্দিন এর সাথে জাতীয় পার্টির জুবের আলম খান , ঢাকা ৯ আসনে সাবের হোসেন চৌধুরীর সাথে জাতীয় পার্টির

কাজী আবুল খায়ের , ঢাকা ১০ আসনে আওয়ামী লীগের ফেরদৌস আহমেদের জাতীয় পার্টির হাজী মোঃ শাহজান । এভাবে ঢাকার প্রতিটি আসনে জাতীয় পার্টি অনেকটা ডামি প্রার্থী দিয়ে নির্বাচনটাকে কোনভাবে টিকিয়ে রেকেছেন। ঢাকায় জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান জি এম কাদেরের স্ত্রী উত্তরা এলাকা থেকে নির্বাচন করছেন জাতীয় পার্টির প্রতীকে। সেখানে নৌকার কোন প্রার্থী নেই। এভাবে এবারের নির্বাচন অনেকটা ছক করা।

জাতীয় পার্টির চেয়ে স্বতন্ত্র বেশি আসন পাবেন

এবারের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ জাতীয় পার্টিকে ২৬টি আসন ছেড়ে দিয়েছে। সবাই মনে করেন আওয়ামী লীগ থেকে মনোনয়ন বঞ্চিত বিদ্রোহী প্রার্থীরা জাতীয় পার্টি থেকে বেশি আসন পেতে পারেন। কারণ জাতয় পার্টির কোন জন সমর্থন নেই। তাই ২৬টি আসন ছাড়তে আওয়ামী লীগের সাথে অনেক নাটক করেছেন। আর ১৪ দলের জন্য ছেড়ে দিয়েছে ৭টি আসন।

জাতীয় পার্টির সঙ্গে আওয়ামী লীগের সমঝোতা হয়েছে ঠাকুরগাঁও-৩, নীলফামারী-৩ ও ৪, রংপুর-১ ও ৩, কুড়িগ্রাম-১ ও ২, গাইবান্ধা-১ ও ২, বগুড়া-২ ও ৩, সাতক্ষীরা-২, পটুয়াখালী-১, বরিশাল-৩, পিরোজপুর-৩, ময়মনসিংহ- ৫ ও ৮, কিশোরগঞ্জ-৩, মানিকগঞ্জ-১, ঢাকা-১৮, হবিগঞ্জ-১, ব্রাহ্মণবাড়িয়া-২, ফেনী-৩, চট্টগ্রাম-৫ ও ৮ এবং নারায়ণগঞ্জ-৫ আসনে। এর মধ্যে নানায়ণগঞ্জ–৫ আসনে আগে থেকে আওয়ামী লীগের প্রার্থী ছিল না।

১৪ দলের শরিকদের মধ্যে ওয়ার্কার্স পার্টি দুটি, জাসদ তিনটি ও জাতীয় পার্টি (জেপি) একটি আসন পেয়েছে। তাদের জন্য বগুড়া-৪, রাজশাহী-২, কুষ্টিয়া-২, বরিশাল-২, পিরোজপুর-২ এবং লক্ষ্মীপুর-৪ আসন ছেড়ে দিয়েছে আওয়ামী লীগ।

ফরিদপুর -৩ আসনে স্বতন্ত্র প্রার্থী হামীম গ্রুপের মালিক একে আজাদের সাথে আওয়ামী লীগের শামীম হক। চট্টগ্রাম-৮ আসনে জাতীয় পার্টির সোলায়মান শেডের সাথে স্বতন্ত্র প্রার্থী আব্দুছ সালএমর মধ্যে তুমুল প্রতিদ্বন্দ্বিতা হবে। এভাবে কম পক্ষে ১০০ আসনে নিজেদের মধ্যে ভোট যুদ্ধ হবে। তবে অবাক বিষয় হচ্ছে , কোন রাজনৈতিক দলের সাথে কোন রাজনৈতিক দলের কোন প্রতিদ্বন্দ্বিতা নেই।

তাই সাবেক নির্বাচন কমিশনার ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) এম সাখাওয়াত হোসেন বলেন, 'সিট (আসন) ভিক্ষা করার রাজনীতি চলছে। ২৬ দল নির্বাচনে অংশ নিচ্ছে, তাদের ১৩টি দলের নামও কেউ বলতে পারবে না। আসন ভাগাভাগির পর সরকারি দলের ২৪০ আসন নিশ্চিত। বুধবার রাজধানীর একটি হোটেলে আয়োজিত 'ক্রান্তিকালে বাংলাদেশ: নির্বাচন, অর্থনীতি এবং বহিঃসম্পর্ক' শীর্ষক আলোচনা অনুষ্ঠানে সাখাওয়াত হোসেন এসব কথা বলেন।

এদিকে সারাদেশের ৩০০ আসনের মধ্যে ৭৯ আসনে একজনও স্বতন্ত্র প্রার্থী নেই। যদিও বিএনপিহীন এই ভোটে সবচেয়ে বেশি আলোচিত স্বতন্ত্র প্রার্থীরা। বাকি ২২১ আসনে লড়ছেন ৩৮২ স্বতন্ত্র প্রার্থী।

স্বতন্ত্র প্রার্থীশূন্য ৭৯ আসনের বেশির ভাগেই ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের 'হেভিওয়েট' নেতারা প্রার্থী হয়েছেন। তবে অধিকাংশ স্থানে 'কিংস পার্টি'খ্যাত তৃণমূল বিএনপি, বিএনএম (বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী আন্দোলন) ও বিএসপি (বাংলাদেশ সুপ্রিম পার্টি) মনোনীতরা প্রার্থী হয়েছেন।

বিএনপি ও তাদের মিত্রদের বর্জন সত্ত্বেও এ নির্বাচনে নিবন্ধিত ২৭টি রাজনৈতিক দল প্রার্থী দিয়েছে। নির্বাচন কমিশনের (ইসি) চূড়ান্ত প্রার্থী তালিকায় দেখা গেছে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ মনোনীতরা রয়েছেন ২৬৩ আসনে। পরবর্তী সময়ে তিনটি আসনে এই দলের তিনজন আদালতের রায়ে প্রার্থিতা ফেরত পেয়েছেন। এখন তারা ২৬৬ আসনে লড়াইয়ে আছেন। সংসদের প্রধান বিরোধী দল জাতীয় পার্টির প্রার্থী রয়েছেন ২৬৫ আসনে। যদিও আওয়ামী লীগের সঙ্গে আসন বণ্টনের সমঝোতায় তারা মূলত লড়ছেন ২৬টি আসনে।

এই নির্বাচনের তপশিল ঘোষণার আগ থেকেই ব্যাপক আলোচিত তিন নতুন দল মিলেও ৩০০ আসনের সবক'টিতে প্রার্থী দিতে ব্যর্থ হয়েছে। ইসির হিসাব অনুযায়ী তৃণমূল বিএনপির প্রার্থী রয়েছে ১৩৩ আসনে। বিএনএম ৫৪ আসনে এবং বিএসপি ৭৯ আসনে প্রার্থী দিয়েছে। তবে স্বতন্ত্র প্রার্থী হওয়া ৩৮২ জনের মধ্যে অধিকাংশই আওয়ামী লীগের মনোনয়নবঞ্চিত বা স্থানীয় আওয়ামী লীগের পদধারী নেতা। ভোটকেন্দ্রে ভোটার উপস্থিতি বাড়াতে শুরু থেকেই এদের প্রতি সহানুভূতিশীল আচরণ করছেন আওয়ামী লীগের নীতিনির্ধারকরা।

নাশকতা নিয়ে চিন্তিত সবাই

গত মঙগলবার রাজধানীতে মোহনগঞ্জ এক্সপ্রেসে আগুন দিয়ে ৪জনকে হত্যার ঘটনা সবাইকে নাড়া দিয়েছে। তবে এটি নতুন নয়। এর আগেও অনেক বার হয়েছে।

নির্দলীয় সরকারের অধীনে নির্বাচনের দাবিতে গত ২৮ অক্টোবর ঢাকায় 'মহাসমাবেশ' ডেকেছিল বিএনপি। তবে পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষের জেরে সেই আয়োজন ভণ্ডুল হয়ে যায়। তারপর থেকেই বিএনপি ও সমমনারা হরতাল ও অবরোধের মতো কর্মসূচি দিয়ে আসছে।

এর মধ্যে গত ১৫ নভেম্বর দ্বাদশ সংসদ নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা করে নির্বাচন কমিশন, যাতে ৭ জানুয়ারি ভোটের তারিখ রাখা হয়েছে। এ ভোট বর্জন করে বিএনপি রাজপথের আন্দোলনেই থাকতে চাইছে।

তবে হরতাল-অবরোধ কর্মসূচির শুরু থেকেই বাস, ট্রাক, রেলসহ বিভিন্ন পরিবহন ও স্থাপনায় নাশকতার খবর আসছে।

বাংলাদেশ রেলওয়ের পূর্বাঞ্চলের তথ্য বলছে, গত ১৬ নভেম্বর রাতে টাঙ্গাইল স্টেশনে টাঙ্গাইল কমিউটার ট্রেনের কোচে আগুন দেওয়া হয়। ওই ট্রেনটি সকালে ঢাকার উদ্দেশ্যে ছেড়ে যাওয়ার কথা ছিল। ওই ঘটনায় ট্রেনের দুটি কোচ পুড়ে যায়।

দুই দিন বাদে ১৯ নভেম্বর রাতে জামালপুরের সরিষাবাড়ী স্টেশনে ট্রেনে থেমে থাকা যমুনা এক্সপ্রেস ট্রেনে আগুন দেওয়া হয়। এ সময় দুটি কোচ পুড়ে যায়, ক্ষতিগ্রস্ত হয় আরও একটি কোচ। ২২ নভেম্বর রাতে সিলেট রেলস্টেশনে দাঁড়িয়ে থাকা ঢাকাগামী উপবন এক্সপ্রেস ট্রেনের একটি কোচে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়। ওই ঘটনা ঘটে রাত ৯টার দিকে, রাত ১১টায় ট্রেনটি ঢাকার উদ্দেশ্যে ছেড়ে যাওয়ার কথা, ফলে কোনো হতাহতের ঘটনা ঘটেনি। এভাবে গত দেড় মাসে ১১বারের বেশি ট্রেনে নাশকতা হয়েছে।

এদিকে বিএনপি আগামী ২৪ ডিসেম্বর বিএনপি অসহযোগিতার ডাক দিয়েছে। বিএনপি বলছে, এ ডাকের কারণে জনগণ সরকারকে ট্যাক্স দেবেনা। সরকারকে কোন সহযোগিতা করবেনা। এটি বিএনপির নতুন কর্মসূচি।

দলের অনিবার্য প্রার্থী হয়ে উঠছেন ট্রাম্প

প্রথম পৃষ্ঠার পর

কলোরাডো আদালতের রায় ট্রাম্পের পুনর্নির্বাচনের বাঁধা নয়, সহায়ক হয়ে উঠতে পারে।

কলোরাডোর সুপ্রিম কোর্ট গত মঙ্গলবার দেয়া এক আদেশে বলেছেন, অঙ্গরাজ্যটিতে অনুষ্ঠেয় মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের প্রাইমারিতে ডোনাল্ড ট্রাম্প অংশ নিতে পারবেন না। সাত বিচারপতির বেঞ্চের সংখ্যাগরিষ্ঠ মতের (৪-৩) ভিত্তিতে রুল দিয়ে বলেন, সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প যোগ্য প্রার্থী নন। কলোরাডো সুপ্রিম কোর্ট মার্কিন সংবিধানে থাকা বিদ্রোহসংক্রান্ত একটি ধারার কথা উল্লেখ করেছেন। এটি মার্কিন সংবিধানের চতুর্দশ সংশোধনীর ৩ নম্বর ধারা।

এর আগে প্রেসিডেন্ট নির্বাচন থেকে ট্রাম্পকে দূরে রাখতে আগে বিভিন্ন অঙ্গরাজ্যে বেশ কয়টি আইনগত পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছিল। কিন্তু সবই ব্যর্থ হয়। যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসে এই প্রথম কোনো প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থীকে নির্বাচনে অযোগ্য ঘোষণা করতে চতুর্দশ সংশোধনীর ধারাটি ব্যবহার করা হলো।

কলোরাডো আদালতের এ রায়ের আপিল করা হবে ট্রাম্পের নির্বাচনি প্রচারণা শিবির থেকে। মার্কিন সুপ্রিম কোর্টে এখন রক্ষণশীল সংখ্যাগরিষ্ঠতা। আইন বিশ্লেষকরা বলছেন, সুপ্রিম কোর্টে সর্বসম্মত রায়ে কলোরাডো আদালতের রায়টি পাল্টে যাবে। ফলে এ রায়ের ফলে ট্রাম্পকে নির্বাচন থেকে বিরত রাখার কোনো সুযোগই নেই। ট্রাম্পের সাথে রিপাবলিকান দলের যারা মনোনয়নের জন্য লড়ছেন, তাঁরা সবাই বলছেন আদালত কাউকে নির্বাচনের অযোগ্য ঘোষণা করতে পারে না।

চতুর্দশ সংশোধনীতে রাষ্ট্রদ্রোহ অভিযোগের কারণে এর আগে কখনো কাউকে নির্বাচন থেকে বিরত রাখা হয়নি। সংবিধানের এ সংশোধনী নিয়ে সুপ্রিমকোর্ট অবাধ হস্তক্ষেপ করবে, এমন মনে করেন না অনেকেই। অন্যতম রিপাবলিকান প্রার্থী ক্রিস ক্রিস্টি বলেছেন, আদালত নয় আমেরিকার মানুষই ট্রাম্পকে নির্বাচন থেকে বিরত রাখতে পারে। প্রার্থীদের মধ্যে নিকি হ্যালি, রন ডিসেন্তিস সহ অন্য রিপাবলিকানরাও এমন মন্তব্যই করেছেন।

এসবের বাইরে ডোনাল্ড ট্রাম্পের বিরুদ্ধে এখন বিভিন্ন আদালতে ৯১টি অভিযোগে মামলা চালু রয়েছে। কোন মামলাই ট্রাম্প নির্বাচনের অযোগ্য ঘোষিত হওয়ার কোন সম্ভাবনা নেই। আদালতে প্রতিটি মামলা দায়েরের পর ট্রাম্প তাঁর জনপ্রিয়তা বাড়িয়ে চলেছেন। গত এপ্রিল মাসে নিউইয়র্কের আদালতে ট্রাম্পের নামে অভিযোগ আনার আগে তিনি জনপ্রিয়তায় অন্যান্য প্রার্থীর চেয়ে ২৫ শতাংশ এগিয়ে ছিলেন। আদালতে মামলা শুরুর চারদিন পর তাঁর জনপ্রিয়তা বেড়ে দাঁড়ায় ৪৯ শতাংশ ব্যবধানে।

মার্কিন রাজনীতির সংবাদ ট্রাম্পকে ঘিরেই আবর্তিত হচ্ছে। রিপাবলিকান দলের অন্য প্রার্থীরা সংবাদ শিরোনামই হতে পারছেন না। একের পর এক মামলা এবং এসব নিয়ে তদন্ত ও বিচার কাজ নিয়ে ট্রাম্প তাঁর নিজের মতো প্রতিক্রিয়া জানাচ্ছেন। প্রায় সকল সংবাদমাধ্যমেই রাজনৈতিক সংবাদ হচ্ছে ট্রাম্পকে ঘিরে।

দলীয় প্রাইমারি শুরু হওয়ার আর মাত্র মাস দিন বাকী। এরমধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বীরা নির্বাচনি মাঠ আমূল বদলে দেয়ার মতো কিছু করতে হবে। না হলে ট্রাম্প দলের অনিবার্য প্রার্থী হয়ে দেখা দেবেন ভোটারদের কাছে।

ডোনাল্ড ট্রাম্প নিজেকে রাজনৈতিক বিদ্বেষের শিকার বলে তুলে ধরছেন। নিজের সমর্থক ও শ্বেতাঙ্গ আমেরিকানদের তিনি উদ্দীপ্ত রাখতে সক্ষম হচ্ছেন। আমেরিকার অভিবাসন থেকে শুরু করে আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি, ট্রাম্পকে প্রেসিডেন্ট বাইডেনের বিরুদ্ধে টানা অভিযোগ করার সুযোগ করে দিয়েছে।

কলোরাডো আদালতের রায় বা বিভিন্ন আদালতে ট্রাম্পের বিরুদ্ধে মামলা নিয়ে প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন সতর্ক অবস্থানে রয়েছেন। ২০ ডিসেম্বর বুধবার প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন বলেছেন, ট্রাম্প আমেরিকার দেশের নানা বিষয়ে হুমকির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছেন। গর্ভপাতের অধিকার, নাগরিক অধিকার, ভোটাধিকার, বিশ্বে আমেরিকার অবস্থান- এমন সব বিষয়ের জন্য ট্রাম্প আমেরিকার জন্য হুমকির কারণ বলে প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন মনে করেন। তিনি বলেন, ট্রাম্প আমেরিকার গণতন্ত্রের জন্য সবচেয়ে বড় হুমকির কারণ। প্রেসিডেন্ট বাইডেন বলেছেন, গণতন্ত্রকেই যদি আমরা হারাতে বসি, তাহলে আমাদের আর কিছুই থাকে না !

মুক্তিযোদ্ধা সংসদ নিউইয়র্ক স্টেট কমান্ডের উদ্যোগে বিজয় দিবস উদযাপিত

উত্তর আমেরিকা অফিস

বাংলাদেশের ৫৩তম মহান বিজয় দিবস বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ, নিউইয়র্ক স্টেট কমান্ডের উদ্যোগে গত ১৬ ডিসেম্বর উৎসবমুখর পরিবেশে উদযাপিত হয়েছে। 'মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উজ্জীবিত হোক আগামী প্রজন্ম' এ স্লোগানে নিউইয়র্কে ব্রঙ্কসের ইউনিয়ন পোর্টরোড ও গোল্ডেন প্যালেস পার্টি হলে এদিন দুপুর থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত নানা আয়োজনে দিবসটি উদযাপন করা হয়। কর্মসূচির মধ্যে ছিল শিশুদের চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা, পুরস্কার বিতরণ, প্রবাসী মুক্তিযোদ্ধাদের সম্মাননা, স্মৃতিচারণ, আলোচনা সভা সহ মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক পরিবেশনা।

এদিন দুপুরে ইউনিয়ন পোর্টরোড এলাকায় দিবসটির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন ঘোষণা করা হয়। অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি বীর মুক্তিযোদ্ধা লেখক-বিজ্ঞানী ড. নূরুন নবী অন্যান্য অতিথি ও সংগঠনের কর্মকর্তাদের সাথে নিয়ে বেলুন ও শান্তির প্রতীক কবুতর উড়িয়ে আনুষ্ঠানের উদ্বোধন ঘোষণা করেন। এসময় বীরমুক্তিযোদ্ধা মেজর (অব:) মনজুর আহমেদ বীর প্রতীকসহ উপস্থিত বীর মুক্তিযোদ্ধা, লেখক, কমিউনিটি নের্তৃবৃন্দ বক্তব্য রাখেন।

পরে গোল্ডেন প্যালেস পার্টি হলে নিউইয়র্ক স্টেট কমান্ডের ভারপ্রাপ্ত কমান্ডার বীর মুক্তিযোদ্ধা হাজী মো: আব্দুস ছালামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন কাজী রবি-উজ-জামান। অনুষ্ঠানে পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াত করেন বীর মুক্তিযোদ্ধা সৈয়দ আব্দুল মতিন, গীতা পাঠ করেন ঠাকুর রতন চক্রবর্তী। এরপর বাংলাদেশ ও আমেরিকার জাতীয় সংগীত পরিবেশন করা হয়। স্বাগত বক্তব্য রাখেন বিজয় দিবস উদযাপন কমিটির সদস্য সচিব বীর মুক্তিযোদ্ধা জাহাঙ্গীর আলম।

বক্তব্য রাখেন প্রধান অতিথি বীর মুক্তিযোদ্ধা লেখক-বিজ্ঞানী ড. নূরান নবী ও গেস্ট অব অনার সিনেটর নাথালিয়া ফার্নান্ডেজ। বিশেষ অতিথি ছিলেন বীর মুক্তিযোদ্ধা মেজর (অব:) মনজুর আহমেদ বীর প্রতীক, ডা. মোহাম্মদ এনামুল হক, ডা. জিনাত নবী, সিটি কাউন্সিল মেম্বার এ্যামান্ডার প্রতিনিধি এ্যান্থনি রোজারিও, কমিউনিটি এক্টিভিস্ট আব্দুর রহিম বাদশা, সিরাজ উদ্দিন সোহাগ, সালেহ আহমেদ সাল (পার্কচেস্টার রিয়েলিটি), রোকন হাকিম, হাসান আলী, সাইদুর রহমান লিংকন, ইঞ্জিনিয়ার আব্দুল খালেক (সারা হোম কেয়ার), নাসির উদ্দিন চিনু (সাবেক চেয়ারম্যান), মোস্তাক চৌধুরী (সাবেক চেয়ারম্যান), রেদওয়ানা রাজ্জাক সেতু (সারা হোম কেয়ার), মিয়া মোহাম্মদ দাউদ, আবুল খায়ের আকন্দ, বিজয় কৃষ্ন সাহা, আয়শা সিদ্দিকা প্রমুখ।

অনুষ্ঠানে বিভিন্ন দায়িত্বে ছিলেন বীর মুক্তিযোদ্ধা আব্দুল হালিম মুন্সি (সার্বিক তত্বাবধানে), বীর মুক্তিযোদ্ধা জিল্লুর রহমান (প্রধান সমন্বয়কারী), বীর মুক্তিযোদ্ধা বশির মুন্সী (আহ্বায়ক), বীর মুক্তিযোদ্ধা জাহানগীর আলম (সদস্য সচিব), বীর মুক্তিযোদ্ধা এম. এ নাসির কমান্ডর (অর্থ), বীর মুক্তিযোদ্ধা লিয়াকত আলী (প্রচার)। স্বেচ্ছা সেবকের দায়িত্বে ছিলেন নুরুল ইসলাম মিলন, সেলিম রেজা, মাইজুর লস্কর জুয়েল, নূরুল আম্বিয়া, বদরুল হক, মকবুল মিয়া, মুক্তিযোদ্ধা সন্তান কাজী রবিউজ্জামান, রজত ঘোষ বাপ্পী, এস এম মঈনুল, জিল্লুর রহমান প্রমুখ।

অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বীর মুক্তিযোদ্ধা প্রফেসর মুজিবর রহমান, বীর মুক্তিযোদ্ধা আবু কায়সার চিশতী, বীর মুক্তিযোদ্ধা আব্দুর রউফ, বীর মুক্তিযোদ্ধা নূর তফাদার, বীর মুক্তিযোদ্ধা রফিকুল ইসলাম, বীর মুক্তিযোদ্ধা মোস্তফা আহমেদ ভুঁইয়া, বীর মুক্তিযোদ্ধা আবু জাফর, বীর মুক্তিযোদ্ধা হামিদুজ্জামান, বীর মুক্তিযোদ্ধা শেখ খলিলুর রহমান, বীর মুক্তিযোদ্ধা সৈয়দ আব্দুল মতিন, বীর মুক্তিযোদ্ধা আব্দুর রহমান, বীর মুক্তিযোদ্ধা মনির হোসেন, বীর মুক্তিযোদ্ধা মনসুর রহমান, বীর মুক্তিযোদ্ধা নাছির উদ্দিন নাছিম, বীর মুক্তিযোদ্ধা আবু জাফর, তোফায়েল চৌধুরী, খবির উদ্দিন ভুঁইয়া, অধ্যাপক সানা উল্লাহ, লালদার হোসেন, বিলাল ইসলাম, শ্যামল কান্তি চন্দ, শামীম আহম্মেদ, জামাল উদ্দিন আহম্মেদ কাওছার (চেয়ারম্যান), গণেশ ভৌমিক, সমিত্রা সেন, কাজীরুল ইসলাম শিপন, ইকবাল আহম্মেদ, সুবেদার (অবঃ) সফিক উল্লাহ, কর্পোরাল (অবঃ) আব্দুল মতিন, মঞ্জু চকদার, সুনিল চন্দ ভৌমিক, মোস্তাকুর রহমান লিটন, রেজাউল হক রুহেল, রাজ্জাক মোহাম্মদ, জামাল আহম্মেদ বক্স, মোহাম্মদ বাদল, শহিদুল ইসলাম, ভবেশ রয়, বিভূতি রায়, সুনিল অধিকারী, প্রদীপ কুমার বৈদ্য, শফিকুর রহমান, শহিদুল্লাহ চৌধুরী, আশিকুল হক, এসএম মিজানুর রহমান, শেখ আনসার আলী, ফেরদৌস হোসেন আইয়ুব, আব্দুল সত্তার, ইসলাম খন্দকার, মনোরঞ্জন পন্ডিত, ডা. মোক্তার আহম্মেদ, আজম খান, আশ্রফ আলী, আফজাল, আঃ হালিম, মেসবাহ, মীর উল্লা সুমন, মাকসুদা আহমেদ, মফিজ উদ্দিন মাছুম, সরাফ উদ্দিন পাটোয়ারী স্বপন, জাহানগীর হোসেন, শহিদুল হক, ভবেশ রায়, সুনিল ভৌমিক, আমিনুল ইসলাম চৌধুরী, আব্দুল করিম মিয়া, হীরা লাল দাস, রন্‌জিত কান্ত রায়, সাইফুল ইসলাম, মোঃ তোজাম্মেল হক, নবী হোসেন প্রধান, আজিজুল হক, লুৎফুর রহমান, এমডি আকরাম হোসেন, মকবুল মিয়া, আশিষ কুমার বিশ্বাস প্রমুখ।

বাসা ভাড়া

বেইজমেন্টে দুটি রুম ভাড়া দেওয়া হবে।সার্টফিন ব্লোবার্ড এবং হিলসাইড এবিনিউতে।F,E,air train ,bus station ,মসজিদ,মাদ্রাসা,বাংঙ্গালী গ্রোসারী সব কিছু অতি নিকটে।বাসা এখন খালি আছে।৯২৯৩২৮৫০৪২

বাসা ভাড়া

সানিসাইডে ৪৬ ষ্ট্রিট ও ৫০ এভিনিউর ওয়াকিং বেইসমেন্টের ৩ বেডরুম বাসা অধুমপায়ি মুসলিম পরিবারের কাছে ভাড়া হবে। যোগাযোগ ৯১৭-৫৬২-১৩৬৮

বাসা ভাড়া

উডহ্যাভেন বুলেভার্ড আট-লান্টিক এভিনিউ এর সাথে (৭৯৩০৮) এ এবং জে ট্রেন ৫ ব্লক এর দূরত্ব। ঘরের সামনে কিউ-১১, কিউ-২১,কিউ-৫৩ এবং কিউ-৫২ বাস আছে। ২ বেডরুম, লিভিং রুম, কিচেন বাথরুম। যোগাযোগ: 347-248-0925

লাইভ ইন বেবিসিটার আবশ্যক

লং আইল্যান্ডে সোমবার-শুক্রবার নবজাতক শিশুর যত্ন নেওয়ার জন্য লাইভ ইন বেবিসিটার খুঁজছেন। বিস্তারিত জানার জন্য অনুগ্রহ করে 917-280-7656 নম্বরে কল করুন।

আবশ্যক

কুইনসের একটি ইমিগ্রেশন ল' ফার্মে রিসিপসনিস্ট আবশ্যক। প্রার্থীকে উঁচু মাত্রার অরগেনাইজড এবং জনসংযোগে দক্ষ হতে হবে। পাশাপাশি প্রার্থীকে হিন্দি, ইংরেজি এবং বাংলা ভাষায় কথা বলায় দক্ষ হতে হবে।
ল' ফার্মে কাজের জন্য পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ দেয়া হবে। ভালো বেতনের এ চাকুরীর জন্য আগ্রহীরা রিজুমি ইমেইল করুন: ravi@gehilaw.com

ড্রাইভিং ইন্সট্রাকটর প্রয়োজন

জ্যাকসন হাইটস্-এ এআর ড্রাইভিং স্কুলের জন্য একজন ইন্সট্রাকটর প্রয়োজন।
যোগাযোগঃ ৩৪৭-৪৫৯-৭০৯২

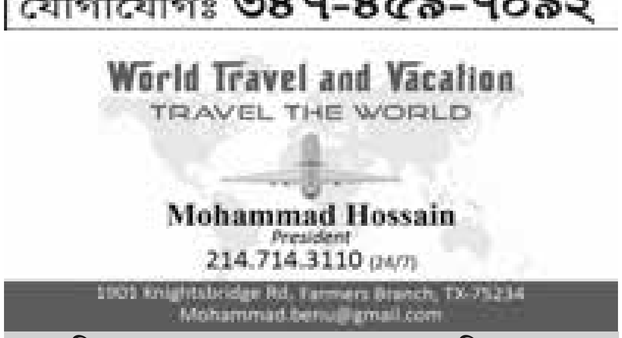

ওমরা ভিসা, হজ্বের জন্য প্যাকেজসহ যেকোনো বিমানযাত্রার সব ব্যবস্থার জন্য আমাদের পেশাদারিত্ব আর বিশ্বস্থতার প্রতিষ্ঠান। দয়া করে ফোনে বা ইমেইলে যোগাযোগ করুন।

পার্টনার আবশ্যক

পেনসিলভিনিয়া York এ অবস্থিত Solar Panel ও Garment Factory এর জন্য পাটনার এবং বিনিয়োগকারী আবশ্যক। EB5 বিনিয়োগ ভিসার আওতায় পরিবার শুদ্ধ গ্রিনকার্ডের সুযোগ আছে।
যোগাযোগের ঠিকানা: 202-683-5854.
Email: amrsolarllc@yahoo.com

রুম ভাড়া

জ্যাকসন হাইটস ৭ ট্রেনের সাবওয়ের নিকটে এপার্টমেন্ট বিল্ডিং-এ দুইজন নামাজী, কর্মজীবি এবং অধুমপায়ী রুমমেট আবশ্যক।
যোগাযোগ: ৯১৭-৪৯৭-২৭৯০।

হিন্দু পাত্র আবশ্যক

শিলিগুড়ি বসবাসরত এবং ব্যাঙ্গালোরে নার্সিং (৩য় বর্ষ)অধ্যয়নরত সুন্দরী পাত্রীর জন্য হিন্দু পাত্র আবশ্যক। যোগাযোগ: 347-235-7322 পাত্রীর মামা New York

পাত্রী চাই

বাংগালি আমেরিকান অবিবাহিত ধার্মিক প্রতিষ্ঠিত ইঞ্জিনিয়ার ৪০ পাত্রের জন্য অনুদ্ধ ৩৫ বয়সী কানাডা আমেরিকান মার্জিত, সুশ্রী ধার্মিক পাত্রীর সন্ধানে। ফোন 203-559-6862

আবশ্যক

"Immigration law firm in Queens is looking for a Receptionist. Candidates should be extremely organised and should have excellent communication and public relation skills.Candidate should speak Hindi, English and Bengali. Training will be provided by a law firm. Handsome salary will be offered. Please email your resume at "ravi@gehilaw.com

ইমিগ্রেশনে সহযোগিতা

আমেরিকায় নতুন বা পুরাতন- আপনার দরকার ওয়ার্ক পারমিট, সোশ্যাল এবং ফাইনালি গ্রীনকার্ড। যেভাবেই এদেশে এসে থাকুন, যে অবস্থাতেই থাকুন না কেন- একটা ব্যবস্থা আমরা করে দেবই। দেশে থাকা আত্মীয়-বন্ধুকে আনতেও আমরা সহযোগিতার পথ দেখাই। ইমিগ্রেশনের যে-কোন জটিল সমস্যা সমাধানের জন্য কল বা টেক্সট করুন **(৭১৮) ৮৩৯-৫৮১২**

পাত্রী চাই

নিউইয়র্কে বসবাসরত ৩২ বছর (৫-৬) (অনার্স) সুশিক্ষিত পাত্রের জন্য আমেরিকান সিটিজেন পাত্রী আবশ্যক। ডিভোর্সী হলেও সমস্যা নেই।
যোগাযোগ: 516-247-8260 Email: jj1831847@gmail.com

পাত্র চাই

কাপ্তাই কর্ণফুলী পেপার মিলস এলাকায় Born & Raise ১৯ দিনের শর্ট ডিভোর্সী পাত্রীর জন্য American Citizen & Green Card Holder পাত্র আবশ্যক। পাত্রীর বয়স ২৬ বছর। বড় ভাই 347-612-9207, বাবা 01912340475. (কল করুন দুপুর ২টা থেকে রাত ২টা পর্যন্ত)।

পাত্র চাই

সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারের পি.এইচ.ডি চাকরিজীবী (৩৪ + 5-6) সিটিজেন পাত্রীর জন্য, ইঞ্জিনিয়ার, ডাক্তার, পি.এইচ.ডি বা উপযুক্ত পাত্র চাই ।
যোগাযোগ: অভিভাবক 929-247-9441

পাত্র চাই

একজন ম্যাকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার সুন্দরী হিন্দু পাত্রীর জন্য পাত্র চাই। উচ্চতা ৫ ফুট ৫''। বয়স ২৭। যোগাযোগ: 347-641-8353, 718-200-6396

পাত্রপাত্রীর খোঁজে

অভিভাবক বা পাত্রপাত্রী নিজে যোগাযোগ করুন। কোন ফি নাই। সম্পূর্ণ অলাভজনক সেবামূলক উদ্যোগ। যোগাযোগ email: drmah007@gmail.com, **ফোন: ৫৭১–৪৮৯–৯০১৩**

পাত্র চাই

পাত্রী আমেরিকান গ্রীনকার্ডধারী উচ্চশিক্ষীতা Sociology (ঢা.বি.)। সঙ্গত কারণে বিবাহ বিচ্ছেদ, নি:সন্তান। ৫০ উর্ধ্ব পাত্র চাই। আগ্রহী ইচ্ছুক পাত্র বা অভিভাবক যোগাযোগ করুন। zaibunnessa14@gmail.com

মেচম্যাকিং

দেশী মেচম্যাকিং (Deshi Match Making) একটি বিশ্বস্ত ম্যারেজ মিডিয়া। আমাদের আছে অনলাইন ও অফলাইন সিস্টেম। বাংলাদেশে ঢাকা, বনানীতে ও নিউইয়র্কে অফিস। যোগাযোগ: desipatropatri@gmail.com, রিমা আবেদীন (929-278-6294)

জীবনসঙ্গীর প্রত্যাশায়

মার্জিত, শিক্ষিত, প্রতিষ্ঠিত ও সিটিজেন (৪৪) একজন ব্যাচেলর পাত্র তার জীবন সঙ্গীর প্রত্যাশায়। জীবন খুব একটা জটিল না; আমরাই জীবনকে জটিল বানাই; আপনার বর্তমান জীবনযাত্রা যাইহোক না কেন? আত্মবিশ্বাস, খোলা মন ও আন্তরিকতার সাথে ছবি ও টেলিফোন নম্বর সহ যোগাযোগ করুন। (সকল প্রকার গোপনীয়তার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি।)
যোগাযোগ: (718) 524-9777, everlybrown@yahoo.com

সুখবর ! সুখবর !!

আমেরিকান সিটিজেনদের জন্য সৌদি আরবের ১০/৫ বছরের মাল্টিপল ভিসা স্বল্পমূল্যে পেতে এবং গ্রীনকার্ড দারীদের জন্য উমরাহ ভিসা পেতে আজই যোগাযোগ করুন ।

571-830-9213

Email: rashid.ozonepark@gmail.com

সভাপতি পাপিয়া এবং সাধারণ সম্পাদক মিনহাজ

বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব ডেলোয়ার ভ্যালীর নতুন কমিটি

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় যে তিনটি বাংলাদেশি সংগঠন আমেরিকাতে গড়ে উঠেছিল, তার মধ্যে ফিলাডেলফিয়ার বৃহত্তর প্রথম সংগঠন বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব ডেলোয়ার ভ্যালী। এই সংগঠনের নতুন কার্যকরি কমিটির অভিষেক অনুষ্ঠিত হয়েছে ১৭ ডিসেম্বর রোববার।

২০২৪-২৫ মেয়াদে বিএডিভির নতুন কমিটির সভাপতি ও সাধারন সম্পাদক পদে নির্বাচিত হয়েছেন যথাক্রমে সভাপতি ফারহানা আফরোজ পাপিয়া এবং সাধারন সম্পাদক মিনহাজ সিদ্দিকী। রোববার ছিলো এই কমিটির অভিষেক অনুষ্ঠান। নতুন কার্যকরি কমিটির অন্যান্য সদস্যরা হলেন সহ-সভাপতি শোয়েব আহমেদ এবং নাইমুল ইসলাম, সাংস্কৃতিক সম্পাদক শাহিদা আফরোজ, সমাজ কল্যান সম্পাদক মুনমুন কোরেশী, কোষাধ্যক্ষ আফরোজা ইউসুফী এবং সদস্য ফারজানা চৌধুরী, রাজিয়া সুলতানা, জোহরা খাতুন কলি এবং মাজরেহা বিনতে জাহের।

বাংলাদেশ কনস্যুলেট জেনারেলে বিজয় দিবস উদযাপন

নিউইয়র্ক

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

বাংলাদেশ কনস্যুলেট জেনারেল, নিউইয়র্ক ১৬ ডিসেম্বর শনিবার যথাযথ মর্যাদায় ও বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনায় মহান বিজয় দিবস উদযাপন করে।

জাতীয় পতাকার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশনের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। কনসাল জেনারেল মোঃ নাজমুল হুদা উপস্থিত অতিথিবৃন্দসহ বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করেন। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানসহ ১৫ই আগস্টের সকল শহিদ, ৭১-এর সকল শহিদ, জাতীয় চার নেতা ও শহিদ বুদ্ধিজীবীদের স্মরণে ১ মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। দিবসটি উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ থেকে প্রেরিত মহামান্য রাষ্ট্রপতি, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী ও মাননীয় পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রীর বাণী পাঠ করা হয়।

কনসাল জেনারেল তাঁর বক্তব্যের শুরুতে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালী জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। তিনি গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করেন ত্রিশ লক্ষ শহিদ ও দুই লক্ষ wbh©vwZZ মা-বোনদের অপরিসীম আত্মত্যাগের কথা। তিনি বলেন, জাতির পিতা একটি সুখী, সমৃদ্ধ, শোষণমুক্ত ও বৈষম্যহীন 'সোনার বাংলা' প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখেছিলেন যা বাস্তবায়নে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বর্তমান সরকার নিরলসভাবে কাজ করে চলেছে। তিনি নতুন প্রজন্মের মাঝে জাতির পিতার আদর্শ ও দর্শন এবং স্বাধীনতার ইতিহাস ও গৌরবগাঁথা তুলে ধরার জন্য সকলকে আহবান জানান। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বলিষ্ঠ নেতৃত্বে বাংলাদেশে চলমান উন্নয়নের বর্তমান ধারাকে আরো সুসংহত ও বেগবান করতে নিউইয়র্কসহ যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসরত প্রবাসী ভাইবোনসহ সবাইকে নিজ নিজ অবস্থান থেকে মূল্যবান ভূমিকা পালনের অনুরোধ জানান কনসাল জেনারেল।

উন্মুক্ত আলোচনায় নিউইয়র্ক এ্যাসেম্বলী মেম্বার ক্যাটালিনা µzR, বীরমুক্তিযোদ্ধাগণ এবং রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গসহ কমিউনিটির নেতৃবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন।

অনুষ্ঠানে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও তাঁর পরিবারের সকল শহিদ সদস্য, ৭১-এর সকল শহিদ, শহিদ বুদ্ধিজীবী এবং শহিদ বীর মুক্তিযোদ্ধাদের আত্মার মাগফেরাত কামনা করে এবং দেশের অব্যাহত শান্তি ও সমৃদ্ধির জন্য বিশেষ দোয়া ও মোনাজাত করা হয়।

পরে কমিউনিটির শিল্পীদের দ্বারা মনোজ্ঞ এক সাংস্কৃতিক পরিবেশনার মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে।

৯০ শতাংশ ভোট পেয়ে মিসরে আবার প্রেসিডেন্ট সিসি

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

মিসরের নির্বাচনে ভূমিধস বিজয় পেয়েছেন বর্তমান প্রেসিডেন্ট ফাত্তাহ এল সিসি। এর মধ্য দিয়ে তৃতীয়বারের মতো প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়ে ২০৩০ সাল পর্যন্ত দেশটির নেতৃত্ব দেবেন তিনি। আজ সোমবার রাষ্ট্রীয় ঘোষণায় এই তথ্য জানানো হয়েছে।

এ বিষয়ে আমিরাত-ভিত্তিক দ্য ন্যাশনালের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, মিসরের সাবেক জেনারেল সিসি প্রথমবারের মতো প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়েছিলেন ২০১৪ সালে। এবারের নির্বাচনে কাস্ট হওয়া ভোটের ৮৯.৬ শতাংশই তিনি পেয়েছেন। মিসরের জাতীয় নির্বাচন কমিশনের ঘোষিত পরিসংখ্যান অনুসারে, সিসির তিন প্রতিদ্বন্দ্বী সম্মিলিতভাবে ৫০ লাখেরও কম ভোট পেয়েছেন।

কমিশনের চেয়ারম্যান হাজেম বাদাউই একটি সংবাদ সম্মেলনে দাবি করেছেন, এবার দেশটিতে সর্বকালের সর্বোচ্চ সংখ্যক প্রায় ৬৬.৮ শতাংশ মানুষ ভোট দিয়েছেন। সাড়ে ১০ কোটি জনসংখ্যার দেশ মিসরে নিবন্ধিত ভোটারের সংখ্যা প্রায় ৬ কোটি ৭০ লাখ। একই সম্মেলনে কমিশনের নির্বাহী পরিচালক আহমেদ এল বেন্ডারি বলেন, 'এটি একটি ঐতিহাসিক দিন যেদিন আমরা আমাদের দেশের গণতান্ত্রিক ফল সংগ্রহ করি।'

৬৯ বছর বয়সী সিসি এমন এক সময়ে নির্বাচিত হলেন যখন দেশটি একটি নিষ্ঠুর অর্থনৈতিক সংকটের মধ্যে রয়েছে এবং পাশের ইসরায়েল-গাজা যুদ্ধের কারণে শঙ্কিত।

ধেয়ে আসছে শরণার্থীর মহাতরঙ্গ, যা বিশ্ব কখনও দেখেনি

এমরান হোসাইন

খুব দ্রুত পাল্টে যাচ্ছে বিশ্ব শাসন ব্যবস্থা। জোরপূবক দেশ ছাড়া,দেশে-দেশে স্বৈরশাসন ও বৈশ্বিক জটিল রাজনৈতিক সমীকরণের ফাঁদে (ক্লাইমেট জাস্টিস) এবং সামাজিক সমস্যার যাতাকলে পিষ্ট হয়ে লাখ লাখ মানুষ প্রতিদিন নিজ দেশের সীমানা পেরিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ছে জলে-স্থলে। পাড়ি দিচ্ছে সাগর-মহাসাগর। সামনে ধেয়ে আসছে জলবায়ু পরিবর্তনের ক্রমবর্ধমান মহা বৈশ্বিক সঙ্কট। ফলে বিশ্বের নানা প্রান্ত থেকে শরণার্থীদের একটি মহাতরঙ্গ সৃষ্টি করবে যা বিশ্ব কখনও দেখেনি। অপ্রতিরোধ্য বাস্তুচ্যুতি বিশ্বের ছোট-ছোট দেশে অমিমাংসিত উদ্ভাস্তু সংকট তৈরী করবে।

রাশিয়ার অপ্রতিরোধ্য হামলায় একটি মানবিক ট্র্যাজেডির জনপদে পরিণত হলো ইউক্রেন। এ যুদ্ধে মারাত্মক পরিবেশগত বিপর্যয়ের মুখে ইউক্রেন। হিমশীতল ঠান্ডাকে উপেক্ষা করে এপর্যন্ত পোলান্ড সীমান্ত দিয়ে প্রায় ১০লাখেরও বেশী নিরাপরাধ মানুষ শরনণার্থী হিসেবে দেশ ছেড়ে পালিয়েছে। অপরদিকে সিরিয়ায় চলমান গৃহযুদ্ধ এখন পর্যন্ত একবিংশ শতাব্দীর সবচেয়ে বড় শরণার্থী সংকট তৈরি করেছে। আফগানিস্তান, নাইজেরিয়া, হাইতি, বার্মাসহ বিশ্বের নানা দেশ থেকে শরনণার্থীর স্রোত ঠেকাতে ইউরোপ - আমেরিকা হিমশিম খাচ্ছে। প্রাকৃতিক সম্পদের যথেচ্ছ অপব্যবহারের কারণে বাংলাদেশে ভূমিকম্প,ঝড়-জলোচছাসের মত নানা প্রাকৃতিক দূযোগে পড়তে পারে বলে জাতিসংঘের নানা জরিপে উঠে এসেছে। এছাড়াও ভারত থেকে ধেয়ে আসা উজানের পানিতে যে কোন সময় ব্যাপক বন্যার আশংকা উড়িয়ে দেয়া যায়না। সাম্প্রতিক সময়ে শরনার্থী সংকটের প্রতি পশ্চিমা বিশ্বের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন চোখে পড়ার মত। মূলত: যুক্তরাষ্ট্রকে বিশ বছর ধরে আফগানিস্থানের মাঠিতে যুদ্ধের ব্যয় ছাড়াও শুধুমাত্র আফগান শরণার্থীদের পুনর্বাসনের জন্য ১৩.৩ বিলিয়ন বরাদ্দ গুনতে হয়েছে। জাতিসংঘের এক হিসেবে দেখা যায়,বিশ্বজুড়ে ৮৪ মিলিয়ন জোরপূর্বক বাস্তুচ্যুত মানুষ রয়েছে, ২৬.৬ মিলিয়ন উদ্বাস্ত সহ। সামনে ধেয়ে আসছে জলবায়ু পরিবর্তনের ক্রমবর্ধমান বৈশ্বিক সঙ্কট। এতে শরণার্থীদের একটি তরঙ্গ সৃষ্টি করবে যা বিশ্ব কখনও দেখেনি।

বিশ্বব্যাংকের একটি প্রতিবেদনে অনুমান করা হয়েছে যে আগামী তিন দশকে প্রায় ২শ মিলিয়ন মানুষ বাস্তুচ্যুত হতে পারে। সমুদ্রপৃষ্ট্রের উচ্চতা বৃদ্ধির কারণে সৃষ্ট উদ্বাস্ত নিয়ে নতুন করে ভাবতে হচ্ছে ইউরোপ ও পশ্চিমা বিশ্বকে। সম্প্রতি গাজা ও ইসরাইলে উদ্ভাস্তুর সংখ্যা আরও বেড়েছে। সম্প্রতি জাতিসংঘের আন্তর্জাতিক উদ্ধার কমিটির সভাপতি এবং প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ডেভিড মিলিব্যান্ড উদ্বাস্ত সংকট সম্পর্কে বলেছেন, "এটি কেবল একটি সংকট নয়,এটি আমাদের জন্য একটি মানবতার পরীক্ষা। এটি পশ্চিমা বিশ্বে আমাদের জন্য নয়া বাস্তবতা তৈরী করবে,আমরা কারা এবং আমরা কীসের পক্ষে দাঁড়িয়েছি।

বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশনের বিজয় মেলা

জর্জিয়া

মনজিলুর রহমান

১৬ ডিসেম্বর শনিবার বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব জর্জিয়ার উদ্যোগে বিজয় মেলা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে। ঐদিন সন্ধ্যায় স্থানীয় একটি মল মিলায়তনে বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশনের মধ্য দিয়ে বিজয় মেলার উদ্বোধন করেন সংগঠনের সভাপতি মাহবুবর রহমান ভূঁইয়া। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত জর্জিয়া স্টেট সিনেটর শেখ রহমান। লাল-সবুজ পতাকা আর নানান রঙের শাড়ি পাঞ্জাবি পরে প্রবাসী বাঙালি নারি পুরুষ বিজয় দিবসের অনুষ্ঠানের হলরুমে ভিড় জমান। এ সময় পুরো বিজয় দিবসের অনুষ্ঠানটি প্রবাসী বাংলাদেশিদের মিলনমেলায় পরিণত হয়।

সংগঠনের সভাপতি মাহবুবর রহমান ভূঁইয়ার সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ আলি খান লোদী এবং কার্যনির্বাহী সদস্য নাদিরা রহমানের যৌথ উপস্থাপনায় অনুষ্ঠানে আমাদের মুক্তিযুদ্ধ ও বিজয় দিবসের তাৎপর্য তুলে ধরে বক্তব্য রাখেন, প্রধান অতিথি শেখ রহমান, ডা. আব্দুল আজিজ, মীর মুজিবর রহমান, আলহাজ্ব শুকুর মিন্টু প্রমুখ।

প্রবাসে বেড়ে ওঠা নতুন প্রজন্মের বাঙালি শিশু কিশোরদের সৌজন্যে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ ও বিজয় দিবসের তাৎপর্য তুলে ধরে ইংরেজিতে আলোচনা করেন বীর শ্রেষ্ঠ ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মতিউর রহমানের নাতনি হারিরা হায়দার ও প্রবাসী প্রয়াত মুক্তিযোদ্ধা আনোয়ারুল হক চাতুলির মেয়ে মালিকা চাতুলি। শিশু কিশোরদের জন্য মুক্তিযুদ্ধ ও বাংলাদেশ শীর্ষক চিত্রাঙ্কণ প্রতিযোগীতারও আয়োজন করা হয়। প্রতিযোগীতার অংশ গ্রহনকারীদের হাতে বিশেষ পুরস্কার তুলে দেন প্রধান অতিথি শেখ রহমান ও অন্যান্য।

অনুষ্ঠানে দেশাত্নবোধক ও বিশেষ সঙ্গীত পরিবেশন করেন বিশিষ্ট গীতিকার সুরকার আলাউদ্দিন আলির স্ত্রী মিমি আলাউদ্দিন এবং জর্জিয়া প্রবাসী শিল্পীবৃন্দ। অনুষ্ঠানে অনেকে দেশাত্নবোধ কবিতাও আবৃতি করেন।

অনুষ্ঠানস্থলে বিজয় মেলায় স্বদেশি ঝাল মুড়ি, চা-চানাচুর,শিঙারাসহ নানা মুখরোচক খাবারের স্টল ছিল শাড়ি, চুড়ি, পোশাকসহ বিভিন্ন গার্মেন্টিস সামগ্রীর স্টল।

টরন্টোয় নবাগতদের সহায়তা অব্যহত রাখবে বিআইইএস

বিশেষ প্রতিনিধি, টরন্টো

বাংলাদেশ থেকে কানাডায় আগত নবাগতদের সেটেলমেন্ট ও এমপ্লয়মেন্ট বিষয়ক সবধরণের সহায়তা অব্যহত রাখবে বলে জানিয়েছে বেঙ্গলি ইনফরমেশন এন্ড এমপ্লয়মেন্ট সার্ভিসেস (বিআইইএস)। ১৪ ডিসেম্বর বৃহস্পতিবার টরন্টোয় নবাগতদের জন্য আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে এ অভিমত ব্যক্ত করা হয়। বাংলাদেশি অধ্যুষিত টরন্টোয় ডেনফোর্থের রেডহট তন্তুরী মিলনায়তনে আয়োজিত এ অনুষ্ঠানে ৭০ জন নবাগত উপস্থিত ছিলেন।

বিআইইএস আয়োজিত এ অনুষ্ঠানে নবাগতদের স্বাগত জানিয়ে সংগঠনের নির্বাহী পরিচালক ইমাম উদ্দিন বলেন, কানাডার অর্থনৈতিক উন্নয়নে বাংলাদেশি নবাগতরা যে ভুমিকা রাখছে শুধুমাত্র তা নয়, এদেশের সামাজিক, রাজনৈতিক ক্রেত্রেও বাংলাদেশিদের ভুমিকা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাচ্ছে। নবাগতদের উদ্দেশ্য করে তিনি বলেন, বসবাসের জন্য কানাডাকে বেছে নেয়া আপনার সঠিক সিদ্ধান্ত বলেই আমরা মনে করি। চাকুরী পেতে সহায়তার পাশাপাশি বিভিন্ন তথ্য পরামর্শ দিয়ে আমরা আপনাদের সহায়তা করার চেষ্টা অব্যহত রাখবো।

অনুষ্ঠানে বিআইইএস এর পরিচালক মোস্তফা আকন্দ নবাগতদের উদ্দেশ্যে বলেন, বাংলাদেশের সামাজিক রীতি-নীতির সাথে কানাডার অনেক মিল-অমিল রয়েছে। এখানকার নিয়ম-নীতিগুলো আপনাদের জেনে নিতে হবে। চাকুরীর জন্য শুধু টরন্টোয় চেষ্টা করলে হবে না, কানাডার যেসব শহর অথবা প্রভিন্সে জবের সম্ভাবনা বেশি আছে সেখানে যাবার জন্য আপনাদের প্রস্তুত থাকতে হবে।

অন্যন্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন বিআইইএস-এর পরিচালক ড. মাহতাব উদ্দিন, কনসালটেন্ট মুশতাক আহমেদ, শিক্ষাবিদ তৌহিদ নোমান।

অনুষ্ঠানে নবাগতদের সেটেলমেন্ট ও এমপ্লয়মেন্ট সম্পর্কিত বিভিন্ন তথ্য ও পরামর্শ দেয়া হয়। এর মধ্যে, চাকুরীর জন্য কীভাবে আবেদন করবে, রেজ্যুমে কেমন হবে, জরুরী থাকার সুবিধা কোথায়, স্বাস্থ্য সেবা, ফুড ব্যাংক, ইংরেজী ভাষা শেখা, এডাল্ড স্কুল, ফুড ব্যাংক, সোশ্যাল এসিসট্যান্স, কম্পিউটার ট্রেনিং,ফ্রি লিগ্যাল সাপোর্ট, ফ্রি ট্যাক্স ক্লিনিকসহ বিভিন্ন তথ্য প্রদান করা হয়। নবাগতদের আপ্যায়নের মাধ্যমে দুইঘন্টাব্যাপী এ অনুষ্ঠানের সমাপ্তি হয়।

উল্লেখ্য, বিআইইএস কানাডায় একটি চ্যারিটেবল অলাভজনক সংস্থা। ২০১১ সাল থেকে সংস্থাটি টরন্টোয় কমিউনিটির লোকদের সম্পুর্ণ বিনামুল্যে বিভিন্নভাবে সহায়তা করে আসছে।

জালালাবাদবাসীকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা হচ্ছে, নিয়মিত পেমেন্ট করে যাচ্ছি

সাধারণ সম্পাদক মইনুল

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

খণ্ডিত জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকা আয়োজিত বিজয় দিবসের অনুষ্ঠানে সাধারণ সম্পাদক মইনুল ইসলাম বলেছেন, জালালাবাদ ভবন আমি জালালাবাদবাসীর জন্য ক্রয় করেছি। বদরুল হোসেন খান গংরা নেগেটিভ প্রচারণা করে জালালাবাসীকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করছে। তিনি বলেন, এই চিহ্নিত ষড়যন্ত্রকারীরা আমাদের ভবনের ওপর লিন বসিয়েছেন। ল্যান্ডারের ওপর মামলা করেছেন। ল্যান্ডার তার অর্থ সিকিউর করার জন্য পদক্ষেপ নিচ্ছে। আমরা নিয়মিত বাড়ির পেমেন্ট করে যাচ্ছি। তিনি বলেন, এরমধ্যেই আমরা ডিসেম্বরের পেমেন্টও দিয়েছি। ল্যান্ডারের সঙ্গে আমাদের নিয়মিত যোগাযোগ রয়েছে। মইনুল ইসলাম বলেন, লিনের কারণে আমরা রিফাইন্যাসও করতে পারছি না। এই পরিস্থিতিতে আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি আমার পরিচিত বন্ধু-বান্ধব এবং আপনাদের সহযোগিতা নিয়ে ল্যান্ডারের অর্থ পরিশোধ করবো।

১৬ ডিসেম্বর শনিবার জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকা (ভারপ্রাপ্ত সভাপতি শাহিন কামালী-সাধারণ সম্পাদক মইনুল ইসলাম) এস্টোরিয়ার জালালাবাদ ভবনে বাংলাদেশের ৫৩তম

বিজয় দিবস উদযাপন করে। অনুষ্ঠানে সিলেট অঞ্চলের বীর মুক্তিযোদ্ধাদের সম্মাননা জানানো হয়।

জালালাবাদ অ্যাসোসিয়েশনের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি শাহীন কামালীর সভাপতিত্বে সাবেক কর্মকর্তা হুমায়ুন চৌধুরী এবং সাবেক কোষাধ্যক্ষ আসাদুল গনি আসাদের পরিচালনায় অনুষ্ঠানে অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক আইরীন পারভীন, বীর মুক্তিযোদ্ধ এবং সাবেক সভাপতি ওয়াহিদুর রহমান মুক্তা, বীর মুক্তিযোদ্ধা সুব্রত বিশ্বাস, সাবেক সভাপতি সৈয়দ শওকত আলী, অ্যাডভোকেট শেখ আখতারুল ইসলাম, নজরুল ইসলাম, সাবেক নির্বাচন কমিশনার ফজলুর রহমান, এখলাসুর রহমান, যুক্তরাষ্ট্র জাতীয় পার্টির সভাপতি হাজী আব্দুর রহমান প্রমুখ।

অনুষ্ঠানে অন্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন জালালাবাদ অ্যাসোসিয়েশনের কর্মকর্তা ও অনুষ্ঠানের আহবায়ক হেলিম উদ্দিন, সাবেক সাধারণ সম্পাদক মিজানুর রহমান চৌধুরী শেফাজ, সাবেক কর্মকর্তা আকবর হোসেন স্বপন, সুনামগঞ্জ জেলা সমিতির সহ-সভাপতি মনির উদ্দিন, কমিউনিটি এক্টিভিস্ট মইনুজ্জামান চৌধুরী, রাবেয়া বখত প্রমুখ।

অনুষ্ঠানের শুরুতে পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াত করেন আসাদুল গনি আসাদ। অনুষ্ঠানে পরিবশন করা হয় বাংলাদেশ ও আমেরিকার জাতীয় সংগীত। মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি সম্মান জানিয়ে দাঁড়িয়ে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। সিলেট অঞ্চলের বীর মুক্তিযোদ্ধাদের সম্মাননা জানানো হয়। এর মধ্যে কয়েকজন প্রয়াত মুক্তিযোদ্ধাও রয়েছেন।

বহুজাতিক টহলেও কাজ হবে না, হুতিদের হুংকার

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

ইসরায়েল-হামাস সংঘাতের জেরে লোহিত সাগরে ইয়েমেনের হুতি বিদ্রোহীদের কার্যকলাপ আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে ব্যাঘাত সৃষ্টি করছে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে শেষ পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্রসহ একাধিক পশ্চিমা দেশ যৌথভাবে লোহিত সাগরের দক্ষিণ প্রান্ত ও এডেন উপসাগরে টহলের সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

তবে বহুজাতিক টহল কোনো কাজে আসবে না বলে দাবি করেছে হুতিরা। সংগঠনটির একজন সিনিয়র নেতা বলেছে—আন্তর্জাতিক সামুদ্রিক জোট গঠন লোহিত সাগরে হুতিদের জাহাজ আক্রমণ করা থেকে থামাতে পারবে না। মঙ্গলবার আমিরাত-ভিত্তিক দ্য ন্যাশনালের এক প্রতিবেদনে এই খবর জানা গেছে। হুতির মুখপাত্র মোহাম্মদ আবদুল সালাম বলেন, 'মার্কিনদের গঠিত জোটের কাজ হলো—ইসরায়েলকে রক্ষা করা এবং ন্যায্যতা ছাড়াই সাগরে সামরিকীকরণ করা। ইয়েমেন (হুতিদের) গাজার সমর্থনে তাদের বৈধ কার্যক্রম চালিয়ে যাওয়া থেকে বিরত হবে না।'

তিনি আরও বলেন, 'ইয়েমেনের নৌ অভিযানের লক্ষ্য হলো—গাজায় আগ্রাসন ও অবরোধের মোকাবিলায় ফিলিস্তিনি জনগণকে সমর্থন করা।'

উল্লেখ্য, মার্কিন প্রতিরক্ষামন্ত্রী লয়েড অস্টিন বাহরাইন সফরে গিয়ে আন্তর্জাতিক নজরদারি জোটের বিষয়ে কথা বলেন।

জর্জিয়ায় বিজয় মেলা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

মনজিলুর রহমান

বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধ ও ঐতিহাসিক বিজয় দিবস উদযাপনে বর্ণাঢ্য আয়োজনের প্রস্তুতি নিয়েছে বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব জর্জিয়া। এ উপলক্ষে আগামিকাল ১৬ ডিসেম্বর শনিবার স্থানীয় গ্লোবাল মল মিলায়তনে বিজয় মেলা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হবে।

আয়োজক কমিটি সূত্রে জানা যায়, ঐ দিন বিকেল ৫ টা থেকে রাত ১১ টা পর্যন্ত বিজয় মেলা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে দেশিয় নানান রকমের খাবারের স্টলসহ থাকবে মনোহরি সামগ্রী ও দেশি পোশাকের বিভিন্ন স্টল। থাকবে শিশু কিশোরদের চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগীতা ও নানা অনুষ্ঠান। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে সঙ্গীত পরিবেশন করবেন বিশিষ্ট গীতিকার ও সুরকার আলাউদ্দিন আলির স্ত্রী সঙ্গীত শিল্পী মিমি আলাউদ্দিন ও চ্যানেল আই সেরা কন্ঠ শিল্পী মাইসা শান্তা এবং স্থানীয় জর্জিয়া প্রবাসী শিল্পীবৃন্দ।

বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব জর্জিয়ার পক্ষ থেকে জর্জিয়া প্রবাসী সকল বাংলাদেশিকে উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকতে বলা হয়েছে। বিস্তারিত জানতে নিম্নের ব্যক্তিবর্গের মোবাইল নাম্বারে যোগাযোগ করতে বলা হয়েছে,মাহবুবর রহমান ভূঁইয়া-সভাপতি, ৪০৪.২০২.৬৪৮৪,মোহাম্মদ আলী খান লোদী সাধারণ সম্পাদক ৭৭০.৩০৯.৭৭৭, জনসংযোগ সম্পাদক মাহবুব আহমেদ ৬৭৮.৮৫৬.০৫৪৫ প্রমুখ

পরমাণু হামলার হুঁশিয়ারি দিলেন কিম

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

পারমাণবিক অস্ত্র দিয়ে উস্কানি দিলে শত্রুদের বিরুদ্ধে পরমাণু হামলা চালানো হবে বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন উত্তর কোরিয়ার সর্বোচ্চ নেতা কিম জং উন। আজ বৃহস্পতিবার উত্তর কোরিয়ার রাষ্ট্রীয় সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানানো হয়।

গত সপ্তাহে ওয়াশিংটনে দক্ষিণ কোরিয়া এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে একটি বৈঠকের হয়। সেখানে উত্তর কোরিয়ার সাথে সংঘর্ষের ক্ষেত্রে পারমাণবিক বাধা নিয়ে আলোচনা হয়।

বৈঠকের আলোচ্যসূচিতে পারমাণবিক এবং কৌশলগত পরিকল্পনা অন্তর্ভুক্ত ছিল। ওই বৈঠকে বলা হয়, যুক্তরাষ্ট্র এবং দক্ষিণ কোরিয়ার ওপর পিয়ংইয়ং যে কোনো পারমাণবিক হামলা চালালে উত্তর কোরিয়ার সরকারের পতন ঘটবে। এমন পরিস্থিতির মধ্যে কিম তাঁর সামরিক বাহিনীর ক্ষেপণাস্ত্র ব্যুরোকে বলেছেন যে, শত্রু যদি পারমাণবিক অস্ত্র দিয়ে উস্কানি দেয় তাহলে পারমাণবিক হামলা চালাতে দ্বিধা করবেন না।

বিএএসজে ও রোওয়ান বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাস্থ্য ক্যাম্প

সুব্রত চৌধুরী

নিউ জার্সি অঙ্গরাজ্যের আটলান্টিক সিটিতে ১৪ ডিসেম্বর , বৃহস্পতিবার স্বাস্থ্য ক্যাম্প আয়োজিত হয়েছে। সিটির বাংলাদেশ কমিউনিটি সেন্টারে বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অব সাউথ জার্সি, রোওয়ান বিশ্ববিদ্যালয়ের মেডিক্যাল বিভাগ ও আটলান্টিক কাউন্টির শেরিফ অফিসের যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত স্বাস্থ্য ক্যাম্পে স্বাস্থ্য পরীক্ষা ও কোভিড ভ্যাকসিন প্রদান করা হয়।

এদিন সকাল ১১টা থেকে দুপুর ১টা পর্যন্ত এই কার্যক্রম চলে। কোনো ধরনের অ্যাপয়েন্টমেন্ট ছাড়াই কমিউনিটির সাধারণ মানুষ কোভিড ভ্যাকসিন প্রদান সহ স্বাস্থ্য পরীক্ষা করার সুযোগ পায়।

বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অব সাউথ জার্সির সভাপতি জহিরুল ইসলাম বাবুল, সাধারণ সম্পাদক জাকিরুল ইসলাম খোকা ও ট্রাস্টি বোর্ডের সভাপতি আব্দুর রফিক বাংলাদেশ কমিউনিটির লোকজন সহ অন্যান্য কমিউনিটির লোকজন স্বাস্থ্য ক্যাম্প কার্যক্রম সফল করায় সংশ্লিষ্টদের ধন্যবাদ জানান।

মেক্সিকোতে নিহত ১২

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

আর মাত্র কয়েকদিন পরেই শুরু হচ্ছে খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বীদের ধর্মীয় উৎসব বড়দিন। উৎসবটি ঘিরে মেক্সিকোতে আয়োজিত আগের একটি অনুষ্ঠানে হামলা চালিয়েছে বন্দুকধারীরা। এতে গুলিতে ১২ জন নিহত এবং বেশ কয়েকজন আহত হয়েছেন।

ইসরায়েলের আত্মরক্ষা আইনের ঊর্ধ্বে নয়

জর্জিয়া মেলোনি

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

জর্জিয়া মেলোনি

ইসরায়েলের আত্মরক্ষার অধিকার রয়েছে, তবে তা কোনোভাবেই আন্তর্জাতিক আইনের ঊর্ধ্বে নয় বলে জানিয়েছেন ইতালির প্রধানমন্ত্রী জর্জিয়া মেলোনি। তুরস্কের সংবাদমাধ্যম আনাদুলু আজানসি এক প্রতিবেদনে এ খবর জানিয়েছে।

সোমবার রাজধানী রোমে নিজের রাজনৈতিক দল ব্রাদার্স অব ইতালির এক কর্মসূচিতে জর্জিয়া বলেন, 'হামাসের হামলার পর আমরা ইসরায়েলের পক্ষ নিয়েছি—এটা সত্যি; তবে ইসরায়েলকে অবশ্যই আন্তর্জাতিক আইনের আওতায় থেকে নিজের আত্মরক্ষা অধিকার চর্চা করতে হবে এবং বেসামরিক লোকজনের সুরক্ষা নিশ্চিত করতে হবে।'

প্রসঙ্গত, হামাস এবং ইসরায়েলের গত আড়াই মাসের যুদ্ধে গাজা উপত্যকায় যে হারে বেসামরিক ফিলিস্তিনিরা নিহত হচ্ছেন, তা নাড়া দিয়েছে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে। যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য ও তাঁদের মুষ্টিমেয় কয়েকজন মিত্র ব্যতীত বিশ্বের অধিকাংশ দেশ গাজায় ইসরায়েলি বাহিনীর অভিযান বন্ধ ও টেকসই যুদ্ধবিরতির দাবিতে সরব হয়ে উঠেছে।

তবে ইসরায়েল জানিয়েছে, হামাসকে সম্পূর্ণ নির্মূল করার আগ পর্যন্ত ইসরায়েলি প্রতিরক্ষা বাহিনীর (আইডিএফ) অভিযান থামবে না।

গত ৭ অক্টোবর ফিলিস্তিনের গাজা উপত্যকার নিয়ন্ত্রণকারী গোষ্ঠী হামাসের যোদ্ধারা ইসরায়েলের অবৈধ বসতিতে অতর্কিত হামলা চালানোর পর ওই দিন থেকেই গাজায় অভিযান শুরু করে ইসরায়েলি বিমানবাহিনী। পরে ২৮ অক্টোবর থেকে অভিযানে যোগ দেয় স্থল বাহিনীও।

ইসরায়েলি বাহিনীর টানা দেড় মাসের অভিযানে কার্যত ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে গাজা উপত্যকা, নিহত হয়েছেন ১৮ হাজারেরও বেশি ফিলিস্তিনি। নিহত এই ফিলিস্তিনিদের মধ্যে নারী ও শিশুর সংখ্যা ১২ হাজারেরও অধিক। অন্যদিকে, হামাস যোদ্ধাদের হামলায় ইসরায়েলে নিহত হয়েছিলেন ১ হাজার ২০০ জন ইসরায়েলি ও অন্যান্য দেশের নাগরিক। পাশাপাশি, ইসরায়েলের ভূখণ্ড থেকে ২৪২ জন ইসরায়েলি ও অন্যান্য দেশের নাগরিকদের ধরে নিয়ে গিয়েছিল হামাস যোদ্ধারা।

এই জিম্মিদের মধ্যে ইসরায়েলিদের সংখ্যা ১০৪ জন। বাকি ১৩৬ জনের মধ্যে যুক্তরাষ্ট্র, থাইল্যান্ড, জার্মানি, ফ্রান্স, আর্জেন্টিনা, রাশিয়া ও ইউক্রেনের নাগরিকেরা রয়েছেন।

৭ দিনের অস্থায়ী বিরতির সময় নিজের কবজায় আটক জিম্মিদের মধ্যে থেকে ১১৮ জনকে মুক্তি দিয়েছে হামাস; বিপরীতে এই সময়সীমায় ইসরায়েলের বিভিন্ন কারাগার থেকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে ১৫০ জন ফিলিস্তিনি বন্দীকে।

বাংলাদেশি আমেরিকান স্কুল সেফটি এসোসিয়েশনের নৈশভোজ ও অ্যাওয়ার্ড অনুষ্ঠান

উত্তর আমেরিকাব ডেস্ক

নিউইয়র্ক সিটি পুলিশ বিভাগের স্কুল সেফটি ডিভিশনে বিভিন্ন পদে কর্মরত বাংলাদেশি বংশোদ্ভূতদের নিয়ে গঠিত স্বনামধন্য সংগঠন বাংলাদেশি আমেরিকান স্কুল সেফটি এসোসিয়েশন (বাসসা)। সংগঠনটির বাৎসরিক নৈশভোজ ও আওয়ার্ড অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয় ১৭ ডিসেম্বর রোববার।

জামাইকা হিলসাইড এভিন্যুর একটি পার্টি হলে অনুষ্ঠিত জমজমাট অনুষ্ঠানমালায় স্কুল সেফটি ডিভিশনে প্রথম কোন নারী পরিচালক পদে পদোন্নতি পাওয়ায় দীপা জোয়ার্দারকে 'উওম্যান অফ দ্যা ইয়ার' পদক প্রদান করা হয়। এজেন্ট অমিত দে পেয়েছেন পুরো ডিভিশনের 'বর্ষসেরা এজেন্ট' আওয়্যার্ড।

বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন এনওয়াইপিডি এসএসডি কমান্ডার ইন্সপেক্টর কেভিন টেইলর, এসিট্যান্ট কমিশনার অ্যান্ডি শিবনারায়ণ , ডেমোক্র্যাট পার্টির ডিসট্রিক্ট লিডার অ্যাট লার্জ অ্যাটর্নি মঈন চৌধুরীসহ উচ্চপদস্থ কর্মকর্তারা, লোকাল ২৩৭ এর ইউনিয়ন কর্মকর্তারা এবং কমিউনিটি নেতৃবৃন্দ।

সংগঠনে সভাপতি মোহাম্মদ মাসুম মিয়া ও সাধারণ সম্পাদক তরিকুল ইসলাম মিঠু তাদের বক্তৃতায় অনুষ্ঠান সফল করার জন্য উপস্থিত সবাইকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানান।

সৌদি পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে ব্লিঙ্কেনের ফোনালাপ

উত্তর আমেরিকাব ডেস্ক

মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্টনি ব্লিঙ্কেন গতকাল সোমবার সৌদি আরবের পররাষ্ট্রমন্ত্রী প্রিন্স ফয়সাল বিন ফারহানের সঙ্গে টেলিফোনে কথা বলেছেন। এ সময় ব্লিঙ্কেন লোহিত সাগরে বাণিজ্যিক জাহাজে ইয়েমেনের হুতি বিদ্রোহীদের হামলার নিন্দা জানিয়েছেন। মার্কিন স্টেট ডিপার্টমেন্টের বরাত দিয়ে এ তথ্য জানিয়েছে বার্তা সংস্থা রয়টার্স।

স্টেট ডিপার্টমেন্টের বিবৃতিতে বলা হয়েছে, দক্ষিণ লোহিত সাগরে আন্তর্জাতিক জলসীমায় চলাচল করা বাণিজ্যিক জাহাজগুলোতে হুতিদের অব্যাহত আক্রমণের নিন্দা জানিয়েছেন আমেরিকার পররাষ্ট্রমন্ত্রী।

চিন্তা শুধু বাংলাদেশের নির্বাচন নিয়ে?

প্রথম পৃষ্ঠার পর

উলুখাগড়ার প্রাণ না গেলেও শরীরে যে ক্ষত তৈরি হবে, সে ব্যাপারে নিন্দুকেরাও একমত হবেন। তাহলে অবস্থাদৃষ্টে প্রতীয়মান হচ্ছে যে, ভোট একপেশে হওয়ার সুযোগ খুবই কম। প্রার্থীরা কেউই 'বিনা যুদ্ধে নাহি দিব সূচ্যগ্র মেদিনী' এই পণ করেই নেমেছেন। বিশেষ করে আওয়ামী লীগ অফিশিয়াল ও আওয়ামী লীগের স্বতন্ত্র প্রার্থীরা এ বিষয়ে একবগ্গা।

এখন যারা বাইরে থেকে আমাদের এই ভোটরঙ্গের দিকে আগ্রহভরে তাকিয়ে আছেন, তাঁদের মন্তব্য জানতে আমরাও অপেক্ষায়। তবে এ নিয়ে যাই বলা হোক না কেন, ভোটের প্রচার নির্বিঘ্ন করার দায়িত্ব নির্বাচন কমিশনের এবং সেটা যেকোনো মূল্যে। অংশগ্রহণকারী দলগুলো বা প্রার্থীরা না চাইলে এই সংঘাত বন্ধ, এমনকি ক্ষেপণাস্ত্রসম বাক্যবাণ নিক্ষেপ বন্ধ করা সম্ভব না—এই অজুহাত দেখিয়ে কমিশনের পাশ কাটিয়ে যাওয়ার কোনো সুযোগ নেই। সেটা করলে তার অযোগ্যতাই প্রমাণিত হবে।

এই পিটাপিটির কথা বলতে গিয়ে একটা কথাই তো বলাই হলো না। ২০২৪ সালে বিশ্বের দেশে দেশে যে নির্বাচন হতে চলেছে, তার পর্দা উঠছে কিন্তু বাংলাদেশ দিয়ে। আগামী বছর নির্বাচনের দৌড়ে কত রাঘববোয়াল আছে শুনলে আপনি চমকে উঠতে পারেন। যারা এই বিশ্বকে একটি নতুন ধারায় আনতে অদম্য প্রয়াস নিয়ে এগোচ্ছে, তারা প্রায় সবাই আছে। এই প্রয়াসে বাংলাদেশের নির্বাচন যে সবার কাছে গুরুত্ব পাচ্ছে, তাতে গর্ব বোধ হওয়ার কথা।

কষ্ট করে গুগলে একটু খুঁজলেই দেখতে পাবেন, ২০২৪ সালে অন্তত ৫৭টি দেশে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে নির্বাচন হবে। এই দেশগুলোতে চার শ কোটির ওপরে মানুষের বাস, যা বিশ্বের মোট জনসংখ্যার অর্ধেকের বেশি। এর পাশাপাশি জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের অস্থায়ী আসনে এবং ইউরোপীয় পার্লামেন্টে ভোট হবে। এবার ৫৭টি দেশের তালিকায় কিছু গুরুত্বপূর্ণ দেশের নাম দেখা যাক। আমেরিকা, রাশিয়া, ভারত, ইরান, তাইওয়ান, দক্ষিণ আফ্রিকা, যুক্তরাজ্য, ইউক্রেন, ভেনিজুয়েলা, পাকিস্তান; আর নাম লেখার দরকার আছে? তাহলে বুঝতেই পারছেন আগামী বছর এসব দেশ থেকে যারা নির্বাচিত হয়ে আসবেন, তাঁরাই আসলে বিশ্বের গতিপ্রকৃতি নির্ধারনের ঠিকাদার। বলতে পারেন এখানে চীনের নাম নেই। চীনে যে কমিউনিস্ট শাসনব্যবস্থা প্রচলিত আছে, সেখানে এই ধারার কোনো নির্বাচন নেই। আর চীনের কমিউনিস্ট পার্টি তো সি জিনপিংকে আজীবনের জন্য প্রেসিডেন্ট ও দলের চেয়ারম্যানের দায়িত্ব দিয়েই রেখেছে। ফলে এখানে বিতর্কের অবকাশ নেই।

এবার একটু মাস ওয়ারি দেখা যাক। ৫৭টি দেশের মধ্যে ২৩টি দেশের ভোটের তারিখ সবার জানা হয়ে গেছে। গুরুত্বপূর্ণ দেশগুলোর মধ্যে ভারত, যুক্তরাজ্য, দক্ষিণ আফ্রিকা, ভেনিজুয়েলা ও ইউক্রেনের নির্বাচনের তারিখ ঘোষিত হয়নি। ৭ জানুয়ারি আমাদের জাতীয় সংসদ নির্বাচনের দুদিন পরই প্রতিবেশি ভুটানের ন্যাশনাল অ্যাসেমব্লির দ্বিতীয় দফা ভোটগ্রহণ হবে। গুরুত্বপূর্ণ দেশের তালিকায় তাইওয়ানের নাম দেখে অনেকে চমকে উঠেছিলেন। এবার সে প্রসঙ্গে আসি। ছোট্ট এই দ্বীপটিতে প্রেসিডেন্ট ও পার্লমেন্ট নির্বাচন হবে ১৩ জানুয়ারি। কিন্তু চীন এই নির্বাচনকে ভালোভাবে দেখছে না। আবার আমেরিকা চায় তাইওয়ানের বর্তমান মর্যাদা অক্ষুণ্ন থাকুক। এ নিয়ে দুই পরাশক্তির বাক্যবাণ ও পেশিশক্তির প্রদর্শন চলছেই।

চীন তাইওয়ানকে নিজের অংশ বলেই মনে করে। আমেরিকাসহ বিশ্বের অধিকাংশ যেসব দেশ 'এক চীন' নীতি মেনে চলে তাদেরকেও সেটাই বিশ্বাস করতে হয়। এক চীন নীতির কথা মুখে বলা হলেও তাইওয়ান আসলে একটি সার্বভৌম দেশের মতো করে টিকে আছে। এটা চীনের চক্ষুশূল। তারা তাইওয়ানকে দেশের মূল ভূখণ্ডের সাথে অঙ্গীভূত করতে চায়। এর জন্য অনন্তকাল অপেক্ষা করতে রাজি নয় সি জিনপিং–এর চীন। ২০২৭ সাল পর্যন্ত সময়সীমা বেঁধে দিয়েছে চীন। তাইওয়ার এবং তার বন্ধু আমেরিকা ও অন্য পশ্চিমা দেশগুলো তা মানতে চায় না। গোলটা বেধেছে সেখানেই। তাইওয়ানের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে যিনি এগিয়ে আছেন, সেই লাই চিং-তে গণতান্ত্রিক ধারা বজায় রেখে দেশটির সার্বভৌমত্ব টিকিয়ে রাখতে চান। ভোটারদের এই মনোভাব বুঝে চীন সরকারিভাবে হুঁশিয়ার করে দিয়েছে, তাইওয়ানবাসীকে 'যুদ্ধ অথবা শান্তির' মধ্যে একটিকে বেছে নিতে হবে। সব মিলিয়ে অবস্থা যা দাঁড়িয়েছে, তাইওয়ান নিয়ে পিছু হটলে 'উঠতি পরাশক্তি' হিসেবে চীনের মর্যাদা ঘা খাবে। অন্যদিকে তাইওয়ান চীনের সাথে মিশে গেলে কেউ আর হয়তো বিশ্ব মোড়ল হিসেবে আমেরিকা শৌর্য–বীর্যকে গোনায় ধরবে না। ফলে তাইওয়ানকে ঘিরে যদি বিশ্বের সবচেয়ে

এত এত দেশের নির্বাচনের কথা বলতে গিয়ে আসল দেশের কথাই বলা হয়নি। হ্যাঁ, ঠিক ধরেছেন আমেরিকা। আগামী বছর ৫ নভেম্বর নির্বাচন। এক বছরেরও কম সময় হাতে। সাবেক প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের দ্বিতীয়বারের মতো হোয়াইট হাউসে ফিরে আসা নিয়ে সবাই চিন্তিত। গত ১৯ ডিসেম্বর মঙ্গলবার কলোরাডো অঙ্গরাজ্যের সুপ্রিম কোর্ট এক রায়ে ওই রাজ্যের ব্যালটে ট্রাম্পের নাম রাখা নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে।

বড় অর্থনীতি আমেরিকা ও বিশ্বের কারাখানা বলে পরিচিত চীন যদি সংঘাতে জড়ায়, তাহলে ভবিষ্যৎ কী হবে তা সবার কল্পনারও বাইরে। এক রাশিয়া-ইউক্রেন, দুই ইসরায়েল-হামাস সংঘাতের জের টানতে গিয়ে আমাদের নাভিশ্বাস উঠছে। সেখানে আবার আমেরিকা-চীন! আর আমরা আছি শুধু ৭ জানুয়ারি নিয়ে।

ফেব্রুয়ারি মাসের ৮ ও ১৪ তারিখে মুসলিম বিশ্বের দুই সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশ পাকিস্তান ও ইন্দোনেশিয়ায় জাতীয় নির্বাচন। পাকিস্তানে সেনাবাহিনীর তত্ত্বাবধানে নির্বাচন নিয়ে যা হচ্ছে, সে ব্যাপারে প্রতিক্রিয়াহীন পশ্চিমা বিশ্বের রূপ দেখে আসলেই অনেকে বাকরুদ্ধ। আর ইন্দোনেশিয়া কথা না বলাই ভালো। সে দেশের শাসন ক্ষমতায় এলিট ব্যবসায়ী সমাজ ও সেনাবাহিনীর বজ্রআঁটুনি ঢিলে করার কোনো প্রয়াস ২০ কোটি ভোটারের মধ্যে নেই। সুযোগও নেই।

মার্চে ইরান ও রাশিয়ায় নির্বাচন। ইরানে একটি নির্দিষ্ট কাঠামোর মধ্যে নির্বাচন হয়। ফলে সেখানে যে–ই জিতুন না কেন, নীতি পরিবর্তনের সম্ভবনা নেই বললেই চলে। আর ১৭ মার্চ রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে প্রার্থী হওয়ার ঘোষণা দিয়েছেন ভ্লাদিমির পুতিন। এরপর আর কোনো কথা চলে! ফলে ২০২৩-এর দুনিয়া ২০২৪-এ পাল্টাবে, এই স্বপ্ন দেখার দুঃসাহস কারও আছে?

বিশ্বের সবচেয়ে জনবহুল ও বৃহত্তম গণতান্ত্রিক দেশ ভারতে সংসদের নিম্নকক্ষ বা লোকসভা নির্বাচনে ভোট নেওয়া হতে পারে এপ্রিল ও মে মাসে। যদিও এখনো তারিখ ঠিক হয়নি। হাওয়া যেদিকে যাচ্ছে, তাতে নরেন্দ্র মোদির তৃতীয়বারের মতো ক্ষমতায় আসা আটকানো ক্রমশ কষ্ট কল্পনায় পরিণত হচ্ছে। মোদি প্রথম দফায় ক্ষমতায় এসে সে দেশের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে হিন্দু জাতীয়বাদী গণতন্ত্রে রূপ দিয়েছেন। দ্বিতীয় দফায় ক্ষমতায় এসে আরএসএস-এর কাশ্মীর, রামমন্দিরসহ একাধিক এজেন্ডা পূরণ করেছেন, করে চলেছেন। আগামী জানুয়ারি মাসে সরকারি উদ্যোগে মহাসমারোহে ভেঙে ফেলা বাবরি মসজিদের স্থানে তৈরি রামমন্দিরের উদ্বোধন হবে। উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। হিন্দিবলয়ে হিন্দু-প্রাণনাথ হিসেবে নিজেকে তুলে ধরার এই সুযোগ ভালোভাবেই কাজে লাগাবেন তিনি। ২৫ কোটির ওপরে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের (মুসলমান, খ্রিষ্টান, শিখ, বৌদ্ধ ও অন্যান্য) বাস সেখানে। প্রচণ্ড হিন্দু আধিপত্যবাদ নিয়ে ফিরে আসা নরেন্দ্র মোদির সাথে আমেরিকাসহ পশ্চিমারা কীভাবে তাদের ভবিষ্যৎ সম্পর্ক নিরূপণ করে সেটাই দেখার। কানাডায় এক শিখ নেতা নিজ্জার হত্যা ও আমেরিকায় অপর শিখ নেতা পান্নুনকে হত্যাচেষ্টার অভিযোগ দুপক্ষের সম্পর্কে সন্দেহের বিষ ছড়িয়ে রেখেছে। শুধু চীনকে রুখতে চাওয়া সম্পর্ক এগিয়ে নেওয়ার ব্যাপারে আসলে কতটা সহায়ক হবে দুপক্ষের জন্য বলা কঠিন।

দক্ষিণ আফ্রিকায় এ বছর পার্লামেন্ট নির্বাচন। আফ্রিকান ন্যাশনাল কংগ্রেস বা এএনসি গত ৩০ বছর ধরে ক্ষমতায়। দু বছর আগে দেশজুড়ে অনুষ্ঠিত পৌর নির্বাচনে ম্যান্ডলা–উত্তর এএনসি প্রথমবারের মতো মোট ভোটের ৫০ শতাংশেরও কম পেয়েছে। এর পেছনে এএনসি নেতাদের বিরুদ্ধে ওঠা লাগামহীন দুর্নীতির অভিযোগ অনেকাংশে দায়ী, সে ব্যাপারে সন্দেহ নেই। এএনসির এই ক্ষীয়মাণ জনপ্রিয়তা যদি অব্যাহত থাকে, তাহলে দেশটিতে বড় ধরনের পরিবর্তন আসতে পারে। যা আসলে শুধু আফ্রিকা মহাদেশে নয় সারা বিশ্বে প্রভাব ফেলতে পারে। পাল্টে যেতে পারে অনেক সমীকরণ।

যুক্তরাজ্যে ২০২৫ সালের জানুয়ারির মধ্যে হাউস অব কমন্সের নির্বাচন হওয়ার কথা। নড়বড়ে ঋষি সুনাক সরকারের কথা মনে রেখে ধারণা করা হচ্ছে আগামী বছরের ডিসেম্বরের মধ্যেই এ নির্বাচন হয়ে যাবে। সেক্ষেত্রে ১৪ বছর ক্ষমতায় থাকা কনজারভেটিব পার্টির ফিরে আসার সুযোগ কম। ধরেই নেওয়া হচ্ছে পরবর্তী সরকার গড়বে লেবার পার্টি। তবে এই লেবার পার্টির প্রধান হয়তো টনি ব্লেয়ারের ভূমিকা পালন না-ও করতে পারেন। সেক্ষেত্রে যুক্তরাজ্যের ভূমিকা বদলে যেতে পারে।

২০২৪-এ ইউরোপে আরও নয়টি দেশে ভোট হওয়ার কথা। এর প্রায় সব দেশেই দক্ষিণপন্থী দলগুলোর উত্থান হতে চলেছে। একই ধরনের আশঙ্কা আছে ইউরোপিয়ান পার্লামেন্টের নির্বাচন নিয়ে। সেখানে দক্ষিণপন্থীদের প্রতাপ। ব্রেক্সিট–পরবর্তী এই ভোটের পর ইউরোপিয়ান পার্লামেন্টে দক্ষিণপন্থীরা তৃতীয় বৃহত্তম শক্তি হতে চলেছে বলে ধারণা করা হচ্ছে। ফলে নতুন পার্লামেন্টে অভিন্ন ইউরোপের ভূমিকা কী হবে—তা এখনই কারও পক্ষে বলা সম্ভব না। তবে এটা ঠিক ইউরোপীয় পার্লামেন্ট এত দিন যে পথে হেঁটেছে, সেই চলার পথ বদলাতে পারে।

এত এত দেশের নির্বাচনের কথা বলতে গিয়ে আসল দেশের কথাই বলা হয়নি। হ্যাঁ, ঠিক ধরেছেন আমেরিকা। আগামী বছর ৫ নভেম্বর নির্বাচন। এক বছরেরও কম সময় হাতে। সাবেক প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের দ্বিতীয়বারের মতো হোয়াইট হাউসে ফিরে আসা নিয়ে সবাই চিন্তিত। গত ১৯ ডিসেম্বর মঙ্গলবার কলোরাডো অঙ্গরাজ্যের সুপ্রিম কোর্ট এক রায়ে ওই রাজ্যের ব্যালটে ট্রাম্পের নাম রাখা নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে। ট্রাম্পবিরোধীরা একে হয়তো বড় জয় হিসেবে দেখেছেন। কিন্তু ব্রিটিশ সাময়িকী ইকনোমিস্ট বলছে, আদালত যত খড়গহস্ত হচ্ছেন, ট্রাম্পের জনপ্রিয়তা ততই বাড়ছে। কলোরাডোর ঘটনাও এর ব্যতিক্রম হবে না। এরপরও কলোরাডো একটি সুইং স্টেট। প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ইলেকটোরাল কলেজে এর ভোট মাত্র ১০। মোট ভোট ২৭০। গতবার সেখানে ডেমোক্র্যাটরা বিজয়ী হয়েছে। ফলে ট্রাম্পের জন্য এত চিন্তার কিছু নেই।

এর প্রমাণ নিউইয়র্ক টাইমসের নভেম্বরের জরিপ। ওই জরিপে ৫৯ শতাংশ মার্কিনি আস্থা রেখেছেন ট্রাম্পের ওপর। সেখানে প্রেসিডেন্ট বাইডেনের ওপর আস্থা মাত্র শতকরা ৩৭ জনের। গত ১৯ ডিসেম্বর ওই পত্রিকা আরও একটি জরিপ প্রকাশ করেছে। সেখানে বলা হচ্ছে, বাইডেন যেভাবে গাজায় ইসরায়েলি হামলাকে সমর্থন দিচ্ছেন, তাকে যারা অনুমোদন করেন তাদের চেয়ে অনুমোদন না করাদের সংখ্যা প্রায় দ্বিগুণ। অর্থাৎ, বাইডেন শুধু জনপ্রিয়তার নিরিখে ট্রাম্পের চেয়ে পেছাচ্ছেন না, একের পর এক এমন সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন, যা অধিকাংশ আমেরিকান অনুমোদন করেন না। অর্থাৎ, আমেরিকান ভোটারদের মনের কথা পড়তে ব্যর্থ বাইডেন। আদালত দিয়ে আর কত ঠেকানোর চেষ্টা করবেন?

পশ্চিমা বিশেষজ্ঞ মহল এটা জানেন, প্রথম দফার ট্রাম্প আর এবারকার ট্রাম্প এক নন। আগের চেয়ে অনেক গোছানো। অল্প কিছুদিন আগে পুতিনকে উদ্ধৃত করে ট্রাম্প বলেছেন, বাইডেন গণতন্ত্রের জন্য বিপজ্জনক। এরপর আর বুঝতে বাকি থাকার কথা না। সাবেক এই প্রেসিডেন্ট অনেক আগেই বলেছেন, তিনি ক্ষমতায় বসার পরদিনই রাশিয়া–ইউক্রেন যুদ্ধ বন্ধ করে দেবেন। জেলেনস্কি তো এই ভয়ে কাতর। এ কারণে বাইডেন থাকতে থাকতে তিনি সবকিছু আদায় করে নিতে চান।

একই ভয়ে কাতর পশ্চিম ইউরোপের দেশগুলো। গাঁটের পয়সা খরচ করে তিনি ইউরোপীয়দের নিরাপত্তা দিতে নারাজ। বরং সেই পয়সায় তিনি 'মেক আমেরিকা গ্রেট অ্যাগেইন' করবেন। তাইওয়ানের মতো ছোট একটা দ্বীপ নিয়ে তিনি চীনের মতো পারমাণবিক শক্তিধর দেশের সাথে অহেতুক লাগতে চান না। বরং বাণিজ্য ইস্যুতে চীনকে টাইট দিতে চান। এ জন্য ট্রাম্প ও তাঁর সতীর্থরা ঘোষণাই দিয়েছেন, সব আমদানি পণ্যে গড়ে ১০ শতাংশ লেভি বসবে। এই তালিকায় বাংলাদেশও থাকতে পারে। আসলে ১৯৯০ সালের পর বিশ্বব্যাংক ও আইএমএফের প্রেসক্রিপশনে বিশ্বে মুক্তবাণিজ্যের যে ধারা তৈরি হয়েছে, ৩০ বছর পর ট্রাম্প তা থেকে ফিরে আসতে চলেছেন। এর প্রভাব পুরো বিশ্ব বাণিজ্যে পড়বে। চীন কেন, কেউই রক্ষা পাবে না। অর্থাৎ, ট্রাম্প আমেরিকাকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ–পূর্ববর্তী অবস্থায় ফিরিয়ে নিতে চাচ্ছেন, যেখানে আমেরিকার স্বার্থ, আমেরিকার সাফল্যই একমাত্র উপাস্য। এতদিন ধরে যারা বিশ্বকে ভুবনগ্রাম বানালেন তারাই এখন একে আবার ছোট ছোট দ্বীপে ভাঙতে চাইছেন। বিষয়টা কেমন হলো?

সবশেষ দেখুন, প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প হারার পরই অভিযোগ তুলেছিলেন ভোট চুরি করে তাঁকে জোর করে হারিয়ে দেওয়া হয়েছে। একের পর এক মামলা হওয়ার পরও তিনি তাঁর অভিযোগ থেকে সরে আসেনি। এই ট্রাম্পই এখন মার্কিন ভোটারদের নয়নের মণি, জনপ্রিয়তার শীর্ষে।

এরপরও কী সেলুকাসের কাছে কেউ জানতে চাইবেন, বাংলাদেশের নির্বাচন আসলে কত গুরুত্বপূর্ণ। ভুবনগ্রামে এক প্রশ্নে সব পরীক্ষায় পাস করা যায় না।

বাংলাদেশ দূতাবাসে ‘শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস’ পালিত

ওয়াশিংটন ডিসি

উত্তর আমেরিকা অফিস

১৯৭১ সালে মহান মুক্তিযুদ্ধে চূড়ান্ত বিজয়ের প্রাক্কালে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী এবং তাদের এদেশীয় দোসরদের হাতে নির্মমভাবে নিহত এ মাটির শ্রেষ্ঠ সন্তানদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদনের মাধ্যমে ১৪ ডিসেম্বর বৃহস্পতিবার ওয়াশিংটন ডিসিস্থ বাংলাদেশ দূতাবাসে ‘শহিদ বুদ্ধিজীবী দিবস’ পালিত হয়েছে।

যুক্তরাষ্ট্রে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত জনাব মোহাম্মদ ইমরান কর্তৃক বঙ্গবন্ধু কর্নারে অবস্থিত জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আবক্ষ ভাস্কর্যে পুষ্পস্তবক অর্পণের মাধ্যমে দিনের কর্মসূচি শুরু হয়। এ সময় মিশনের কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

পরে বঙ্গবন্ধু মিলনায়তনে এ উপলক্ষে মহামান্য রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ সাহাবুদ্দিন ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা প্রদত্ত বাণী পাঠ করে শোনান মিনিস্টার (কনস্যুলার) মোহাম্মদ হাবিবুর রহমান এবং মিনিস্টার (পলিটিক্যাল) মোঃ রাশেদুজ্জামান। এরপরে দিনটির তাৎপর্য তুলে ধরে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

আলোচনা সভায় অংশ নিয়ে রাষ্ট্রদূত ইমরান শহিদ বুদ্ধিজীবীদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। তিনি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও মহান মুক্তিযুদ্ধের সকল শহিদের প্রতিও গভীর শ্রদ্ধা জানান।

তিনি পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী ও তাদের দোসরদের দ্বারা বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবীদের বর্বরোচিত হত্যাযজ্ঞকে মানব ইতিহাসের অন্যতম গুরুতর মানবাধিকার লঙ্ঘন বলে অভিহিত করেন এবং এই দিনটি আরো বৃহৎ পরিসরে পালনের মাধ্যমে এই নৃশংস হত্যাযজ্ঞকে বিশ্ববাসীর সামনে তুলে ধরার জন্য সকলের প্রতি আহ্বান জানান।

রাষ্ট্রদূত ইমরান বলেন, এই নৃশংস হত্যাযজ্ঞ ছিল জাতির জন্য একটি অপূরণীয় ক্ষতি। তিনি মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও শহিদ বুদ্ধিজীবীদের আত্মত্যাগে উদ্বুদ্ধ হয়ে ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত সোনার বাংলা গড়তে সবাইকে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার অনুরোধ জানান ।

আলোচনায় অংশ নিয়ে মিনিস্টার (প্রেস) এজেডএম সাজ্জাদ হোসেন ১৪ ডিসেম্বরকে বাঙালি জাতির ইতিহাসে একটি কলঙ্কজনক দিন হিসেবে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী ও তাদের দোসররা এই দিনে দেশের প্রখ্যাত বুদ্ধিজীবীদের হত্যা করে জাতিকে মেধাশূন্য করতে চেয়েছিল।

একাত্তরে মানবতাবিরোধী অপরাধের শাস্তি এড়াতে কিছু যুদ্ধাপরাধী বাংলাদেশ থেকে পালিয়ে বিভিন্ন দেশে আশ্রয় নিয়েছে বলে তিনি উল্লেখ করেন এবং খুনিদের বিচারের মুখোমুখি করতে অবিলম্বে তাদের বাংলাদেশে ফেরত পাঠানোর জন্য সংশ্লিষ্ট দেশগুলোর প্রতি আহ্বান জানান।

শহিদ বুদ্ধিজীবী, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এবং মুক্তিযুদ্ধের সকল শহিদের বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করে এক বিশেষ মোনাজাতের মধ্য দিয়ে দিনের কর্মসূচি শেষ হয়। কর্মসূচি পরিচালনা করেন কাউন্সেলর ও দূতালয় প্রধান শামীমা ইয়াসমিন স্মৃতি।

ডঃ সুলতানা আলম এবং ড. ডেভিড নালীনকে নিয়ে আলোচনা

আশরাফুল ইসলাম আরিফ

দুই বিরল ব্যক্তিত্ব ডঃ সুলতানা আলম এবং ড. ডেভিড নালীনকে নিয়ে আলোচনা জমে উঠেছিল অ্যাসোসিয়েশন অব ডেলোয়ার ভ্যালীর অভিষেক অনুষ্ঠানটি । আলোচনায় ডঃ সুলতানা আলম তাঁর স্মৃতির পাতা থেকে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করেন। ১৯৭১ সালে আমেরিকার খালাসীদের সম্মেলনে গিয়ে তিনি এমন সুন্দর বক্তৃতা দিয়েছিলেন যা খালাসীদের অনেককেই অনুপ্রাণিত করেছিল যার পরিপ্রেক্ষিতে তারা পাকিস্তানের জাহাজে আমেরিকান অস্ত্র তুলতে অপারগতা প্রকাশ করেন। ফলে আমেরিকা থেকে পাকিস্তানে অশ্র পাঠানো বন্ধ হয়ে যায়। ডঃ ডেভিড নালীন তিনি মুক্তিযুদ্ধের কয়েক বৎসর আগে থেকেই বাংলাদেশে অবস্হান করছিলেন। কলেরার উপর গবেষণা করতে গিয়ে মুখে কলেরার খাবার স্যালাইন পদ্ধতি ডাঃ ক্যাশের সাথে মিলে আবিষ্কার করে বিশ্বে খ্যাতি লাভ করেন । এই আবিষ্কারের জন্য ১৯৭১ সালে ভারতে শরণার্থী শিবিরের অনেকের প্রাণ রক্ষা পায় এবং এই কাজটি ভারতের ডাক্তাররা পরে গবেষণা পেপার বের করেন। তিনি স্লাইড শো এবং বক্তব্যের মধ্য দিয়ে মুক্তিযুদ্ধের সময় আমেরিকাতে তাদের কর্মব্যস্ত দিনগুলির মধ্যে দিয়ে কীভাবে অসম্ভবকে সম্ভব করেছিলেন তা তুলে ধরেন। তিনি এবং ডাঃ গ্রীনো মিলে বাংলাদেশ ইনফরমেশন সেন্টার গড়ে বিভিন্ন মিডিয়া, কংগ্রেসম্যান, সিনেটর সহ বিভিন্ন মানুষের সাথে বাংলাদেশে পাকিস্তানীদের গণহত্যার কথা তুলে লবিং করেন এবং অন্যান্যদের সাথে সমন্বয় করেন । তাদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় আমেরিকা সরকার পাকিস্তানকে অস্ত্র সরবরাহ ও অন্যান্য সহায়তা বন্ধ করতে বাধ্য হয়। আমেরিকার ইতিহাসে প্রথম বারের মত শান্তিপূর্ণ ভাবে আন্দোলন করার মাধ্যমে পররাষ্ট্রনীতি পরিবর্তন করতে সরকারকে বাধ্য করা হয়েছিলো।

অ্যাসোসিয়েশন অব ডেলোয়ার ভ্যালীর গত ১৭ ডিসেম্বর রোববার ছিলো বিজয় দিবস উদযাপন এবং নতুন কমিটির অভিষেক অনুষ্ঠান। বিএডিভির এবারের অনুষ্ঠানের মূল স্লোগান ছিলো বিজয়ের ঐক্যতানে, লাল সবুজের প্রাঙ্গণে। বিদায়ী সভাপতি ডাঃ আশিক আনসার এবং তাঁর কমিটি অনবদ্য এই অনুষ্ঠান আনন্দমুখর করার লক্ষ্যে নানা উপাদান রেখেছিলেন। প্রথমতঃ আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধে অসামান্য অবদান রাখার জন্য দুই বিরল ব্যক্তিত্ব সম্মানিত অতিথি হিসাবে উপস্হিত হয়ে সম্মাননা স্মারক গ্রহণ করেন ডঃ সুলতানা আলম এবং ড. ডেভিড নালীন। এছাড়া আকতার আহমেদ রাশার একক শিল্প প্রদর্শনী, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এবং নৈশ ভোজের আয়োজন করা হয়। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন কণ্ঠশিল্পী এস, আই টুটুল, কৃষ্ণা তিথী খান এবং জলি দাস ও তার দল। এছাড়া আমন্ত্রিত অতিথি হিসাবে উপস্হিত থেকে বক্তব্য এবং সম্মাননা স্মারক গ্রহন করেন নিউ ইর্য়কের বাংলাদেশের কনসাল জেনারেল মোঃ নাজমুল হুদা।

অভিষেক অনুষ্ঠানে বিএডিভির সভাপতি ফারহানা আফরোজ পাপিয়া এবং সাধারন সম্পাদক মিনহাজ সিদ্দিকীসহ কমিটির সবাই দায়িত্ব এবং শপথ গ্রহণ করেন। উক্ত কমিটির অন্যান্য সদস্যরা হলেন সহ-সভাপতি শোয়েব আহমেদ এবং নাইমুল ইসলাম, সাংস্কৃতিক সম্পাদক শাহিদা আফরোজ, সমাজ কল্যান সম্পাদক মুনমুন কোরেশী, কোষাধ্যক্ষ আফরোজা ইউসুফী এবং সদস্য ফারজানা চৌধুরী, রাজিয়া সুলতানা, জোহরা খাতুন কলি এবং মাজরেহা বিনতে জাহের। দায়িত্ব গ্রহনের পর নতুন কমিটির সভাপতি ফারহানা আফরোজ পাপিয়া উপস্হিত সকলের উদ্দেশ্যে তার মূল্যবান বক্তব্য রাখেন। সবশেষে বিদায়ী সভাপতি সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি টানেন।

LEGAL NETWORK INTERNATIONAL, LLC

প্রবাসে বাংলাদেশী কমিউনিটির সবচেয়ে আলোচিত, পরিচিত এবং নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

ইমিগ্রেশন/ এসাইলাম সেন্টার: গ্রিন কার্ড ও নাগরিকত্ব

অর্ধ শতাধিক ATTORNEY এবং CPA দের সমন্বয়ে গড়া

ALL SERVICE PROVIDED BY ATTORNEYS ADMITTED IN STATE & FEDERAL COURT, CPA, P.E ARCHITECT AND LICENSED PROFESSIONALS.

৩৭-৪৮-৭২ স্ট্রিট ২ তালা জ্যাকসন হাইটস নিউ ইয়র্ক ১১৩৭২
ফোন: ৯১৭-৭২২-১৪০৫,৯১৭-৭২২-১৪৮
www.legalnetworkusa.com

সাংবাদিক জুয়েল সাদতের বিজয় দিবস সম্মাননা লাভ

বিশ্বাস প্রতিনিধি

জুয়েল সাদত

বাংলাদেশ সাংস্কৃতিক পরিষদ বাংলাদেশের ৩৫ বছরের পুরোনো সংগঠন। ১৭ ডিসেম্বর বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী মিলনায়তনে বিজয় উৎসব আলোচনা সভা, গুনিজন সম্বর্ধনা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে বিভিন্ন মাধ্যমে বেশ কয়েকজন গুনি ব্যাক্তিত্বদের সম্মামনা জানানো হয়, তারা হলেন - ইকমার্স সেরা নারী উদ্যেক্তা নাসিমা আক্তার নিসা ও দেলওয়ারা ইব্রাহীম কুমকুম ফকির ও সাংবাদিকতায় এস এম আবুল হোসেন, সাহিত্য মো : রফিকুল ইসলাম, সংগীতে মাকসুদুর রহমান মিল্কী, ক্রাইম রিপোটিং সাংবাদিক ওয়াহিদ মুরাদ, সাংবাদিকতায় সাংবাদিক - কলামিষ্ট জুয়েল সাদত, জনশক্তি রপ্তানীতে রওশান আরা আক্তার রত্না ও ওসমান গনি বেলাল, উদ্যেক্তা হিসাবে গাজী শরিফুল ইসলাম ওহিদ।

সেন্ট্রাল ফ্লোরিডায় বসবাস রত প্রবাসীদের অন্যতম মুখপাত্র প্রবাসের নিউজের সম্পাদ জুয়েল সাদাত। তিনি দীর্ঘ ২২ বছর থেকে নিরলস ভাবে কমিউনিটিতে বিশেষ সেবা প্রদান করে যাচ্ছেন। তিনি একজন কলামিস্ট ও্ কবি হিসাবে সুপরিচিত । তার প্রকাশিত গ্রন্থ ৬ টি ও একটি কবিতার সিডি। প্রকাশের অপেক্ষায় রয়েছে তিনটি বই, যা ২০২৪ বই মেলায় প্রকাশিত হবে। তিনি এ পর্যন্ত দেশে বিদেশের অস্ংখ্য সাময়িকীতে তার দুহাজারের ও বেশী লেখা ছাপা হয়েছে । দেশে বিদেশে নানা সম্মানে সম্মানিত হয়েছেন।

শিশুদের বড়দিনের কী

শেষ পৃষ্ঠার পর

মোড়কে সাজানো বিভিন্ন ফ্লেভারের চকলেট বার, ক্যান্ডি ও টফি। আর বিভিন্ন শুভেচ্ছা-বার্তাসহ নানা ডিজাইনের কার্ডও আপনি পেয়ে যাবেন শপগুলোতে।

ছবি আঁকা বা সংগীতচর্চার কোনো সামগ্রী: শিশুদের ছবি আঁকার দিকে বেশ ঝোঁক থাকে। তাদের জন্য রং পেন্সিল, তুলি, স্কেচবুক, কালার বুকই হবে অত্যন্ত পছন্দের উপহার। বাড়ির পাশের যেকোনো লাইব্রেরিতেই পেয়ে যাবেন এসব আইটেম। কোন মিউজিকাল ইন্সট্রমেন্টও তার জন্য হতে পারে আকর্ষণীয় উপহার। শিশুর পছন্দ আর রুচি অনুযায়ী এসব ইন্সট্রমেন্ট কিনতে চলে যান সায়েন্স ল্যাব। সেখানের বিভিন্ন দোকানে পেয়ে যাবেন সংগীতের যাবতীয় সব যন্ত্রপাতি।

খেলনাসামগ্রী: শিশুদের উপহারের তালিকায় সবার আগে থাকতে হবে খেলাধুলার সামগ্রী। তবে যেকোনো শিশুকে উপহার দেয়ার আগেই মাথায় রাখতে হবে তার বয়সের বিষয়টি। একদম শিশুদের জন্য বারবি সেট, ডলহাউস, টেডিবিয়ার, খেলনা গাড়ি, ট্রেন বা প্লেন সেট, লেগোসেট, ওয়াটার-গান হতে পারে খুবই আকর্ষণীয় উপহার। স্কুল-পড়ুয়া একটু বড় শিশুদের জন্য পাজল সেট বা রুবিক্স-কিউবের মত খেলনাগুলোও উপহার হিসেবে খুব ভালো। এখন যেহেতু শীতকাল, তাই ব্যাডমিন্টন খেলার সরঞ্জাম হতে পারে খুবই চমৎকার একটি উপহার। এছাড়া তাদের পছন্দের সুপারহিরো সম্পর্কে আপনার কোন ধারণা থেকে থাকে, তবে সেই সুপারহিরোদের কস্টিউম উপহার দিয়েও চমকে দিতে পারেন তাদের।

জামা-জুতা: বড়দিনের উপহার হিসেবে পরিধেয় কাপড় বা জুতো হতে পারে একটি চমৎকার উপহার। তবে খেয়াল রাখতে হবে এসব জামা-জুতাগুলো যেন অবশ্যই ফ্যাশনাবল হয়। বড়দিন যেহেতু শীতেই, তাই নানারকম কালারফুল জ্যাকেট, সোয়েটার, বুট, শু, টুপি বা কাউবয় হ্যাট হতে পারে একেবারে ভিন্নধর্মী উপহার। এছাড়া ঘড়ি এবং ব্রেসলেটও রাখতে পারেন উপহারের তালিকায়।

গল্পের বই: শিশুরা গল্প পড়তে পছন্দ করে। তাই উপহার হিসেবে গল্পের বইয়ের আকর্ষণ কখনোই কমবে না। তবে শুধু উপন্যাস বা শিক্ষামূলক বই নয়, তাদের হাতে উপহার হিসেবে তুলে দিন কিশোর-ক্লাসিক সিরিজের বই এবং কমিক বই। তাহলে তারা বিনোদনের এই সোনালি শাখার আনন্দ সম্পর্কে ধারণা পাবে।

স্টেশনারিজ: পেন্সিল বক্স বা ব্যাগ, ওয়াটার বোটল, স্কুল ব্যাগ এসব নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসগুলোও হতে পারে খুবই কাজের উপহার। কারণ বড়দিন শেষেই শুরু হবে স্কুল-পড়ুয়া শিশুদের শিক্ষাজীবনের নতুন বছর। এসব নতুন উপহারগুলোর মাধ্যমেই হতে পারে তাদের নতুন বছরের শুভ সূচনা।

উপরের তালিকা থেকে বেছে নিন আপনার শিশুর জন্য পছন্দের কোন উপহার। তারপর সুন্দর রঙ্গিন কাগজ দিয়ে পেঁচিয়ে রেখে দিন ক্রিসমাস ট্রির পাশে। কিংবা নিজেই সান্টা সেজে হাজির হয়ে চমকে দিন আপনার শিশুকে আর রাঙিয়ে দিন তার বড়দিনের উদযাপনকে।

ব্যালটে ট্রাম্পের

শেষ পৃষ্ঠার পর

নির্বাচনের জন্য একজন বৈধ প্রার্থী হতে পারেন না। কারণ ১৪ সংশোধনীতে বলা হয়েছে, যদি কখনো এমন হয় যে, কোন ব্যক্তি একবার সংবিধান রক্ষার শপথ নিয়েছেন এবং পরে রাষ্ট্রের বিরোদ্ধে সশস্ত্র বিদ্রোহে জড়িত হয়েছেন তারা ভবিষ্যতে আর এমন পদের জন্য পার্থী হতে পারবেন না।

যদিও কলরাডো সুপ্রিম কোর্টের এই রুলিং শুধু সেই রাজ্যের ব্যালটের জন্য প্রযোজ্য। কিন্তু ঐতিহাসিক এই রুলিংয়ের কারণে প্রেসিড্ন্ট নির্বাচনে এর তীব্র প্রভাব পড়বে এতে সন্দেহ নেই। আপীলের সিদ্ধান্তের ওপর নির্ভর করবে জাতীয়ভাবে এর প্রতিক্রিয়া কেমন হতে পারে। তবে ট্রাম্পের জন্য এ এক বিরাট ধাক্কা। এটা বলাই যায়। এর আগে মিশিগানসহ একাধিক স্টেটে এমন মামলা করেও বেলট থেকে ট্রাম্পের নাম বিরত রাখা যায়নি।

ট্রাম্পের প্রচারণা শিবির থেকে তাৎক্ষনিক জানানো হয়েছে, কলেরাডো রাজ্যের আদালতের এ এদেশের আপিল করা হবে। কলেরাডো রাজ্যের সব বিচারকরাই ডেমোক্র্যাট দলের সময়ে নিয়োগপ্রাপ্ত এবং উচ্চ আদালতে সাবেক প্রেসিডেন্ট ন্যায় বিচার পাবেন বলে তার প্রচারণা শিবির থেকে বলা হয়েছে।

অবশেষে কমিটি

শেষ পৃষ্ঠার পর

উল্লেখ্য, ২০১৮ সালে ট্রাভেল এজেন্ট মালিকদের মধ্যে ঐক্য, কল্যাণ এবং গ্রাহদের স্বার্থ সংরক্ষনে এই এসোসিয়েশন গঠিত হয়। শুরুতে ৩৩ জন ট্রাভেল মালিক সংগঠনের সাথে যুক্ত হন বলে জানা গেছে। সংগঠনের ৯ সদস্য বিশিষ্ট নির্বাহী কমিটি গঠন করা হয়। এ সময় সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পান রহমানিয়া ট্রাভেলের সিইও মাওলানা কে রহমান মাহমুদ, সাধারণ সম্পাদক হলেন কর্ণফূলী ট্রাভেলের সিইও মোহাম্মদ হারুন। এসোসিয়েশন গঠন করার পর কিছু তৎপরতা লক্ষ্য করা গেছে।

ইফতার ও বনভোজন ছাড়া তেমন একটা সাংগঠনিক কার্যক্রম চোখে পড়েনি। স্থবিরতার বিষয়টি মিডিয়ায় আসার পর সক্রিয় হয়ে ওঠেন সংগঠনের নেতৃবৃন্দ। অবশেষ গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় একটি সুন্দর কমিটি গঠিত হয়।

ডিজিটাল ওয়ান ট্রাভেল এস্টোরিয়ার সিইও নজরুল ইসলাম জানান, আমি সভায় উপস্থিত ছিলাম। ভোটেও অংশ গ্রহণ করেছি। আগামীতে এই সংগঠন কমিউনিটির কল্যাণে কাজ করবে বলে আমার বিশ্বাস।

ভিন্নতর স্বর ও অনুস্বরের আত্মবিনির্মাণে-একজন সার্টিফাইড কবি হওয়ার প্রস্তুতি

নাহার আলম

কবিতা-তা সে যাঁরই হোক, কাল বিচারটাও বা যখনই ধরা হোক না কেন, তাতে সক্রিয়ভাবে না হলেও নিরুচ্চারিত হয়ে লেপটে থাকে ইতিহাস, থাকে দর্শন, থাকে কালের হালনামার চিত্র। সময় পরম্পরায় হয়তো বা বদলে যায় কবিতার ভাষা, ছন্দ, প্রকরণ কিংবা যাবতীয় অনুষঙ্গ। প্রকাশভঙ্গিরও থাকে নান্দনিক বৈচিত্র্যময় সৌন্দর্য। প্রেমের বাণীও অন্তর্ভুক্ত হয় চমকিত হবার বদলে ঝলসানো বয়ানালেখ্য। বেদনার বাচনস্বরে খুব স্বাভাবিকভাবেই জুড়ে থাকে চুম্বনকীয় আকর্ষণ।

"একজন সার্টিফাইড কবি হওয়ার প্রস্তুতি " নামটির মাঝে খুব স্পষ্টভাবেই প্রতিষ্ঠা পায় শ্লেষাত্মক কিছু। বর্তমানের নানা ডটকম, ওয়েব জিন, ফেসবুকিয় ভার্চ্যুয়াল জগতটা কবিতার নবজাগরণ না-কি করুণ মৃত্যুর সমন নিয়ে হাজির হয়েছে, তা সত্যি এই মুহূর্তে বোদ্ধা শ্রেণির মগজকেও ধোঁয়াশায় ফেলছে। তবে যৎকিঞ্চিত আশার কথাও, ঘরে ঘরে কবির জন্ম হচ্ছে। অন্তত নারী ও মদের পেছনে না ছুটে কলম তো ধরেছে– এ-ও তো সমাজের একটি পজিটিভ দিক বলা চলে। (আমার মতে অবশ্যই)

ব্যক্তিজীবনে আলোচিত কবি আইটি এক্সপার্ট। এছাড়া তিনি একজন কবি, সম্পাদক ও ব্লগার হিসেবে সুখ্যাতি আছে। হ্যাঁ, আমি সিলেটের জন্মগ্রহণ করা শূন্য দশকের কবি মাসুম আহমেদ এর প্রথম কাব্য নিয়েই কথা বলছি, যিনি বর্তমানে 'পঞ্চায়েত' নামক লিটল ম্যাগাজিনের সম্পাদক।

বুনন ও পঞ্চায়েতের যৌথ প্রকাশনায় জুন ২০২৩ এ প্রকাশিত "একজন সার্টিফাইড কবি হওয়ার প্রস্তুতি" তাঁর প্রথম কাব্য। যেখানে ৮৬ টি ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ে ও ভিন্ন স্বাদের কবিতা সন্নিবিষ্ট আছে। ক্ষোভ, প্রেম, শ্লেষ, মানবতা, বিরহবোধ, আছে অপারগতা অসহায়ত্বের মর্মবেদনাও।

অমানবিকতা যখন চরমে পৌঁছে গেছে সেখানে তাঁর কলমে উগড়ে দিচ্ছে ঝাঁঝ এমন...

"একটি শহর জেগে উঠে আমার

শার্টের কলার চেপে ধরে বলেছিল, বিপ্লব চাই/ অথবা মৃত্যু" (হরিণশিশুরা আনমনে খেলছে সাপেদের ছায়ার সাথে)

আবার প্রবাসী মন অতীতমন্থনে স্বদেশ ও স্বজনের সান্নিধ্যকাতরতায় ব্যাকুল হয়ে ওঠে–

"... আমাদের উত্তরপাড়ার শেফালিবুর / কদম ফুলের মালা হতে খুব ইচ্ছে করে,/...আমাদের শিউলি ম্যাডামের আঁচল/ উড়ে উড়ে গিয়ে জড়ো হয় কাশফুলের মাঠে,/...ইচ্ছে করে রাখাল হয়ে / মাছরাঙা হওয়ার জন্য ধ্যানে বসি। (যখন চেনা পথ হয়ে যায় ঝরাপাতার বিছানা)

জীবের ধর্ম হলো প্রেম ভালোবাসা, কিন্তু তার অভাবে জীবন হয় প্রাণহীন জড়বৎ। কবির ভাষায়–

"প্রেমহীন জীবন অনেকটা আধুলির মতো/ শুধু মাটির ব্যাংকে জমিয়ে রাখা যায়।" (মাটির ব্যাংকে জমিয়ে রাখা খুচরো জীবন)

আশাবাদী কবির মন স্বপ্ন বোনে–

"গামছায় বাঁধবো জীবনের পঁচিশ বছর/ খালি কৌটায় জমানো কিছু প্রেম নিবো/ আর নতুন জীবনের জন্যে সুগন্ধী অভিবাদন! (ছয় রং সময়)

বাংলার ঐতিহ্যের প্রতি নস্টালজিক এবং তা বিলুপ্তির হাহাকার বাজে প্রবাসী কবির মনে–

"বিলীন হয়ে যাওয়া পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ শিল্পগুলি।...তুমি আমি আমরা কেউই/ ঘোড় দৌড়, যাত্রাপালা অথবা / পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ শিল্পগুলির অংশ নই। (ঘোড় দৌড়)

একই কবির একই কলমে সাম্যের স্বর প্রতিধ্বনিত হয় যেভাবে–

"মানবতা আজ রিলিজিয়নের ইতিহাস? / আমি চাই মুক্তবাজারে একই দোকানে বিক্রি হোক/ লাল মাংসের ঝুল এবং লাল সিঁদুরের কৌটা। (বাজার)

আট পর্বে বিভক্ত "একজন সার্টিফাইড কবি হওয়ার প্রস্তুতি" দীর্ঘ শিরোনাম কবিতাটির পুরো অংশ জুড়ে কবির শ্লেষাত্মক মনোভাব ব্যক্ত হয়েছে। প্রতিটি চরণে তার ছাপ স্পষ্ট। গদ্যভঙ্গির সাথে দ্বিরাপালে কবিদের ডোমিনেট করা কিছু অগ্রজের সাথে নতুন কবির রাতারাতি খ্যাতির তীব্র আকাঙ্ক্ষার চিত্রকে ঘৃণা ও শ্লেষের মেলবন্ধনের মাধ্যমে নির্মাণ করেছেন সূক্ষ্ম এক বিভাজনীয় বয়ান চিহ্ন রেখে। পড়ে নিই কিছু অংশ তার–

"তুমি নাকি আমার দেওয়া সার্টিফিকেট ছাড়া/ নিজেকে কবি হিসাবে ঘোষণা করেছ?/...

তুমি কি জানো আমার সার্টিফিকেট ছাড়া এই শহরে কেউ নিজেকে কবি দাবি/ করতে পারে না?/... যদিও পাতা আর জ্যোৎস্না মন মতো জোগাড় করতে পারিনি,/ চেয়েছিলাম ম্যাপলের পাতা,/ কিন্তু সিজনের কারণে আমাকে চুতরা পাতা নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হয়েছে,/...আমার সার্টিফাইড কবি হওয়ার পর যেন/ আমার মৃত্যু হয়।"

সময়, জীবন ও স্বজন বা প্রেমিকার প্রতি দায়বদ্ধ কবির অন্যান্য কবিতা যেমন, বেহুলা নদ গুটিয়ে থাকা রাঙা শামুকের খোলস, এ্যাবস্ট্রাক্ট দৃশ্যাবলি, মোনাজাত, আঙুলের যৌথ পরশ, পতাজায় ঝুলে আছে বন্দুকের গুলি, নিহত হওয়ার আগে, নদী, স্রোত এবং মাছেদের সমীকরণ, একশটি শপথ বাক্য, মুখোশ, আসব ফিরে তোমার সোহাগি কোলে,চিবুকের কালো তিল ইত্যাদি।

সময়ের সাথে নিজেকে নিজের সৃষ্টিকে খুব যত্নে তিনি লালন করেছেন, তার সাক্ষ্য মেলে দীর্ঘদিন লেখালেখির সাথে যুক্ত থাকলেও বই প্রকাশকে তিনি উহ্য রেখেছেন। অপেক্ষা করেছেন যথাযথ সময়ের। তাঁর প্রবাসী মন জন্মভূমির প্রতি করুণার্দ্র মায়ার বিগলিত। তাই তাঁর প্রায় কবিতা স্বদেশের গাছ পাখি ফুল লতা নদীর কথার মর্মর ধ্বণি উচ্চারিত হয়েছে।

ভুয়া মুক্তিযোদ্ধা নিয়ে বিজয় দিবসের

শেষ পৃষ্ঠার পর

উক্ত অনুষ্ঠানে প্রায় ১৫/১৬ জন মুক্তিযোদ্ধা উপস্থিত ছিলেন বলা জানা যায়।

বিকেল সাড়ে ছয়টায় জাতীয় পতাকা উত্তোলন ও জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশনের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠান শুরু হয়। আলোচনা পর্ব শুরুর আগে মহান মুক্তিযুদ্ধে আত্ম-উৎসর্গকারী বীর শহীদগণের স্মরণে একমিনিট নিরবতা পালন ও তাঁদের বিদেহী আত্মার মাগফিরাত কামনা করে বিশেষ দোয়া করা হয়। দিবসটি উপলক্ষে প্রদত্ত রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, পররাষ্ট্র মন্ত্রী ও পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রীর বাণী পাঠ করা হয়। এর পর উন্মুক্ত আলোচনা পর্বে বক্তব্য রাখেন বীর মুক্তিযোদ্ধা, যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগ ও তার সহযোগী সংগঠনের নেতৃবৃন্দ। তাঁরা তাঁদের অর্জিত অভিজ্ঞতা, জ্ঞান ও দক্ষতা দিয়ে বাংলাদেশের উন্নয়ন তথা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ঘোষিত রূপকল্পসমূহের বাস্তবায়নে স্ব স্ব ক্ষেত্রে অবদান রাখার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন।

আগত অতিথিদের আলোচনা শেষে সমাপনী বক্তব্য প্রদান করেন জাতিসংঘে নিযুক্ত বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি রাষ্ট্রদূত মোহাম্মদ আব্দুল মুহিত। বক্তব্যের শুরুতেই তিনি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, স্বাধীনতার মহান স্থপতি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, বঙ্গমাতাসহ ১৫ আগস্টের শাহাদৎবরণকারী জাতির পিতার পরিবারের সকল সদস্য, জাতীয় চার নেতা এবং মহান মুক্তিযুদ্ধের ত্রিশ লাখ শহীদ ও দুইলাখ সম্ভ্রমহারা মা-বোনসহ সকল বীর মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত সবাইকে বিজয় দিবসের শুভেচ্ছা জানিয়ে তিনি বলেন, 'বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ার লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বলিষ্ঠ নেতৃত্বে রূপকল্প ২০২১, রূপকল্প ২০৪১ ও ডেল্টা পরিকল্পনা ২১০০ বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে বাংলাদেশ সরকার। ইতোমধ্যে আমরা স্বল্পোন্নত দেশের ক্যাটেগরি থেকে উন্নয়নশীল দেশে উন্নীত হওয়ার জন্য জাতিসংঘের চূড়ান্ত অনুমোদন লাভ করেছি যা জাতিসংঘসহ আন্তর্জাতিক অঙ্গনে আমাদের মর্যাদা ও সক্ষমতার স্বাক্ষর। বিগত কয়েক বছরে নিজস্ব স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণ, পদ্মা সেতুর বাস্তবায়ন, মেট্রো রেল ও দক্ষিণ এশিয়ার প্রথম টানেল নির্মাণসহ নানাবিধ মেগা প্রজেক্টের বাস্তবায়ন আমাদের অর্থনৈতিক সক্ষমতার অন্যতম নির্দেশক। বাংলাদেশ আজ ৩৫ তম বৃহৎ অর্থনীতির দেশ।'

দারিদ্র্য দূরীকরণে বাংলাদেশের অভূতপূর্ব সাফল্যের প্রসংগ টেনে রাষ্ট্রদূত মুহিত বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দূরদর্শী নেতৃত্বে দারিদ্র্যের হার ২০২২ সালে কমে হয়েছে ৫ শতাংশ যা ২০১০ সালে ছিল ১১.২ শতাংশ। রাষ্ট্র হিসেবে সামষ্টিক অর্থনীতিতে সক্ষমতা অর্জনের পাশাপাশি, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সকলের মৌলিক চাহিদা নিশ্চিতকরনে দিয়েছেন বিশেষ অগ্রাধিকার। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর গৃহীত আশ্রয়ণ প্রকল্পের মত উদ্যোগ আজ জাতিসংঘের রেজ্যুলেশনে অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এছাড়া অতিমারি কোভিড-১৯ এর ধাক্কা এবং তদ্পরবর্তী রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের নেতিবাচক প্রভাবে যখন পৃথিবীর সকল দেশ নানাবিধ সমস্যার সম্মুখীন, অর্থনীতির এমন প্রতিকূল সময়েও বাংলাদেশ আর্থ-সামাজিক অনেক সূচকে প্রতিবেশি দেশগুলোর চেয়ে এগিয়ে আছে।

অনুষ্ঠানে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও তাঁর পরিবারের সকল শহিদ সদস্য, ৭১-এর সকল শহিদ, শহিদ বুদ্ধিজীবী এবং শহিদ বীর মুক্তিযোদ্ধাদের আত্মার মাগফেরাত কামনা করে এবং দেশের অব্যাহত শান্তি ও সমৃদ্ধির জন্য বিশেষ দোয়া ও মোনাজাত করা হয়। পরে

যুদ্ধে আছে বিজয়ের আনন্দ পরাজয়ের

শেষ পৃষ্ঠার পর

মুক্তি সংগ্রামের মাধ্যমে পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর শোষণ বঞ্চনার অবসান ঘটিয়ে মুক্তিকামী মানুষ ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর অর্জন করেছিল বিজয়। গণতন্ত্রের চেতনা স্বাধীনতা অর্জনের মাধ্যমে পূর্ণতা পেয়েছিল এ দিনে। অগণিত মানুষের আত্মত্যাগ আর সীমাহীন কষ্টের প্রহর কেটে নতুন সূর্যোদয় ঘটেছিল ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর। এই দিনকে সামনে রেখে গত ১৪ই ডিসেম্বর প্রথম আলো উত্তর আমেরিকার জনপ্রিয় সাপ্তাহিক সম্প্রচার "টক অফ দ্য উইক" অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বরেণ্য এ অতিথি-ড.নুরুন নবী।

ড.নুরুন নবী, ভাষা ও সাহিত্যের জন্য একুশে পদক পেয়েছেন। শুধু উত্তর আমেরিকায় নয়, সারা বিশ্বের অগ্রসর স্বদেশীর কাছে পরিচিত ও শ্রদ্ধেয় নাম ড. নুরুন নবী। নিউজার্সির প্লেন্সবরো টাউনশিপ কাউন্সিলে বারবার নির্বাচিত হয়ে আসছেন তিনি। দেশের জন্য যুদ্ধ করে বিজয় অর্জন করা ড.নুরুন নবী-এ প্রজন্মের উজ্জ্বল প্রতিনিধি। দীর্ঘদিন আমেরিকা বাস করছেন তিনি। "টক অফ দ্য উইক" অনুষ্ঠানে ডঃ নুরুন নবী কথা বলেছেন মুক্তিযুদ্ধের অভিজ্ঞতা ও বিজয়ের গল্প নিয়ে। শুরুতেই জাতির জনক বাঙালির মহান নেতা বঙ্গবন্ধু সহ, দেশের জন্য জীবন উৎসর্গ করা পূর্বসূরীদের শ্রদ্ধা জানান তিনি।

ড. নুরুন নবীর কাছে '৭১-এর অভিজ্ঞতা নিয়ে জানতে চান রোকেয়া দীপা। তিনি বলেন, 'ছাত্র জীবন থেকে পূর্ব আর পশ্চিম পাকিস্তানের যে বৈষম্য ছিল যা আমি দেখতে পাচ্ছিলাম, জানতে পারছিলাম, তখন মনে হতো একজন নেতা দরকার যে পাকিস্তানিদের শাসন আর শোষণ থেকে আমাদের মুক্তি দিবে। সূর্য যেমন জীবনীশক্তি সমগ্র জীবকুলের জন্য, একজন নেতাও তেমনি একটি জাতির জীবনীশক্তি। বাঙালির নেতা শেখ মুজিবুর রহমান ছিলেন বাঙালিদের সেই জীবনীশক্তি। আর একজন মানুষ বীর হয়ে উঠে বিশ্বাস ও শক্তির বলে।'

বীর মুক্তিযোদ্ধা ড.নুরুন নবী, যিনি ১৯৬৬-এ ময়মনসিং এ প্রথম দেখেন

বঙ্গবন্ধুকে, তখনই বঙ্গবন্ধুকে নেতা হিসাবে নির্বাচন করে নেন এবং তিনি বিশ্বাস করেছিলেন যে, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানই বাঙালির মুক্তির পথ প্রদর্শক। সে বিশ্বাস থেকেই তার রাজনৈতিক চিন্তাধারা, নীতি নৈতিকতার অগ্রযাত্রা শেখ মুজিবুর রহমান এর আদর্শকে ঘিরে।

তিনি বলেন, 'ইতিহাসের পর্যায় সারণীতে প্রথম সারিতে জায়গাপ্রাপ্ত স্বর্ণাক্ষরে লিখা নাম-শেখ মুজিবুর রহমান! যার ডাকে, মুক্তির লক্ষ্যে লাখ লাখ বাঙালি ঝাপিয়ে পড়েছিল স্বাধীনতা যুদ্ধে। বঙ্গবন্ধু যে বিশ্বাসের বীজ ছয় দফায় বুনে গিয়েছেন, অঙ্কুরিত সেই বীজে ৭ই মার্চ এর ভাষণ, ধারালো কাচির অগ্রভাগ যে আগুনে পুড়িয়ে তপ্ত করে উজ্জ্বল করা হয়, তিনি সে আগুন দিয়ে গিয়েছেন সেদিন বাঙালিদের মনে, বিশেষ করে ছাত্র সমাজের ভেতর সে আগুন খুব তীব্রভাবে আকর্ষণ করেছিল।' তারই ফলাফলে ২৫শে মার্চ সন্ধ্যার পর যুবক নুরুন নবী সহ গোটা পঞ্চাশের মতো ছাত্র পাকিস্তানি আর্মির গাড়ি আটকে দিতে উদ্ধত হয়। এবং পাকিস্তানি আর্মিদের কালো নকশার প্রথম ধ্বংসলীলার শুরুটা তাদের তাজা প্রাণ কেড়ে নেওয়ার মাধ্যমেই শুরু হয়। সে যাত্রায় ড.নুরুন নবী ভাগ্যক্রমে বেঁচে যান, কিন্তু তার ভেতরের প্রাণশক্তিতে তখন ৭ই মার্চের ভাষণের সূর্যরশ্মি। তিনি ফিরে যান নিজ গ্রাম টাঙ্গাইলে। গড়ে তোলেন মুক্তি বাহিনী, একে একে জমা হয় আরো কিছু সাহসী যুবক, যাদের বুকে ছিল মুক্তির আগুন।

এর পর তারা যুক্ত হয় কাদের সিদ্দিকীর সাথে, শুরু করে অভ্যন্তরীণ যুদ্ধ। এরমধ্যে ড. নুরুন নবীর উপর দায়িত্ব পড়ে ভারত গিয়ে অস্ত্র আনার। জীবনের পরোয়া না করে নৌকায় করে নদীপথ আর কিছুটা স্থলপথ পেরিয়ে ভারতে পৌঁছেন ড. নুরুন নবী সহ কয়েকজন তরুণ। ভারতীয় সীমান্তরক্ষীদের সাথে আলোচনা করে ছয় নৌকা বহর অস্ত্র নিয়ে পৌঁছান টাঙ্গাইলে। তাদের মুষ্টি আরো শক্ত হয়ে উঠে, বিশ্বাসে আসে আরো দৃঢ়তা। ভারত থেকে আনা তার অত্যাধুনিক অস্ত্র ব্যবহার করে মুক্তিযোদ্ধারা ধংস করে পাকিস্তানের ৬টি অস্ত্র বোঝাই জাহাজ। ছিদ্র করে দেয় পাক হানাদার বাহিনীদের বুক। একে একে তারা চালাতে থাকে গোপন অপারেশন গুঁড়িয়ে দিতে থাকে শত্রুদের ঘাঁটি।

এর মধ্যে ড.নুরুন নবী হারিয়েছেন অনেক বন্ধু, সহকর্মী যোদ্ধা। তবুও তারা একটুও পিছপা হননি সামনে এগিয়ে যাওয়ার পথে। বুকে ছিল বঙ্গবন্ধুর বোনা বীজ মুক্তির সংগ্রাম আর ছিল বিশ্বাস। দীর্ঘ ৯ মাস পরে যখন শুনতে পান পাকিস্তানিরা আত্মসমর্পণ করেছে, তারা ফাঁকা গুলি ছুড়ে মুক্তি উদাযাপন করেন।

যুদ্ধ শেষে যেদিন বিজয়ের পতাকা উড়েছিল, সেই বিজয়ের দিনের কথা শুনতে চাইলে নুরুন নবী বলেন, 'এ মুক্তি আনন্দের, এ মুক্তি নিজের মায়ের কোল রক্ষার। এ মুক্তি বিশ্বাসের। কৃতজ্ঞতা জানাই সকল মুক্তিযোদ্ধাদের, দোয়ায় রাখি সকল শহীদদের, যাদের বুকের তাজা সাহস ও তাজা রক্তের বিনিময়ে আমরা পেয়েছি স্বাধীন বাংলাদেশ।'

সেদিনের অনুষ্ঠানে দর্শকদের অনেক প্রশ্ন ছিল। এইচ বি রিতা দর্শকদের কিছু প্রশ্ন নিয়ে উপস্থিত হোন, বিভিন্ন মন্তব্য পড়ে শোনান। সবাই এই বরেণ্য মুক্তিযোদ্ধা ড. নুরুন নবীর প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধা জানান। অনুষ্ঠানটির সঞ্চালনায় ছিলেন রোকেয়া দীপা এবং কারিগরি সহযোগিতায় এইচ বি রিতা। প্রথম আলো উত্তর আমেরিকার "টক অফ দ্য উইক" অনুষ্ঠানটি প্রতি বৃহস্পতিবার নিউইয়র্ক সময় রাত নয়টায় ফেসবুক পেইজে সরাসরি লাইভে সম্প্রচারিত হয়ে থাকে।

আমাদের লক্ষ্য, একহাতে ডিগ্রি

শেষ পৃষ্ঠার পর

একটি পরিবর্তনশীল উন্নতি করার উপর নির্ভর করে আমাদের শহরের ভবিষ্যত। আর তাই আমরা সামার ইয়ুথ এমপ্লয়মেন্ট প্রোগ্রাম এবং সামার রাইজিং সম্প্রসারিত করেছি যাতে আমরা রেকর্ড সংখ্যক তরুণদের সেবা দিতে পারি। সেই সাথে FutureReadyNYC কে গুগল এবং নর্থওয়্যাল হেল্থ-এর সাথে চালু করেছি যাতে আমাদের যুবকদের শিক্ষানবিশ এবং চাহিদার খাতে প্রযুক্তি এবং স্বাস্থ্যসেবার সুযোগ দেওয়া হয়।'

অ্যাডামস্ বলেন, 'তরুণ প্রাপ্তবয়স্কদের ক্যারিয়ার সাফল্যের জন্য কর্ম পরিকল্পনার মাধ্যমে আমরা সেই উদ্যোগগুলিকে একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক অর্থনীতির পথ দিয়ে নিচ্ছি, এটি $৬০০ মিলিয়নেরও বেশি অগ্রগতি-চিন্তামূলক একটি রোডম্যাপ যা আমাদের শহরের অর্থনীতিতে উন্নতির জন্য ২ লাখ ৫০ হাজার তরুণ-তরুণীদের অবস্থান দিবে। এই পরিকল্পনায় CUNY 2x টেক উদ্যোগে $১০ মিলিয়নের নতুন বিনিয়োগ রয়েছে। প্রথমবারের মতো এটি কমিউনিটি কলেজ সহ পাঁচটি নতুন কিউনি ক্যাম্পাসে উদ্যোগের মাধ্যমে আমাদের তরুণদের প্রযুক্তি খাতে একটি ধারণা প্রস্তাব করে।'

তিনি আরো জানান, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ডিপার্টমেন্ট অফ লেবার জবস কর্পস প্রোগ্রামের সাথে প্রথম শহর হিসাবে অংশীদার হতে তারা ফেডারেল সরকারের কাছ থেকে $১৩০ মিলিয়ন অনুদান সুরক্ষিত করেছেন। এটি দ্রুত বর্ধনশীল শিল্পে ২০০০ তরুণ প্রাপ্তবয়স্কদের বিনামূল্যে প্রশিক্ষণ দিতে, অবস্থান দিতে এবং তরুণ প্রাপ্তবয়স্কদের সহায়তা প্রদান করার অনুমতি দেবে।

অ্যাডামস্ বলেন, 'সব তরুণ একইভাবে একই অবস্থান থেকে শুরু করে না। আমরা অবশ্যই তাদের অবস্থান বিবেচনা করে সেবা দিতে সক্ষম হবো। নিউ ইয়র্ক সিটি ডিপার্টমেন্ট অফ ইয়ুথ অ্যান্ড কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট এবং মেট্রোপলিটান ট্রান্সপোর্টেশন অথরিটি, শ্রম বিভাগ থেকে $১.৭ মিলিয়ন অনুদানের জন্য ৫০জন স্কুল-বহির্ভূত এবং কাজের বাইরে থাকা তরুণ প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য নতুন ইলেক্ট্রিকাল প্রি-শিক্ষা কার্যক্রম শুরু করেছে। আমাদের তরুণদের জন্য এই সমস্ত কর্মসূচির অর্থ বোঝা নিউ ইয়র্কবাসীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। এই মুহূর্তে, মিডল স্কুলের সামার রাইজিং-এ যোগ দেওয়া, কিউনি কলেজে যাওয়ার সুযোগ রয়েছে। এই পদক্ষেপগুলির প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ।'

এ মুহূর্তে তরুণরা হাইস্কুলে সামার ইয়ুথ এমপ্লয়মেন্ট প্রোগ্রামের মাধ্যমে, টেক ফার্মে বেতন সহ ইন্টার্নশিপ পেতে পারে। কম্পিউটার সাইন্সের শিক্ষার্থীরা কিউনি কলেজে যোগ দেয়ার পর টেক কোম্পানির জন্য একজন শিক্ষানবিশ হতে পারে, একজন পরামর্শদাতা হতে পারে এবং হাতে-কলমে অভিজ্ঞতা অর্জন করতে পারে।

মেয়র বলেন, 'আমাদের বার্তাটি পরিষ্কার। নিয়োগকর্তাদের আমরা বলছি, নিউইয়র্ক সিটিতেই আপনার ভবিষ্যৎ প্রতিভা রয়েছে। আপনারা কেবল প্রযুক্তিগত দক্ষতার সাথে তরুণদেরই পেতে যাচ্ছেন না, আপনারা এমন সব নিউ ইয়র্কবাসীদের পেতে যাচ্ছেন— যারা দক্ষতার সাথে বিভিন্ন পরিস্থিতি পরিচালনা করতে সক্ষম এবং যারা নিজ কাজে বিভিন্ন পটভূমি এবং অভিজ্ঞতা আনতে সক্ষম।'

পবিত্র মদিনা থেকে মক্কা

ফজলুর রহমান চৌধুরী

মসজিদে নববীতে যতই থাকছি ততই যেন আকর্ষণ বাড়ছিল। গরম আবহাওয়ার মাঝে ও একটা শান্তি ভাব বিরাজমান ছিল। প্রিয় নবীজী (সঃ) দুশমনদের অত্যাচার আর মেরে ফেলার ষড়যন্ত্রে প্রাণপ্রিয় জন্মভূমি মক্কা ছেড়ে যখন আল্লাহ পাকের নির্দেশে মদিনায় হিজরত করেন তখন মদিনার মানুষ , প্রিয় মানুষগুলো আনন্দে আত্মহারা। দিনক্ষণ গুণছিলেন , দিবালোকে সূর্য্যাস্ত পর্যন্ত তাকিয়ে দেখতেন কোনো আগন্তুক/ নবিজী (সঃ) আসছেন কিনা। পথিমধ্যে মদিনার কুবা নামক স্থানে ২০ দিন অবস্থান করে প্রিয়নবী (সঃ) তখনকার প্রথম মসজিদ "মসজিদে কুবা" নির্মাণ করেন। মদিনায় পৌছার সাথে সাথে মানুষ স্বাগত জানান, আনন্দে কবিতা পাঠ করেন। বিশ্বনবী (সঃ) মদিনার মানুষের জন্য আল্লার দরবারে দোয়া করেন। মদিনাবাসীর সুখশান্তি, বালা-মছিবত থেকে রক্ষা করার জন্য । মদিনার মানুষ অনেক ভদ্র, নরম মনের, সৎ ব্যবসায়ী। এখানে রয়েছে প্রচুর খেজুর বাগান। আমাদের হজ্ব এজেন্সীর মাধ্যমে সেই খেজুর বাগান, মসজিদে কুবা, মসজিদে কিবলাত, ঐতিহাসিক উহুদ পাহাড়, বদর যুদ্ধের স্থান, জ্বীন পাহাড়, বিস্ময়কর সুন্দর পবিত্র কোরআন মজিদ ছাপার বিশাল সুসজ্জিত সেন্টার দর্শন / জিয়ারা করানো হয় ।মক্কা মদিনায় যারা কাজ করেন তারা কত সৌভাগ্যবান! বিভিন্ন গরীব দেশের/ উন্নয়নশীল দেশের মানুষ রুটি রুজির জন্য সৌদি চলে আসেন। প্রায় ২৮ লক্ষ প্রবাসী বাংলাদেশী মধ্যপ্রাচ্যে বসবাস করেন তার মধ্যে অর্ধেক ই সৌদি আরবে বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত। দেশে সবচেয়ে বেশী বৈদেশিক মুদ্রা আসে এ মধ্যপ্রাচ্য থেকে। পবিত্র মক্কা মদিনায় হারাম শরীফ বা এর আশপাশে কিছু জানতে চাইলে অনায়াসে বাংলায় জিজ্ঞেস করা যায়। সাহস করে বাংলায় কথা বল্লে ফেরত বাংলা কথা আসে।পরিস্কার পরিচ্ছনতা কর্মী , সিকিইউরিটি কর্মী প্রচুর বাঙালী পাওয়া যায়।ড্রাইভিং, ব্যবসা বাণিজ্যে (বেশীর ভাগ চট্টগ্রামের), অন্যান্য চাকুরীতেও বেশ পাওয়া যায়। বেশীর ভাগ মানুষ নিম্ন বেতনের চাকরী করেন । হাজীসাহেবগণের কাছে সাহায্য/ ট্রিপ্স আশা করেন, পেয়ে থাকেন। আমাদের অনেক নারী কর্মী/ শ্রমিক যারা গৃহকর্মী হিসেবে কাজ করেন তারা অনেক ক্ষেত্রে বিভিন্ন নির্যাতন/ নাজেহালের ও শিকার হতে শুনা যায়।

নাজাত হজ্ব এজেন্সীর ব্যবস্থাপনায় আমরা দুটি বাস যোগে মদিনা থেকে পবিত্র মক্কা রওয়ানা দিলাম। ধূসর বালুকাময় মরুভূমির বুক চিড়ে বিশাল বিরাট রাস্তা দিয়ে বাস ছুটে চলেছে। বাহিরে আগুন স্পর্শী গরম । ভিতরে এয়ার কন্ডিশনিং , ঠাণ্ডা বাতাস। ফল পানিসহ খাওয়া দাওয়া পর্যাপ্ত।মক্কা-মদিনার প্রায় মধ্যবর্তী স্থানে একটি মসজিদ (মিকাত) থেকে সকলে ইহরাম বেধে নিলাম দু' রাকআত নামাজ আদায়ের মাধ্যমে। বান্দার সঙ্গে আল্লাহর

প্রেমের সর্বোচ্চ সেতুবন্ধন হলো হজ্ব । হজ্ব পালনেচ্ছুদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় হচ্ছে- 'তালবিয়া'। ইহরাম বাঁধার পরপরই কাবা শরিফে পৌঁছার আগ পর্যন্ত আল্লাহর সানিধ্যে হাজির হওয়ার এ স্লোগানে মুখরিত থাকে পুরো যাত্রাপথ। হজ্বের তালবিয়া সবার জন্য খুবই জরুরি। কেননা এ স্লোগানেই আরাফার ময়দানে উপস্থিত হবেন হজযাত্রীরা।

তালবিয়াঃ ১. 'লাব্বাইক আল্লাহুম্মা লাব্বাইক,

২. লাব্বাইক, লা শারিকা লাকা লাব্বাইক,

৩. ইন্নাল হামদা ওয়ান্ নিমাতা লাকা ওয়াল মুলক্, ৪. লা শারিকা লাক।'

তালবিয়ার অর্থঃ ১. 'আমি হাজির হে আল্লাহ! আমি উপস্থিত ,২. আপনার ডাকে সাড়া দিতে আমি হাজির। আপনার কোনো অংশীদার নেই।৩. নিঃসন্দেহে সমস্ত প্রশংসা ও সম্পদরাজি আপনার এবং একচ্ছত্র আধিপত্য আপনার।৪. আপনার কোনো অংশীদার নেই।

তালবিয়া পড়ার নিয়মঃ

হজ-ওমরাহ পালনেচ্ছুগণ মিকাতে (যেখানে ইহরাম বাঁধতে হয়) পৌঁছে অথবা তার আগে থেকে গোসল বা ওজু করে (পুরুষগণ ইহরামের কাপড় পরে) ২ রাকাত নামাজ পড়ে কেবলামুখী হয়ে হজ্ব- ওমরার নিয়ত করবে। নিয়ত শেষে অন্তত ৩ বার (পুরুষগণ উচ্চ শব্দে) ৪ নিঃশ্বাসে তালবিয়াহ পাঠ করবে। নিয়ত ও তালবিয়ার দ্বারা ইহরাম বাঁধার কাজ সম্পন্ন করার পর বেশি বেশি তালবিয়াহ পড়তে থাকা উত্তম। হজ্বযাত্রীরা এ তালবিয়া তাওয়াফের স্থানে (বাইতুল্লা/কাবা শরিফ) প্রবেশের আগ পর্যন্ত পুরো পথেই পড়তে থাকবেন।

বাংলাদেশ থেকে যারা সরাসরি পবিত্র নগরী মক্কায় যাবেন; তাঁরা বাংলাদেশ থেকেই ইহরাম বেঁধে রওয়ানা হবেন। তাদের জন্য ইহরাম পরবর্তী সময় তিনবার তালবিয়া পাঠ করতে হবে।

যোহরের নামাজ পড়লাম।মদিনা মনোয়ারা ছেড়ে যেতে খুব খারাপ লাগছিল। আলাপনে স্ত্রী বলতে লাগলেন দেশের বাহিরে ছেলে মেয়ে নিয়ে বেড়াতে যেতে মন চাইলে পবিত্র মক্কা মদিনা আসব"। আমি যোগ করলাম এতদিন ধরে আমি তাই বলে আসছি'।এর চেয়ে উত্তম বেড়ানো আর হতে পারে না।অনেক ছওয়াবের ওমরাহ , হজ্বব্রত পালন করা যাবে।কথা প্রসঙ্গে তিনি আরও শুধালেন মদিনায় যদি আমাদের ঘরবাড়ি বানানোর তওফিক আল্লাহ দেন তবে কত ভালো লাগত!, এত আরাম আর সুন্দর লাগছে। দীর্ঘ যাত্রা। সুদীর্ঘ সুন্দর পরিপাটি পাথর নির্মিত রাস্তার পাশে ও দূরে নির্মাণাধীন নতুন নতুন স্থাপনা দেখতে পাওয়া যায়।উপযোগী গাছপালা লাগিয়ে সবুজাভ করার অসংখ্য প্রচেষ্টা চোখে পড়ে।৮/৯ ঘন্টা বাস জার্নি করে আমরা যখন কাবা বায়তুল্লাহ, মক্কার কাছাকাছি নির্ধারিত হোটেলে পৌছি তখন বেলা গড়িয়ে প্রায় আছর ওয়াক্ত।সবাই যার যার লাগেজ নিয়ে গ্রুপওয়াইজ প্রতি রুমে ৪/৫/৬ জন করে (মহিলা -পুরুষ আলাদা) থাকার জন্য রুমের চাবি সংগ্রহ করেন।আমরা রুম না পেয়ে কিছুক্ষণ অপেক্ষার পর মোয়াল্লেম সাহেব আনোয়ার ভাই জানালেন, "আপনারা দুজনের জন্য একটি ভালো রুম পাশের হোটেলে ব্যবস্থা করেছি'। রুমের চাবি নিয়ে সব কিছু পরিস্কার পরিচ্ছন্ন করালাম। হোটেল থেকে কিবলামুখী হয়ে কবুতর মাঠ পেরিয়ে মক্কা টাওয়ার/ ক্লক টাওয়ার এর পাশ দিয়ে কাবাশরীফ যেতে ৭/৮ মিনিট এবং পিছনে ৪/৫ মিনিটের রাস্তা মিসফালা ব্রীজ।এশার নামাজের পর আমরা ৫০/৬০ জনের (নারী/পুরুষ) এক কাফেলা প্রথম ওমরাহ সম্পন্ন করার মানসে আমাদের মোয়াল্লেম সাহেব ও তাদের প্রতিনিধির নেতৃত্বে আল্লাহর ঘর কাবা শরীফ তওয়াফ করতে রওয়ানা হই। পরামর্শ মোতাবেক স্বামী-স্ত্রী , নিজের মহিলা পুরুষ হাত ধরাধরি করে হেটে চলেছি লক্ষ লক্ষ মানুষের ভিড় ঠেলে।আমরা সমস্বরে তালবিয়া পাঠ করতে করতে কাবা বায়তুল্লার দিকে অগ্রসর হতে থাকি।আমাদের সবার পিঠে কমলা রঙ্গের ছোট ব্যাগ ঝুলানো যাতে গ্রুপ থেকে হারিয়ে না যাই।বা কেহ গ্রুপ থেকে সরে পড়লেও যাতে খুজে পাই।আল্লাহ ছুবহান আল্লাহ তায়লার মেহমান হয়ে উনার সান্নিধ্য লাভের আশায় , অতীতের সকল গুণাহ মাপের অভিলাষে ৭৯ নং গেইট দিয়ে ভিতরে প্রবেশ করে কাবার দিকে ছুটছি।এরকম অনেক গেইট রয়েছে ।বিভিন্ন মাধ্যমে কাবা শরীফের অনেক ছবি দেখেছি। কাবা বায়তুল্লাহ মসজিদের ভিতরে যখন পবিত্র কাবা ঘর হঠাৎ চোখের সামনে ভেসে উঠে তখন মন প্রাণ চমকে উঠে। আল্লাহ হুআকবার বলে আওয়াজ তুলি।

'শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস'-কে জাতীয় দিবসের অন্তর্ভুক্ত করা হোক

শিতাংশু গুহ

অনেকে হয়তো খেয়াল করেননি যে, জাতীয় দিবসের লম্বা তালিকায় 'শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস' নেই! ঢাকার দৈনিক ইত্তেফাক ১৩ই ডিসেম্বর ২০২৩ এ এক রিপোর্টে এ তথ্য প্রকাশ করেছে। সরকারীভাবে দেশে এখন ৮৯টি জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিবস রয়েছে (৪ঠা ডিসেম্বর ২০২২ প্রজ্ঞাপন অনুসারে), এরমধ্যে জায়গা হয়নি 'শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস'-এর। কারণ কি? এটি কি ভুল না ইচ্ছাকৃত?

'শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস' স্বাধীনতার পরপরই ১৯৭২ সাল থেকে পালিত হয়ে আসছে। এবছর (২০২৩) রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী একসাথে স্মৃতিসৌধে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন। নিউইয়র্কে সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোট এবার কনকনে শীতের মধ্যে সাড়ম্বরে দিবসটি পালন করেছে। সরকারি গেজেটে না থাকায় হয়তো নিউইয়র্কে কনস্যুলেট ও জাতিসংঘ মিশনে 'শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস' পালিত হয়নি।

বুদ্ধিজীবী স্মৃতিসৌধটি আওয়ামী লীগের আমলে নির্মিত হয়েছে। আওয়ামী লীগ আমলেই এটি জাতীয় দিবসের তালিকা থেকে বাদ পড়েছে। এটি ভুল তা ভাবার কারণ নেই, সিদ্ধান্ত নিয়েই

এটি করা হয়েছে। সিদ্ধান্তটি কে বা কারা নিয়েছেন তা জানা দরকার। সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী অবশ্য বলেছেন, তালিকায় থাকুক বা না থাকুক, দিবসটি পালিত হচ্ছে, এবং হবে। খুব ভাল কথা।

মানুষ ভাবতে পারে, ৮৯টি জাতীয় দিবস কি কি? আমার জানা নেই! তবে "ক" তালিকায় প্রধান প্রধান ২২টি দিবস আছে। "খ" তালিকায় ৩৩টি ঐতিহ্যগত দিবস আছে। "গ" তালিকায় দেখলাম 'বিশ্ব মানসিক স্বাস্থ্য দিবস' আছে। এটি দেশে পালিত হয় বলে শুনিনি, হয়তো এ কারণেই মানসিক সুস্থতার অভাবে 'শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস' বাদ পড়েছে?

দেশে এখন যাঁরা বুদ্ধিজীবী, আমার ক্ষুদ্র জ্ঞানে এদের 'কর্পোরেট বুদ্ধিজীবী' বলা যায়! এদের ক'জনার বক্তব্য হচ্ছে, শহীদ বুদ্ধিজীবীদের কারো কারো ভূমিকা ভালো ছিলোনা। এঁরা বলতে চাইছেন, ওঁরা (শহীদ বুদ্ধিজীবীরা) মুক্তিযুদ্ধের পুরোটা সময় ভালোই ছিলেন, চাকুরী করেছেন, বেতন নিয়েছেন। ১৪ই ডিসেম্বরের আগেই দেশে বেশ ক'টি অঞ্চল মুক্ত হয়, তাঁরা সেখানেও যাননি, যেতে পারতেন। কেন তাঁরা মুজিবনগর বা মুক্তাঞ্চল যাননি, এ প্রশ্নের উত্তর কঠিন। সাড়ে ৫কোটি মানুষও দেশের ভেতরে ছিলো, এবং এঁরা সবাই রাজাকার ছিলোনা। এদের না যাওয়ার বহুবিধ কারণ থাকতে পারে, কারো কারো ক্ষেত্রে 'পাকিস্তান প্রীতি' থাকাও সম্ভব! কোন কোন বুদ্ধিজীবীর বিতর্কিত ভূমিকা হয়তো ছিলো, কিন্তু এজন্যে ঢালাও ভাবে সকল বুদ্ধিজীবীদের দায়ী করাটা কতটা সমীচীন?

এটি শহীদ পরিবারের প্রতি অবজ্ঞা। শহীদদের প্রতি অশ্রদ্ধা। এটি ঠিক তাঁরা চাকুরী করেছেন, বেতন নিয়েছেন, এবং এটিও সত্য, স্বাধীনতার ঊষালগ্নে তাঁরা তাঁদের মূল্যবান জীবনটি দিয়ে গেছেন। প্রশ্ন ওটা স্বাভাবিক যে, পাকিস্তান প্রীতি-ই যদি তাঁদের দেশে থাকার একমাত্র কারণ হতো, তাহলে তারা রাজাকারের হাতে নিহত হবেন কেন? শহীদ বুদ্ধিজীবীদের বিরুদ্ধে এমনতর একটি সরল-রেখা টানা কি উচিত?

জাতীয় জীবনে কখনো কখনো 'কম্প্রোমাইজ' করতে হয় বৈকি। একটি মীমাংসিত বিষয়কে বিতর্কিত করা ঠিক নয়। 'শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস' বিতর্কিত করলে এক সময় সকল অর্জন বিতর্কিত হয়ে যেতে পারে। তাই অনতিবিলম্বে 'শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস'-কে জাতীয় দিবসের অন্তর্ভুক্ত করা হোক। সবাইকে মহান বিজয় দিবসের শুভেচ্ছা।

আত্নীয়স্বজনের সাথে দূরত্ব কেন বাড়ে

দিনা ফেরদৌস

আমাকে যদি আত্নীয়ের সংজ্ঞা বলতে বলা হয়, তো এক কথায় বলব; যাদের সাথে আত্মার সম্পর্ক গড়ে উঠেছে, তারাই আত্নীয়। যদিও ছোটবেলায় পরিবার থেকে জেনে এসেছি, যাদের সাথে রয়েছে রক্তের সম্পর্ক ও সেইসব রক্তের সম্পর্কের মানুষজনের সাথে বিয়ের মাধ্যমে যাদের সম্পর্ক গড়ে উঠেছে তারাই আত্নীয়। অন্যদিকে সমাজে বসবাসকারী মানুষ হিসেবে, কিছু মানুষ আছেন যাদের সাথে রক্তের সম্পর্ক না থাকলেও সামাজিক সম্পর্কের কারণে তারাও আত্নীয়দের মতোই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেন। যেমন: প্রতিবেশি, কলিগ, বন্ধুবান্ধব, পরিচিত ভরসা করার মতো কিছু সম্পর্ক। অর্থাৎ যাদেরকে আমরা আত্নীয় বা কাছের লোকজন বলে জানি, তাদের উপর আমাদের অলিখিত এক ধরণের দাবী তৈরি হয়ে যায়। ভালো-মন্দ সময়ে তাদের উপর ভরসা করতে চাই সম্পর্কের দাবীতে। তখন একটা কথা ভুলে যাই, দাবী কোন অধিকার নয়। অধিকার হচ্ছে সেই জিনিস, যা ব্যক্তির আইনত অধিকার বা পাওনা। যা না পেলে বা যার থেকে বঞ্চিত হলে আইনের আশ্রয় নেয়া যায়, মামলা করে পাওয়া যায়। কিন্তু দাবী হচ্ছে একটা বায়বীয় বিষয়, কেউ যদি স্বীকার করে তোমার দাবী আছে তার উপর, তবেই তুমি সে ব্যক্তির উপর প্রত্যাশা রাখতে পারো। আবার সেই একই ব্যক্তি যদি পরক্ষণেই বলে, আমার উপর তোমার কিসের দাবী, তো ওখানের সব দাবী দাওয়ার সমাপ্তি বুঝতে হবে।

প্রতিটি সম্পর্কে কম-বেশ হিসাবনিকাষ আছে। সে কাছে থেকে আরও কাছে, দূরে থেকে আরও দূরে হয়ে উঠে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়; ধরা যাক, দুই আপন ভাই এক সময় হয়ত একজন অন্যজনের কাছে বেশি গুরুত্বপূর্ণ ছিলেন। কিন্তু সময়ের পরিক্রমায় দেখা যাচ্ছে, সেই ভাইয়ের ছেলের/মেয়ের থেকে তার নিজের ছেলে/ মেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। যেই ভুল কাজের জন্যে এক ভাই অন্য ভাইয়ের ছেলের/ মেয়ের সমালোচনা করতে পারেন। যার ফলে সেই ভাই হয়ত লজ্জায় নিজের ভাইয়ের সামনে দাঁড়াতে না পেরে নিজের মেয়ের/ ছেলের উপর অনেক রাগারাগি করেছেন। ঠিক একি ভুল যখন নিজের ছেলে/ মেয়ে করেছে, তখন সেটা ধামাচাপা দেবার চেষ্টা করছেন বাপ। অথচ সেই বাপ চাইলে নিজের ভাতিজা/ ভাতিজির দোষটা লুকাতে পারতেট। পরিবারের মানুষ ভুল একটা করেছে ভেবে নিজের ভাই/ভাবিকে লজ্জা না দিয়ে বুঝাতে পারতেন। কোন উপায় বের করে বিষয়টি স্বাভাবিক করতে পারতেন। মানুষের কাছে তার পরিবার বা কাছের লোকজনই'ত হলো সবচেয়ে বড় ভরসার জায়গা। আত্নীয়স্বজন বা যাদের আমরা কাছের মানুষ বলে জানি তারা কি শুধু ভালো সময়ে গায়ে হলুদে নাচ, গানে অংশ নেয়ার জন্যে বা বিয়ের দাওয়াত ও পিকনিকে গিয়ে মাস্তি করার জন্যে? খারাপ সময়েও তো একটা দায়িত্ব থাকে। কিছু করতে না পারলে , পাশে আছি এটাতো অন্তত বুঝানো যায়...

সমাজে বসবাস করলে শুধু ভালো নয়, খারাপ সময়ও আসতে পারে। কখন, কিভাবে, কার জন্যে কোন ধরণের খারাপ

সমাজে বসবাস করলে শুধু ভালো নয়, খারাপ সময়ও আসতে পারে। কখন, কিভাবে, কার জন্যে কোন ধরণের খারাপ সময় অপেক্ষা করছে আগাম জানা সম্ভব নয়। ভালো করতে গিয়েও অনেক সময় খারাপ হয়ে যায়। প্রতিটি পরিবারে সবাই খারাপ হয় না।

সময় অপেক্ষা করছে আগাম জানা সম্ভব নয়। ভালো করতে গিয়েও অনেক সময় খারাপ হয়ে যায়। প্রতিটি পরিবারে সবাই খারাপ হয় না। একটা পরিবারে কেউ একজন উল্টা পাল্টা হলে, সারা পরিবারকে দৌড়ের উপর রাখার জন্যে একজনই যথেষ্ট। সেই একজনের অপরাধে বা ভুলে যখন কাছের লোকজন সেই পরিবারের সবাইকে কথা শুনায়, তখন সম্পর্ক নষ্ট হতে বাধ্য। আমাদের এই সমাজে চোর, বাটপাড়, খুনি, ঠগ, বদমাইশ, সবখানে আছে। কেউ সুযোগ পেয়ে পুকুর চুরি করছে আর কেউ করছে ক্ষুধার জ্বালায় রুটি। আমরা পুকুর চোরদের ঠিকই তেল মেরে, এড়িয়ে চলি, সাবধানে। কারণ ওখানে গলা বাড়ালে টুঁটি চেপে ধরবে। আর যাদের প্রতিবাদ করার ক্ষমতা নেই, তাদের দোষাদোষী করে নীতিবান, প্রতিবাদী হয়ে উঠি। চুরি করে রুটি খাওয়া অন্যায়, তবে চাইলে সমাধান আছে। বলতে চাচ্ছি, যে চুরি করে রুটি খাচ্ছে, তার সমালোচনা করে, গালি দিয়ে প্রতিবাদী না হয়ে বরং এক টুকরো রুটি তার হাতে ধরিয়ে দিয়ে এই সমস্যার সমাধান করা যায়। কিন্তু যে সুযোগে পুকুর চুরি করার ক্ষমতা রাখে; সত্যিকার ঈমানদার, প্রতিবাদী হলে বড় বড় অন্যায়কারী , অপরাধী, চোরদের বিরুদ্ধে আওয়াজ তোলা দরকার।

আমাদের সম্পর্কগুলো এইভাবেই একসময় বদলে যায়। বদলাতে বদলারে হারিয়েও যায়। আমরা একে অপরের পিছনে লেগে যাই, মূল জায়গায় সমাধান না করে। বড়দের নোংরামির কারণে ছোটদের মধ্যেও দূরত্ব তৈরি হয়। সেই উদাহরণের সূত্র ধরে দেখা যাবে, কাল যখন নিজের মেয়ে কোন ভুল বা অন্যায় কিছু করার পর বাপ লুকাতে যাচ্ছেন, তখন সেই চাচা সেখানে নিজের মেয়ের প্রতিশোধ নিতে ঢোল পিটিয়ে সেটা সবাইকে জানিয়ে দিচ্ছেন। শুরু হয় অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব। এই দ্বন্দ্ব গিয়ে দাঁড়ায় প্রতিযোগিতায়। কাছের লোকজন হয়েও কেউ কারো ভালো দেখতে পারেন না। শুরু হয় লুকোচুরি খেলা, এক পরিবারের গোপন বিষয় অন্য পরিবারে আড়াল করা। বিশেষ করে বিয়ে শাদী লাগলে। দাওয়াত দিলে শুরু হয় আরেক সমস্যা। আলহামদুলিল্লাহ বলে শোকর আদায় করে যেখানে সমাধান আছে; তা না করে উল্টো এসেই আরেক পক্ষ ঝামেলা শুরু করবে, ঠিকমতো তাদের দাওয়াত দেয়া দেয়নি, দাওয়াত দিলেও মিষ্টি ঠিকমতো দেয়নি, মিষ্টি দেয়া হলে কাবিনের টাকা ঠিক হয়নি, বিয়ে ভালো বংশে হচ্ছে না। সব ঠিক হলেও একটা সমস্যা বের করতেই হবে। পাওয়াও যাবে, পাত্র/পাত্রীর খালাত ভাইয়ের বউয়ের, চাচাত বইনের বাসার দাড়োয়ানের মেয়ে পালিয়ে বিয়ে করে ওই পাত্র/ পাত্রীর বংশের ইজ্জত নষ্ট করেছে। ওই পরিবারে বিয়ে দেয়া যাবে না। দোষ কিন্তু পাত্র বা পাত্রী কারোই নেই, এমনকি পাত্র-পাত্রীর দুই পরিবারেরও কোন সমস্যা নেই। তারপর একসময় দেখা যায় ভেজালি লোকজন বাদ দিতে দিতে মানুষ নিজেরাই নিজেদের সবকিছু একাই সিদ্ধান্ত নিয়ে করে। পাত্তা নাই, বলার বা দোষ ধরার জায়গাও নাই।

ঠিক ওই সময় দেখা যায় কিছু মানুষ সব অবস্থাতেই পাশে থাকে, যাদের সাথে রক্তের কোন সম্পর্ক নেই দাবী দাওয়াও নেই, যেমন: বন্ধুবান্ধব। কোনকিছুর প্রত্যাশা না করেও তারা পাশে এসে দাঁড়ায় ভালো- খারাপ যেকোন সময়ে। যেই সমাজের কথা ভেবে আত্নীয়স্বজনের ইজ্জত যায়, সেই একি সমাজে বসবাস করা বন্ধুবান্ধব সেই সমাজেই খারাপ সময়ে পাশে থাকে ইজ্জতের কথা না ভেবে। এইসব ইজ্জত ওয়ালা আত্নীয়দের নানাজাতের কথা ও সমালোচনা বা কূটনামির ভয়ে আজকাল বেশিরভাগ লোকজনই আত্নীয় স্বজনদের কাছ থেকে দূরে থাকে। দূরের মানুষজন যখন সমালোচনা করে, তখন যতটা না গায়ে লাগে, কাছের মানুষজন যখন সমালোচনা করে, শুনিয়ে শুনিয়ে কথা বলে, তা বেশি কষ্টদায়ক হয়ে যায়। আর মানব জীবনে ভালো-মন্দ সময় দুই-ই ঘুরেফিরে আসে। দুঃখজনক হচ্ছে, কাছের মানুষের কষ্টে আমরা পাশে না দাঁড়িয়ে, সমব্যথী না হয়ে উল্টো বলি; ওদের সাথে ঠিকই হয়েছে, গজব পড়েছে। একি সমস্যা যখন নিজেদের ঘাড়ে এসে পড়ে, তখন আমরা লুকিয়ে লুকিয়ে ঠিকই কাঁদি। কাউকে বলতে না পেরে বুকের মধ্যে চেপে রেখে ভারি হই। আর হালকা হতে নিজেকে সান্ত্বনা দিয়ে বলি, সবি তাঁর ইচ্ছা, সবই তাঁর পরীক্ষা। অথচ কাছের লোকজন থাকতেও আমাদের পাশে থাকার মতো কাউকে পাওয়া যায় না সময়মতো।

স্মৃতিপটে আফ্রিকা সাফারি

নীলোফার রাজা চৌধুরী

গন্তব্য আমাদের পূর্ব আফ্রিকার গরংগরো সাফারী। সন্ধ্যার পুরো অন্ধকার নেমে আসার কিছুক্ষণ আগেই পৌঁছে গেলাম সাফারির তাঁবুতে।

মাইলের পর মাইল ধূ-ধূ সমতল ভূমি। অনেক দূরে দূরে মাঝারী ধরনের এক একটা গাছ দাঁড়িয়ে আছে। মাঝে মাঝে লম্বা শুকনো ঘাসের মতো কিছু ঝোপও দেখা যায়। চলে গেলাম রিসেপশনে। একতলা একটা ঘর। একপাশে অফিস। সামনে লম্বা খোলা বারান্দা। এখানেই চেয়ার, টেবিল দিয়ে খাওয়ার ব্যবস্থা। বারান্দার অন্যপাশে বসার জন্য কয়েকটা চেয়ার পাতা। ছোট ছোট গ্লাসে ফ্রেস জুস দেওয়া হলো। দেখছিলাম চারপাশটা। ডায়নিং বা রিসেপশন এর অংশটা মাঝখানে রেখে দু'পাশে পর পর সমান দূরত্বে পাঁচটা করে মোট দশটা তাঁবু। আধ ঘণ্টার মতো একটা ওরিয়েন্টেশন দেওয়া হলো আমাদের। সবকিছু শুনে তো রোমাঞ্চের পাশাপাশি ভয়টা অনেক বেড়ে গেলো। শুনলাম সন্ধ্যার পর থেকেই হিংস্র জীবজন্তুগুলো এই এলাকাতে আসা-যাওয়া শুরু করে। তাই সন্ধ্যা সাতটার মধ্যেই রাতের খাওয়ার পর্বটা শেষ করে সবাইকে নিজ নিজ তাঁবুতে চলে যেতে হবে। দিনের আলো শেষ হওয়ার আগেই "ক্যাম্প ফায়ার" এ আগুন দেওয়া হয়। জীবজন্তুরা তখন কাছে ভিড়ে না। তাঁবুগুলোর পেছনেই কর্মীদের থাকার ব্যবস্থা। বার বার করে আমাদের সাবধান করা হলো কেউ কোন অবস্থায়ই যেন তাঁবুর বাইরে বের না হই। জীব জন্তুদের সাথে মাসাইদের {এখানকার স্থানীয় বাসিন্দা}একটা গভীর সখ্যতা আছে। এসব এলাকায় বন্য জন্তু এবং মাসাইরা শুনেছি পাশাপাশি হেঁটে চলে। এসব কারনেই এখানে নৈশ প্রহরীদের প্রায় সবাই মাসাই।

অন্ধকার হতে বেশী দেরি নেই। ডিনারের পর্বটা শেষ করে তাড়াতাড়ি তাঁবুতে ঢুকে যেতে হলো। আমাদের পারিবারিক বন্ধু ফারুক ভাই ও হেনা ভাবি একটা তাঁবুতে এবং মেয়ে ইমিতাসহ আমরা তার পাশের তাঁবুতে। মাসাইরা হারিকেন এবং লম্বা চিকন ছড়ি হাতে আমাদের নিয়ে চললো তাঁবুর দিকে। ছোট বারান্দার সামনের বড় গাছটাতে হারিকেনটা ঝুলিয়ে রাখলো। পুরো তাঁবুটা দুটো লেয়ারের। খুবই মজবুত। দু'টো লেয়ারেরই আলাদা আলাদা জিপ ছিলো খোলা বা বন্ধ করার জন্য। মেঝেটা পাকা। তাঁবুর ভেতরে একপাশ দিয়ে সিংগল তিনটা খাট পর পর রাখা। তার বিপরীতে ছোট ছোট দু'টো টেবিল। তাঁবুর ভেতরে আবার চারটা ভাগ। খাট, টেবিলের পরই একটা পর্দা দিয়ে পার্টিশন দেয়া হয়েছে। পর্দার অন্যপাশে তিনটা ভাগ। টয়লেট এবং বাথরুম পড়েছে তাঁবুর শেষ প্রান্তে। দু'টো ভাগই এতো ছোট যে তাঁবুর গায়ে গায়ে লেগেই যেন বসতে বা দাঁড়াতে হয়। টেবিলের উপর টর্চ এবং একটা বাঁশি রাখা। রাতে জীবজন্তু এসে হানা দিলে বাঁশি বাজাতে হবে এবং প্রয়োজনে তাঁবুর জিপটা অল্প খুলে টর্চ জ্বালালেই ওরা যথাশীঘ্র চলে আসবে উদ্ধার কার্যে।

মোশতাক এবং ইমিতাকে ছাড় দিলাম বাথরুমের কাজ আগে সারতে। ফ্রেশ হয়ে বিছানায় উঠলো দু'জন । মোশতাকের জন্য বরাদ্দ হলো দরজার পাশের বিছানাটা। এখানে সেইতো একমাত্র সাহসী পুরুষ! দুজনের সাথে আমার শর্ত ছিলো আমি বিছানায় না আসা পর্যন্ত ওদেরকে সজাগ থাকতে হবে। সব লাইটগুলো জ্বালানো ছিলো।

বাথরুমে ঢুকতেই মনে হলো একটা গোঁ গোঁ শব্দ শুনতে পাচ্ছি। ভয় পেলাম। শুনেছিলাম রাতে জীবজন্তু আসতে পারে। তাই বলে এতো তাড়াতাড়ি! চাইলাম যথাশীঘ্র কাজ শেষ করে বিছানায় উঠে পড়ি। প্রতি মুহূর্তে শব্দগুলো বেড়েই যাচ্ছে। জন্তুগুলো তাঁবুতে ঢোকার জন্য অস্থির। একেতো লাইট জ্বালানো, তারপর এতো কাছে থেকে হয়তো মানুষের গন্ধও পাচ্ছে। তাঁবুর বাইরে থেকে মাটি খুড়ে ঢোকার চেষ্টা করছে। আমার আর এইসব হিংস্র জানোয়ারের মধ্যে দূরত্ব সম্ভবতঃ একফুটের চাইতেও কম । মাঝখানে শুধু তাঁবুর পর্দাটা। নিঃশব্দ রাতে একসাথে এতোগুলো হিংস্র জানোয়ারের গলার শব্দ! তাড়াতাড়ী করে বেরিয়ে আসলাম বাথরুম থেকে। কিন্তু ভয়ের ঠ্যালায় লাইট বন্ধ করতে ভুলে গেছি। এমনকি দরজাগুলোর চেইনও লাগানো হয়নি। কম্বলের নিচে ঢুকে পড়লাম। আমার দু'পাশের বিছানায় তখন দু'জন গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন। হাত বাড়িয়ে ধাক্কা দিতে বা চিমটি কাটতে চেষ্টা করছি,কোন খবরই নেই। বুঝলাম দু'জনে বই পড়ে সজাগ থাকার চেষ্টা করেছিলো। বইগুলো পাশেই পড়ে আছে। গলা বাড়িয়ে ডাকার সাহসও নেই। জন্তুগুলো তখন ভীষণ হিংস্র হয়ে উঠেছে। বিছানার মাথার পাশটা তাঁবুর সাথে প্রায় গায়ে গায়ে লাগানো। এবার হয়তো টের পেয়ে গেছে মানুষগুলো এইপাশে। মাথার পাশটাতে তাঁবুতে অনবরত আঁচড়াচ্ছে নখ দিয়ে। রাগে, ক্রোধে গলা দিয়ে গরগর শব্দ করছে। ওদের নখ তাঁবুর পর্দা ভেদ করলেই সরাসরি মাথার তালুতেই ঢুকবে। বাইরে একটুখানি আলোর ছটা আসার আগ পর্যন্ত চললো এভাবেই।

ভোরবেলা তাঁবুর বাইরে কেউ ডাকছে। উঠে বসলাম। দরজার চেইন একটুখানি ফাঁক করে দেখা গেলো একজন মাসাই দাঁড়িয়ে আছে। শীতের সকাল-আমাদের জন্য গরম পানি নিয়ে এসেছে। হারিক্যানের বাতিটাও নিভিয়ে দিলো।

নাশতার পর্ব শেষে ঠিক সাতটায় উঠে বসলাম গাড়ীতে। উদ্দেশ্য সাফারি ঘুরে দেখা।

গাড়ী ছুটছে। নির্দিষ্ট কোন গন্তব্য নেই। সমুদ্রের মতো অবারিত মাঠে কোন দিক থেকে কোন দিকে যাচ্ছি বুঝতে পারছি না। প্রচন্ড গরম। গাড়ীর ছাদটা খুলে রেখেছি বাতাসের আশায়। খোলা আকাশের নিচে এই ধূ ধূ প্রান্তরে হাজার ধরণের জীবজন্তু অবাধে ঘুরে বেড়াচ্ছে খাবারের সন্ধানে। কেউবা ভরা পেটে গাছের নিচে দিবা নিদ্রায় আচ্ছন্ন, অনেকে কড়া রোদেই বসে ঝিমুচ্ছে। অনেকে একা, অনেকে আবার দলেবলে। কি অদ্ভুত ওদের জীবন। আহার, নিন্দ্রার মধ্যেই সীমাবদ্ধ। কোন কোন জন্তুকে দেখা যায় একা হেঁটে হেঁটে অনেকদূর পর্যন্ত যাচ্ছে। খাবার কাছেই আছে,তবু হাঁটছে। মনে মনে ভাবতাম ওদের ভাষা জানা থাকলে ডেকে জিজ্ঞেস করতাম তার গন্তব্যস্থলটা কোথায়! কোথাও দেখা গেলো প্রচন্ড রোদের তাপেও খোলা মাঠে একই ধরনের অনেকগুলো জন্তু গোল হয়ে বসে আছে বা দাঁড়িয়ে আছে। আমরা বলতাম মিটিং করছে। মজাই লাগতো যখন দেখা যেতো একটা উঁচু গাছের নিচে বেশ কয়েকটা জন্তু গোল হয়ে বসা একটুখানি ছায়ার আশাতে। হয়তো চার/পাঁচ জনের মাথায় গাছের ছায়া পড়েছে। বাকিরা রোদে।

ঝক্কর ঝক্কর তালে গাড়ীতে চলছি আমরা। গাড়ীর চালক "জো" জানালো আধা কিঃ মিঃ দূরে কিছু একটা দেখা যাচ্ছে। ক্যামেরা এবং বায়নোকুলার হাতে নিয়ে বসলাম। কয়েক ফুট দূরত্বে একটা বড় গাছের নীচে তিন/চারটা সিংহ শুয়ে আছে। মাত্র ছয়/ সাত হাত দূরে গাড়ী থামলো। যথেষ্ট আস্তে ধীরে কথা বলছি যেন ওরা শুনতে না পায়। ইমিতা দাঁড়িয়ে গাড়ীর খোলা ছাদ দিয়ে ভিডিও করছে। দু/চার মিনিট। হঠাৎ করেই বড় সিংহটা চোখ মেলে তাকালো। তারপর মাথা তুলে ঘাড়টা সোজা করে বসলো। চোখ দুটো ইমিতার দিকে। স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। দু'এক মিনিট। হঠাৎ জো "No more No more" বলে গাড়ী চালাতে শুরু করলো। পরে আমাদের জানালো এইসব হিংস্র জানোয়ার কারো আই কন্ট্রাক্টে চলে আসলে সেই শিকারটা নাকি সে ধরবেই।

টয়লেটে যাবার উপায় নেই বলে সবাই পানি দিয়ে শুধু গলাই ভেজাচ্ছি। সাফারির এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে চষে বেড়াচ্ছি। খাবারের সন্ধানে বেরুনো এন্টেলোপের দল{হরিণ জাতীয় প্রাণী}, ওদিকে খাবারের সন্ধানে বেরিয়েছে দু'টো সিংহ। অনেকক্ষণ চেষ্টার পরও এন্টেলোপগুলো হাতছাড়া হয়ে গেলো।

স্বাভাবিক ভাবেই মনে আসলো এদের জীবনের নিশ্চয়তা কি! মানবকূলের চাইতে ওদের জীবন অনেক বেশী ঝুঁকিপুর্ণ। ক্ষুধার তাড়নায় কে যে কখন কাকে শিকার ধরছে! নিজের জীবন বাঁচাতে পঞ্চম ইন্দ্রিয়কে সবসময়ই খোলা রাখতে হচ্ছে। রাতের অন্ধকারে বসে ঝিমুতে থাকা জন্তুদের শিকার ধরা হয়তো অনেক সহজ। তাই অনেককেই এসময় প্রান হারাতে হয়। দিনের প্রানী, রাতের প্রানী, ছোট-বড়, সবারই একই কাহিনী।

লাঞ্চের সময় জো আমাদের নিয়ে গেলো একটা নিরাপদ এলাকাতে- যেখানে পর্যটকদের জন্য টয়লেটের ব্যবস্থা রয়েছে। এছাড়া গাড়ী থেকে বেরিয়ে একটু হাঁটাও দরকার। একটা নদীর পাশে গাড়ীটা থামলো। সবাই ফ্রেশ হয়ে বড় একটা গাছের নিচে বসে লাঞ্চটা সারলাম। প্রায় ত্রিশ/চল্লিশ মিনিট পর আবার "যাত্রা হলো শুরু"। গাড়ীতে উঠে সবাই এই লাইন দিয়ে কোরাস গাইলাম।

বাচ্চাদের কার্টুন ছবি "লায়ন কিং" এর নায়ক সিংহ সিম্বা যে উঁচু সিংহাসনটাতে দাঁড়িয়ে বনের অন্যান্য প্রানীদের উদ্দেশ্যে বক্তৃতা দিয়েছিলো, ওদের একমাত্র সন্তান "ইয়ারাকে" যে সিংহাসন থেকে সবার সাথে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলো-সেই সিংহাসনের সামনে গাড়ী থামিয়ে ছবি তুললাম।

সূর্যাস্তের আগেই ফিরতে হল তাঁবুতে। ডিনারের পর ক্যাম্প ফায়ারের কাছে কিছুক্ষণ দাঁড়াতে বেশ লাগলো। ঠিক সাতটায় মাসাই ছেলেটা আসলো হারিকেন হাতে তাঁবুতে নিয়ে যেতে। ছেলেটার বয়স কুড়ি/পচিশ হবে। জানতে পারলাম এর মধ্যেই সে তিনটা বিয়ে করে ফেলেছে এবং তার গবাদি পশুর সংখ্যা পাঁচশত। ভালো ইংরেজী জানে ছেলেটা। পর্যটকদের সাথে কাজ করার জন্য চলায়ফেরায় যথেষ্ট ভদ্র এবং স্মার্ট। কিন্তু তবু মাসাইদের ঐতিহ্যগত প্রথা তার মধ্যে রয়ে গেছে। এখানে বিয়েতে ছেলেদের যৌতুক হিসাবে গবাদিপশু দেওয়া হয়। আর গবাদিপশুর সংখ্যার উপর নির্ভর করছে তাদের সামাজিক পদমর্যাদা।

মোশতাক এবং ইমিতা সিদ্ধান্ত নিয়েছে আজকে আমি আগে বিছানায় উঠবো। লাইট নিভিয়ে আমরা শুয়ে পড়লাম। কিন্তু ততক্ষণে বাইরে জীবজন্তুর সাড়া পেতে শুরু করেছি। শিকারের খোঁজে হন্যে হয়ে আছে। টের পাচ্ছে হাতের কাছে শিকার, কিন্তু ধরতে পারছে না। রাগে, আক্রোশে যেন ফেটে পড়ছে। তাঁবুর চর্তুদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে। নখ দিয়ে তাঁবুতে আঁচড় দিচ্ছে আর গলা দিয়ে গরগর শব্দ করছে। একটু ঘুম, একটু ভয়, সব নিয়ে রাতটা কেটে গেলো।

সাফারির শেষ দিনটিতে আমরা দেখতে যাবো এ্যানিমেল মাইগ্রেশন। তানজানিয়া আর কেনিয়ার মাঝখানে একটা অগভীর নদী বয়ে যাচ্ছে। আমরা তানজানিয়ার দিকে নদীর পাশে গাড়ীতে বসে অপেক্ষা করছি। দেখা গেলো হাজার হাজার জেব্রা, এন্টালোপ এবং বাফেলো তাদের গলা অবধি পানিতে হেঁটে হেঁটে তানজানিয়া থেকে কেনিয়ার দিকে যাচ্ছে। কয়েক মাস পর আবহাওয়ার পরিবর্তন ঘটলে ওরা আবার একই পথে তানজানিয়ায় ফিরে আসবে। এটাই এনিমেল মাইগ্রেশন। কি অদভূত সে দৃশ্য। প্রচন্ড রোদের তাপ মাথায় নিয়ে হাঁটছে ওরা। ধূ ধূ অবারিত মাঠে কিভাবে ওরা ওদের গন্তব্যের দিকে এগিয়ে যেতে পারছে - ভাবছি শুধু সেটাই।

আমার স্মৃতিতে মুক্তিযুদ্ধ ও বিজয় দিবস

কাইয়ুম পারভেজ

আমাদের গ্রামটি ছিল একদম সীমান্ত ঘেষা। মুক্তিযুদ্ধের পুরো নয়টি মাস আমরা ত্রিপুরার কাতলামারা শরনার্থী শিবিরে ছিলাম। আমার বয়স তখন ৩ বছর আর আমার ছোট ভাইয়ের বয়স ৬ মাস। আমার বড় ৫টি বোন। বড় আপার মাত্র বিয়ে হয়েছে ৭১ এর মার্চ মাসেই।যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর ভারত সীমান্ত খুলে দিয়েছে। গ্রামের মানুষ ধান-চাল, গরু-বাছুর, সহায়-সম্বল নিয়ে সীমান্তের ওপাড়ে কাতলা মারা শরনার্থী

শিবিরে আশ্রয় নিচ্ছে।আমার আব্বা ছিলেন নির্বিকার।আব্বার কেন জানি বিশ্বাস জন্মেছিল সীমান্তের এত কাছে পাকিস্তানিরা আসবে না।তিনি সব সময় বলতেন রেল লাইনের পূর্ব পাশে পাঞ্জাবীরা আসবে না।আমাদের বাড়ির পশ্চিম পাশে মাঠ। মাঠের পশ্চিম পাশে লোকাল বোর্ডের রাস্তা।রাস্তার পশ্চিম পাশে বনমালী নাথের বাড়ি।একদিন দুপুর বেলায় আমাদের পশ্চিম ভিটের ঘরের পশ্চিমের জানালা দিয়ে

দেখা গেল বনমালী নাথের বাড়িতে পাঞ্জাবীরা আগুন দিয়েছে।ওই বাড়ির দূরত্ব আমাদের বাড়ি থেকে প্রায় ১০০০ গজ হবে।আমার আব্বার বিশ্বাস ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেল সেই সাথে মাথায় আকাশ ভেঙ্গে পড়ল।এতগুলি ছোট ছোট বাচ্চা, একটিও জোয়ান ছেলে নেই, এখন কি করবেন তিনি।শুধুমাত্র পরনের কাপড়টা নিয়েই জান বাঁচাতে সবাইকে নিয়ে দিলেন পূর্ব দিকে দৌড়।বড় দুলাভাই তখন আমাদের বাড়িতে বেড়াতে এসেছিলেন। তিনি আমাকে কোলে নিয়ে দৌড় দিলেন।

কিছু দূর কোলে করে কিছু দূর হেঁটে আমি ভারতে গেলাম।এরই মধ্যে মুক্তিযোদ্ধারা খবর পেয়ে প্রতিরোধে নেমে গেল, তারা পূর্বদিক থেকে আর পাকিস্থানীরা পশ্চিমদিক থেকে গুলি করতে থাকল, বৃষ্টির মত গুলি আমাদের ডানে বায়ে,সামনে পিছনে পড়তে থাকল। পিঁপড়ার দলের মত মানুষের দল ভারতের দিকে দৌড়াচ্ছে, কারু গায়ে কারু পায়ে গুলি লেগে মাটিতে পড়ে কাতরাচ্ছে।এভাবেই আমরা ভারতে পৌঁছিলাম।ভারতে আমার দিন খুব আনন্দেই কাটছিল, সাড়াদিন খেলা আর বন-বাদাড়ে ঘুরে বেড়ানো ছাড়া কোন কাজ ছিল না।মা-বাবার কিভাবে দিন কেটেছে এখন অনুভব করতে পারি, তখন বুঝার বয়স হয়নি।

শরনার্থী ক্যাম্পে আমাদের ঘরটি ছিল রাস্থার সাথে।এই রাস্থা দিয়ে প্রতিদিনই মুক্তি যোদ্ধারা মাথায় লোহার টুপি পরে পশ্চিম দিকে হেঁটে যেত বাংলাদেশের দিকে গুলি ছুড়ত। আর পাকিস্থানীরা সীমান্তের ওপার হতে আর্টিলারী শেল ছুড়ত। আর্টিলারীর গোলা আগুনের গোলার মতই আকাশ দিয়ে এসে আমাদের ক্যাম্পে মাঝে মাঝে পড়তো, অনেকের ঘরের কাছেই পড়েছে। আর্টিলারীর গোলা যখন আসত তখন সবাই মাটিতে শুয়ে পড়ত। আমি নাকি মাকে তখন বলতাম 'মা মাটিতে শুয়েপড় শুয়েপড় আডার লুডি আইতাছে'।

আমরা বাঁশের কঞ্চির বন্দুক দিয়ে পাকিস্থানী আর মুক্তি যোদ্ধা সেজে যুদ্ধ যুদ্ধ খেলতাম।

আমাদের গ্রামটি সীমান্তে হওয়ায় মানুষ প্রায়ই চুপি চুপি চুরি করে গ্রামে

আসত, জিনিস পত্র নিয়ে যেত।আমার আব্বাও একদিন চুপি চুপি গ্রামে রওনা হন। আব্বার পিছু পিছু আমার একটি ৮-৯বছর বয়সী বোনও চলে আসে আব্বা খেয়াল করেননি। গ্রামে পৌঁছার পর আব্বা তাকে দেখতে পান আর তখনই শুরু হয়ে যায় দুদিক থেকে বৃষ্টির মত গুলি।তখন প্রায় সন্ধ্যা ঘনিয়ে এসেছে। আব্বা একটি বড় আম গাছের তলে আশ্রয় নেন। হঠাৎ দেখেন আমার বোনটি নেই।তাকে আর কোন দিন খুঁজে

পাওয়া যায়নি। অবশ্য তাকে খোঁজাও যায়নি তেমন করে কারন গ্রাম ছিল মানুষ শূন্য। হয়তো এম্বুশে পরে সে মরে গেছে। তার লাশও পাওয়া যায়নি।

হঠাৎ একদিন শুনি সবাই বলাবলি করতেছে দেশ স্বাধীন হয়ে গেছে। এই কথার কোন অর্থ আমি বুঝিনি। কিছুদিন পর আমরা কাতলামারার শরনার্থী ক্যাম্প থেকে বাড়ির দিকে রওনা হলাম।ডিশেম্বর মাস, মাঠ ছিল ফাঁকা।আমাদের বাড়ির উত্তর পাশের মাঠ দিয়ে যখন বাড়ির কাছাকাছি আসি তখন দূর থেকে দেখতে পাই আমাদের পশ্চিম ভিটের

টিনের ঘরের পালা (কাঠের খুঁটি) গুলি শুধু বিজয়ী মুক্তিযোদ্ধার ন্যায় মাথা উঁচু করে দাড়িয়ে আছে। বাড়িতে একটি ঘরও নেই। শুধুমাত্র আমাদের নারকেল গাছটি আছে আর কোন গাছ নেই, সব গাছও কেটে ফেলেছে।আমাদের ঘরের চালের টিন দিয়ে এবং খাট, আলমিরা কেটে কেটে তার কাঠ দিয়ে পাকিস্থানিরা বাংকারের ছাদ দিয়েছিল।

বাড়িতে পৌঁছে দেখি আমাদের পশ্চিমের ঘরের ভিটের উপর আপনা আপনি বরবটি গাছ হয়ে লতিয়ে আছে এবং তাতে বরবটি ধরে আছে।এই দু'টি দৃশ্য এখনও আমার চোখে স্পষ্ট ভাসে।

দেশ স্বাধীন হয়েছে আমরা হারিয়েছি ঘর, বাড়ি হয়েছে গাছ শূন্য জমিন।বাড়িতে এখন অনেক গাছ, সব ফলের গাছই আমাদের বাড়িতে এখন আছে। টিনের ঘর, ছনের ঘর, ইটের দালান সবই বাড়িতে হয়েছে।কিনতু আমার বোনটিকে আর ফিরে পাইনি, আমার মা যতদিন বেঁচে ছিলেন প্রায় সময়ই দেখতাম মা বোনটির জন্যে কাঁদে। আমরা এখনও কাঁদি, এই

লেখা লেখার সময়ও কাঁদছি, কাঁদতে হবে আমৃত্যু-এ কাঁন্নার শেষ নেই।

কবিতার এক পাতা

ভুবনবাংলার সকল কবি, কবিতাকর্মী, কবিতার অনুরাগী পাঠককে বিজয়ের শুভেচ্ছা। প্রাণপ্রিয় স্বদেশভূমি বাংলাদেশের বিজয় ছিনিয়ে আনতে যে ত্রিশ লক্ষ প্রাণ আত্মোৎসর্গ করেছেন, দুই লক্ষ মা-বোন সম্ভ্রমহারা হয়েছিলেন, তাঁদের সকলকে জানাই আমাদের হৃদয় নিংড়ানো ভালোবাসা ও সর্বোচ্চ সম্মান। নিঃসন্দেহে তাঁরা দেশের শ্রেষ্ঠ সন্তান। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের গৌরবোজ্জ্বল বিজয়কে সামনে রেখে মানুষের মুক্তির চিরন্তন আকাঙ্খাকে কবিতায় মূর্ত করেছেন কবিগণ প্রায় সবগুলো কবিতায়। কবিদেরকে শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা। আপনাদের জন্যে এক বুক ভালোবাসা ও কবিতাগুলি পড়ার বিনীত আমন্ত্রণ। —**ফারুক ফয়সল**

রাগ

শামস আল মমীন

তোর চুলগুলো কাট নারে বাপ। শ্যাম্পু
করিস না সেলুনে যাস না; শাসন না মানা জেদে
লাফাতে লাফাতে ওরা দখল নিয়েছে তোর গ্রীবা, কাঁধ।
কী তোর কাজ এতো,
কী করিস এতো রাত?
তোর শিশু শরীরের গন্ধ শুঁকে কতো
যে আনন্দে নিষ্পলক কতো বেলা কেটে
গেছে, এখন গুহার মতো তোর খাঁ খাঁ চোখে খুঁজি
তোকে, অসহায়।
তোর নিঃশ্বাসে মায়ের চোখ ছলছল করা গন্ধ।

হ্যাঁ-রে, রাগী ছেলেগুলো, যারা বোমা ফাটায় মিটিং
মিছিলে কী করে তোর বন্ধু হয়ে গেলো রে, কী করে?

নীরব ঘুঙুর

বদরুজ্জামান আলমগীর

সারাদুনিয়া ভর দুপুরে উপুড় হয়ে দেখছে
ডানাওয়ালা মানুষ ও আগুনে পোড়া মাছ
কালের চৌকাঠে জমানো তার আনত মোহর,
নক্ষত্রপুঞ্জের দিকে ভিন গ্রহে উড়ে যাচ্ছে।
চিত্রা হরিণ অযুত নিরভিমানী মায়া হরিণ
রাত্রির তমসা জলে মুখ লুকিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদে
আমাদের মরমি শিল্পী মোহাম্মদ কিবরিয়া বুঝি
বুক ঘষে ইজেলে লেপে দেন খয়েরি মাটির রঙ
সারাদুনিয়া দুই কাটা হাত- মুখ নামিয়ে দ্যাখে
ফিলিস্তিনের নির্লিপ্ত কুয়ায় ঘনঘোর জ্যামিতি
সুতা ছিঁড়ে উড়ে যায় অচিন পাহাড়ের নিচে ঘুড়ি
গর্ভবতী নারীর পানিভাঙা লৌয়ে নীরব ঘুঙ্গুরি।।

ডুবে যাই সব রঙে

হোসাইন কবির

এই ধূসরতায় তাকিয়ে সব রঙে তলিয়ে যাই
এই ধবধবে শাদায় তাকিয়ে শিশুদের কান্না শুনি,
ডানা ছাড়া পাখি'র শোকার্ত পালকে
মৃত শিশুদের অবয়ব আঁকি, শিশুদের কান্না শুনি
যেনো তারা রয়েছে মিশে আমাদের শরীরে
যেনো তারা রয়েছে আমাদেরই শরীরের অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে
এই শাদায়, ধূসরতায় অংকিত অসংখ্য শিশুর অবয়ব–
ছিন্নভিন্ন রক্তাক্ত দেহেরই মানচিত্র
মাহমুদ দারবিশ আমরাও তোমার মত
এই উপত্যকায় 'ডানা ছাড়া পাখি'র শোকার্ত পালকে
অগণন শিশু আর নারীর অবয়ব আঁকি, আর
ডুবে যাই সব রঙে, ডুবে যাই শাদা ও ধূসরতায়।

মৃতরা কথা বলে

তাপস গায়েন

পৃথিবীর যে প্রান্তেই যাই না কেন
আমি থেকে যাই সম্ভাষণহীন
অদৃশ্যতায় দৃশ্যমান হতে থাকে
আমার জগৎ, আর আমি শুনি মৃত মানুষের কলস্বর
মহাকালকে অচেতন জেনে বয়ে যায় সময়
সন্ধ্যার আযান আর উলুধ্বনিতে ভেসে গেছে
বিগত শতাব্দীর ফেলে আসা গ্রাম, জোয়ারের জল,
কচুরিপানা, আর বিষণ্ণ ডোরা সাপ...
জলের সমাধি রেখে
আমার পদচিহ্ন এখন রূপারূপ শিশ্নময়...
মহানগরীর পানশালায় বুঁদ হয়ে আছি,
ত্রিকাল দেখি আমি, আর শুনি—
ঘুম ও স্বপ্নের মাঝে অস্ফুট গুঞ্জন
ম্যাসেঞ্জারে পড়ে আছে মৃত বন্ধুর মিস্‌ড কল
প্রয়াত পিতামাতার মুখচ্ছবি যেন মুগ্ধ জলকলস্বর
আর যুদ্ধ-বিধ্বস্ত জনপদ থেকে
জেগে ওঠে মৃত শিশুদের উত্তোলিত হাত
মৃতরা কথা বলে, নৈঃশব্দ্যে অবিরল...

দুঃস্বপ্ন

রেজা শামীম

দুরত্বকে দুর্গম ভাবিনি কোনদিন
তুমি চাইলেই পাড়ি দিতে পারি চৌদ্দ হাজার মাইল
এয়ারবাসের ছোট্ট জানালায় পরিযায়ী মেঘ দেখতে দেখতে।
স্যাটেলাইট বার্তায় তুমি অনায়াসে জেনে যেতে পারো
আমার ইঞ্চি ইঞ্চি এগিয়ে আসার খবর।

আমার আগেও তোমার কাছে পৌঁছেছে
মোঘল সুলতানেরা তাদের আয়েশী হাতিতে দুলে দুলে।
কিংবা তারও আগে বণিক নাবিক
সন্ধ্যাতারার দিকে কম্পাস ঘুরিয়ে।
আরব্য দূতেরাও এসেছিলো দ্রুতগামী ঘোড়ার ক্ষুরে
ধুলোর ঝড় উঠিয়ে সাহারায়।

তুমি চাইলে আমি জুল ভার্নের ফিকশনের মত
পৃথিবী ঘুরে তোমার কাছে আসতে পারি দ্রুততম সময়ে।
অথবা আদিম সেপিয়েন্সদের মত সুদীর্ঘ পথ পায়ে হেঁটে
যেমন তারা গিয়েছিলো পূর্ব আফ্রিকা থেকে দক্ষিন এশিয়ায়।
অথচ প্রায়শই আমি দুঃস্বপ্নের ভেতর
সামান্য এক সাঁকো ভেঙ্গে পৌনঃপুনিক পড়ে যাই...

স্মৃতি ও স্বপ্ন

মাহমুদ হাফিজ

কোটি জনতার ক্রোধের আগুনে
হানাদার গুটিয়ে নেয় নিষিদ্ধ নখর
রাজপথে ঢল নামে
জনারণ্যে কেটে যায় কুয়াশা আঁধার
পৃথিবীতে কোমল আলো ঢালে রূপোলি মায়াবী চাঁদ
ঘুম থেকে উঠে মানুষেরা কাজে যায়
পাখিরা উড়তে থাকে নীলিমার নীলে।

এইসব স্মৃতি ও স্বপ্নের ঘোরে-
মরা বেঁচে থাকি
একটি ফুলকে বাঁচিয়ে রাখবো বলে।

নিত্যপুরাণ

পারভীন শাহনাজ

পড়ন্ত বেলায় ডানায় রোদ মেখে যে শালিক
নীড়ে ফেরে তার চোখে দিব্য খড়কুটো সংসার
শরীর থেকে চুইয়ে পড়া বিষাদের ঘাম
চেটোতে মুছে তুমিও হয়ে যাও দুরন্ত প্রেমিক
পথ ও পথিকের গল্প সে তো নিত্যপুরাণ
তোমাকে কাছে পাই, না পেয়েও বেশি
যেমন কোনো কোনো যাত্রী ট্রেনের জানালায়
মন রেখে চোখে গেঁথে নেয় ছেড়ে আসা প্ল্যাটফর্ম
সংগোপনে বুকে তুলে রাখে জলজ নিঃশ্বাস
পৃথিবীর গায়ে জ্বর, পায়ে গ্যাংরিন ধনুষ্টংকার
তবুও জোনাকিরা জরায়ুতে আগুন নিয়ে প্রেম
বুনে যায় নিথর রাত্রির গায়।

এক শাস্বত সত্যের সংজ্ঞা

ফারজানা নাজ শম্পা

বিজয়ের গোপন নিঃশ্বাস শুনি নিপীড়িত মানুষের দীর্ঘশ্বাসে
বিভাজনে প্রশ্নবিদ্ধ সভ্যতা, যুদ্ধ আর ঈর্ষার নির্মম আঘাতে!
ধ্বংসের ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন আকাশ-ভেদে ওঠে তবু বিজয়ের সূর্য
বিশ্বযুদ্ধের ক্ষত সারানোর মতোই গাজা ও কিয়েভের ধ্বংসস্তূপে
দল মেলে উঠবে ফুটে নানাবর্ণ সুগন্ধ ছড়ানো মানুষের বিজয় ফুল।

মৃত্যুগন্ধসন্ধানী শকুনের মতোই বিলুপ্ত হবে যুদ্ধবাজের আগ্রাসী শিৎকার,
সমুদ্র গর্জন শোনা যায়, মুক্তিকামী মানুষের প্রত্যয়ের পদযাত্রায়
কেননা বিজয় কোন মিথ নয়, এক শাস্বত সত্যের সংজ্ঞা!
বিজয়ের পদযাত্রা ধ্বনিত হয়েছে—-
চে গুয়েভারা, মহাত্মা গান্ধী, ম্যান্ডেলা আর বঙ্গবন্ধুর চিরঞ্জীব আহ্বানে।

নষ্ট ফুল

নুশরাত রুমু

রাতের খাবারটা এখনও টেবিলেই পড়ে আছে। জানালার পাশে দাঁড়িয়ে আছেন মানোয়ারা বেগম। আজকের দিনটা রৌদ্রজ্জ্বল। সরকারি ছুটির দিন কিন্তু ছেলে- মেয়েরা স্কুলের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়েছে। পেছনে ঘুরে দেয়ালের ক্যালেন্ডারে লাল দাগের তারিখটি কেটে দিলো মনোয়ারা।

১৬ ডিসেম্বর! বাংলাদেশের জন্মদিন আজ। বিজয় দিবস বলেই সারাদেশ এত খুশি। ভাইয়ের ছোট্ট মেয়েটা সেজেগুজে ভোরেই বেরিয়ে গেল কলেজের অনুষ্ঠানে। বসার ঘরে টিভিতে বিজয় দিবসের অনুষ্ঠান চলছে। এসব কিছুতেই মনোয়ারা বেগমের আগ্রহ নেই। একজন পরাজিত নারী ছাড়া নিজেকে কিছু ভাবার সুযোগ হয়নি তার। এখন শুধু জীবনটাকে টেনে নিয়ে যাওয়া...।

কাল রাতেও মনোয়ারার একমাত্র ছেলে মাসুম বিদেশ থেকে ফোন করেছিল। কথা বলতে পারেনি মনোয়ারা। যে সন্তানের পিতৃ পরিচয় নেই, সমাজ যাকে অস্পৃশ্য ভেবে দূরে ঠেলে দিয়েছে, তার সাথে কোন মুখে কথা বলবেন, ভেবে পান না। চোখের জল চেপে ঘরে ঢুকেই দরজা বন্ধ করে দিলেন তিনি।

মনে পড়ে গেল তার ৭১-এর বিভীষিকাময় দিনগুলোর কথা!

দরজার ওপাশ থেকে ছোটভাই রায়হান অনেক ডাকাডাকি করেও সাড়া পেলেন না। কেঁদেই চলেছেন মনোয়ারা। রায়হানের স্ত্রী রাজিয়া এসে বলল "কাঁদতে দাও, জানো তো এই মাসে বুবু কতটা কষ্টে থাকেন। কেঁদে কিছুটা হালকা হোক।

রায়হান সাহেব ঢাকার অভিজ্ঞ ব্যবসায়ী। নিরিবিলি একজন মানুষ। বড়বোন মনোয়ারাকে খুব ভালোবাসেন কিন্তু কিছুতেই বোনের কষ্ট দূর করতে পারেন না।

সমাজ যখন তার বোনকে বীরাঙ্গনা বলে বিদ্রুপের হাসি হাসে তীব্র মনস্তাপে কুঁকড়ে পড়ে তার সমস্ত সত্তা। রায়হান সাহেবরা মাত্র দু'ভাই-বোন। তার জন্মের পরই মা মারা গিয়েছিলেন। চাচা- চাচির সংসারে তারা বড় হচ্ছিলেন। বাবা আজিমুল্লাহ সন্তানদের কথা ভেবে দ্বিতীয় বিয়ে করেননি। পুলিশের চাকরি থেকে তিনি ১৯৭১ সালে পালিয়ে মুক্তিবাহিনীতে যোগ দেন। মনোয়ারা তখন অষ্টম শ্রেণির ছাত্রী। রায়হান চতুর্থ শ্রেণির ছোট্ট বালক। চাচা হাফিজউল্লাহ্সহ গ্রামের আরো কিছু যুবক দেশের টানে যুদ্ধে চলে গেলেন। স্বাধীনতা বিরোধী চক্রের নজরে পড়ল তাদের পরিবার। গভীর রাতে কয়েকজন মানুষ এসে দরজা ধাক্কা দিলো। চাচি রমিজা জেগে উঠলেও ভয়ে নড়ার শক্তি হারিয়ে ফেলেন। অকথ্য গালাগালির শব্দে মনোয়ারা জেগেই বুঝতে পারল রাজাকার এসে গেছে। দ্রুত জানালার শিক ভেঙে রায়হানকে বের করে দিলো। চাচাত ভাই ছোট্ট সবুজকে কোলে নিয়ে বেরোতে যাবে, এমন সময় লাথি মেরে দরজা ভেঙেই তারা ঘরে ঢুকে পড়ল। মনোয়ারার কোল থেকে সবুজকে টেনে উঠানে ফেলে দিল একজন। মনোয়ারাকেও টেনে ঘর বের করতে চাইল, চাচি রমিজা উঠে বাধা দেয়ায় গুলি করে ঝাঁঝরা করে দিলো তাকে। অবুঝ শিশু সবুজের কান্নার শব্দে পাষন্ডগুলো আরো নির্মম হয়ে উঠেছিল। পায়ের তলায় পিষ্ট করে চিরতরে তাকে চুপ করিয়ে দিলো। খড়ের গাদার নিচে লুকিয়ে সবকিছু দেখছিলো রায়হান। চারজনের দলটি এবার বেশ পরিতৃপ্ত। পাক বাহিনীর ক্যাম্পে নিয়ে মনোয়ারাকে জমা দিয়ে নিজেদের যোগ্যতা জাহির করবে আজ।

টেনে-হিঁচড়ে মনোয়ারাকে নেবার পথে তার আত্মচিৎকারে পথের কুকুরগুলোও যেন বাক রুদ্ধ হয়ে গেল। নৈঃশব্দের রাত্রির বুকে বেজেছিল দুঃসময়ের অস্পষ্ট সাইরেন। ভোরের আলো ফুটলেও তা ছিলো নিষ্প্রাণ।

দীর্ঘ নয় মাস রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পর দেশ স্বাধীন হলো।

বাংলাদেশ নামক দেশ পৃথিবীর মানচিত্রে জায়গা করে নিলো কিন্তু মনোয়ারারা কি পেল? বীরাঙ্গনা উপাধী দিয়ে কতটুকু সম্মান ফিরিয়ে দিতে পেরেছি আমরা? সে হিসাব মেলে না কারো কাছেই। এক নষ্ট ফুলের পরাগ নিয়ে অভিশাপের বলয়ে তাঁদের বেঁচে থাকা..!

উত্তাল দিনের কথা

কনক কুমার প্রামানিক

একাত্তরের উত্তাল দিনের কথা। বঙ্গবন্ধু তখন স্বাধীনতার ডাক দিয়েছেন। তাঁর ডাকে সাড়া দিয়ে মুক্তিযুদ্ধে সাড়া দিয়েছেন দেশপ্রেমিক লাখো জনতা। মাতৃভূমির বিপদে ঘরে বসে থাকতে পারেননি যুবক, বৃদ্ধ, তরুণ কেউই। টগবগ করছে রক্ত। পাক হায়েনাদের নির্মম নির্যাতনে ইতোমধ্যে দেশ ছেড়েছে অনেকে। পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতের বিভিন্ন শরণার্থী শিবিরে ঠাঁই হয়েছে তাদের। কারো মনে শান্তি নাই। দেশ ছেড়ে দেশের মানুষ ছেড়ে কি শান্তিতে থাকা যায়? পাকিস্তানি মিলিটারি আর তাদের দেশীয় দোসররা নির্বিচারে মানুষ হত্যা করছে। জ্বালিয়ে দিচ্ছে গ্রামের পর গ্রাম। আতঙ্কে কাটছে সবার দিন। না জানি কখন কি হয়। বাড়ি ঘর ছেড়ে কেউ কেউ মাঠ ঘাট আর নির্জন বন জঙ্গলে লুকিয়ে থাকছে। গ্রামে গ্রামে মিলিটারিরা ক্যাম্প বসিয়েছে। তাদের সাহায্য করছে দেশীয় রাজাকার, আলবদর, আল সামস বাহিনী। দিনে দুপুরে বাড়িঘর লুটপাট করছে। গরু ছাগল টেনে নিয়ে হায়েনাদের খাতির যত্নও করছে। যুবতী, বিবাহিত আর অবিবাহিত নারীদের জোরপূর্বক ধরে ধরে মনোরঞ্জনের জন্য তুলে দিচ্ছে পাক হায়েনাদের হাতে। শত শত নিরীহ নারীর আর্তনাদে দিনকে দিন ভারী হচ্ছে আকাশ বাতাস। একটা মুক্ত স্বাধীন দেশের স্বপ্ন নিয়ে গেরিলা প্রশিক্ষণ নিচ্ছে মুক্তিবাহিনী।

রহিম সোনাপুর গ্রামের যুবক। ২১ বছরের দুরন্ত বয়স। টগবগে রক্ত ঝাঁকুনি দেয় শরীরে। মাত্র কয়েক মাস হলো বিয়ে করেছে সে। স্ত্রী কমলা ভীষণ সুন্দরী। এখনো গায়ে ওদের বিয়ের গন্ধ লেগে আছে। দুজনের মধ্যে দারুণ ভাব ভালোবাসা। সারাদিন খুনসুটিতে সময় কেটে যায় ওদের। তার মধ্যে লেগে যায় দেশের মধ্যে তুমুল এক যুদ্ধ। আকাশে বাতাসে কান পাতা দায়। সারাক্ষণই গোলাগুলি আর বোমা ফাটার বিকট শব্দ। রহিমের পাশের বাড়ির ছেলে জাফর। খুব খারাপ প্রকৃতির ছেলে। নারী লোভী আর চরিত্রহীন। ওকে নিয়ে বেশ কয়েকবার বিচার সালিশও হয়েছে। তবুও শোধরানোর নয় সে। এবার জাফরের খারাপ নজর পড়েছে রহিমের সুন্দরী স্ত্রী কমলার প্রতি। নানা সময় বিভিন্ন খারাপ অঙ্গ ভঙ্গিতে বাজে ইশরা করেছে কমলাকে। রহিম এসব শোনার পর তাকে কয়েকবার ধোলাইও করেছে। তারপর থেকে দুজনের চরম একটা শত্রুতা তৈরি হয়েছে। এখন জাফর শুধু একটা সুযোগের অপেক্ষায়। ক্ষতি করবে রহিমের। এবার সে মোক্ষম একটা সুযোগ পেয়ে যায়। নাম লেখায় রাজাকারের দলে। তার অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে পড়ে গ্রামবাসী। লুটপাট, ধর্ষণ, রাহাজানি সবকিছুতে দক্ষ হয়ে ওঠে সে। রহিমের অবর্তমানে পাকসেনাদের সহায়তায় একদিন সে কমলাকে তুলে নিয়ে যায় আর্মি ক্যাম্পে। তারপর নরপশুর দল রাতভর পাশবিক অত্যাচার চালায় তার উপর। নির্মম সে অত্যাচার। আকাশ বাতাস ভারী হয়ে ওঠে কমলার করুণ আর্তনাদে। সহ্যের সীমানা পেরিয়ে যায়। ছিঁড়ে খুড়ে হায়েনারা ক্ষত বিক্ষত করে কমলার নিষ্পাপ দেহখানি।

পরদিন ভোরে কমলার স্পন্দনহীন দেহখানা পড়ে থাকে গ্রামের পাশের খালপাড়ে। প্রতিশোধের স্পৃহায় উত্তপ্ত হয়ে ওঠে রহিমের শীতল তনু। নাম লেখায় মুক্তিবাহিনীতে। বর্ডার পেরিয়ে ভারতে গিয়ে গেরিলা ট্রেনিং নেয় সে। ট্রেনিং শেষ করে গ্রামে ফিরে আসে রহিম। সঙ্গীয় মুক্তিবাহিনী নিয়ে গুড়িয়ে দেয় মিলিটারি ক্যাম্প। জাফরসহ সব রাজাকারদের ঝাঁঝরা করে দেয়। অবশেষে স্বাধীনতার রক্তিম সূর্যটা পুব আকাশে উদিত হয়। ঘরে আসে বহু কাঙ্খিত স্বপ্নের স্বাধীনতা। রক্তের নদী পেরিয়ে অধরা বিজয় ধরা দেয়। হারিয়ে যায় কমলার মতো হাজার হাজার বীরাঙ্গনা। লক্ষ লক্ষ তরতাজা প্রাণ। সদ্য স্বাধীন দেশে প্রাণ ভরে মুক্তির স্বাদ নেয় সবাই। কিন্তু রহিম আজ উন্মাদ। গ্রামে গ্রামে ঘুরে বেড়ায়। খুঁজে বেড়ায় প্রিয়তমা স্ত্রী কমলাকে।

তিতানের বিজয়

শামছুন ফৌজিয়া

শিমুলপুর হাইস্কুল মাঠে তিনদিন ব্যাপী বিজয় দিবসের অনুষ্ঠান চলছে। চমৎকার কারুকাজে কাগজ কেটে মাঠ সাজানো হয়েছে। প্যান্ডেল দেখলে চোখ জুড়িয়ে আসে।সবার বসার জন্য চেয়ার পাতা আর ওপরে সামিয়ানা। সুন্দর সব ফুল আর লাল সবুজের পতাকা দিয়ে সাজানো হয়েছে মঞ্চ। তিনদিন যাবত খেলাধুলা হচ্ছে, প্রতিদিন বিকেলে নাটক মঞ্চস্থ হচ্ছে।শীতের রাত উপেক্ষা করে একদিন তিতান গিয়েছিল নাটক দেখতে। বেশ আনন্দ লেগেছিল তার! মুক্তিযাদ্ধা যারা সেজেছিল তাদের দুর্দান্ত অভিনয় মন কাড়ার মতো।

তিতান চতুর্থ শ্রেণিতে পড়ে। সবাই জানে সে দুষ্টোর শিরোমণি। লেখাপড়ায় তেমন ভালো না হলেও শিক্ষকদের কথা শুনে সে। তিতানের পরিবার খুবই দরিদ্র, নুন আনতে পান্তা ফুরোয় অবস্থা। তার বাবা সারাদিন বাসের হেল্পারি করেন, যাত্রী ওঠায় নামায় আর জোরে জোরে হাঁক দেন। কখনো কোন জায়গা, সেটা বলে দেন। তিতানের আরো দু'ভাই বোন আছে। তিতানের বড়ো ভাই, সংসারের টানাপোড়েনে মিঞাবাড়ি কাজ করে। আর বোনটি ছোট চার বছরের। তিতান খুব দাদিপ্রিয়। দাদির মুখে সে মুক্তিযুদ্ধের নানা গল্প শুনেছে। তার দাদা যে যুদ্ধে মারা গিয়েছিল, তাও শুনেছে। দাদিই বলেছিল, পাক হানাদার তিতানদের বাড়ির এককোণে মেশিনগান বসিয়ে খুঁজে খুঁজে গ্রামের সবাইকে জড়ো করিয়েছিল। লাইন ধরে দাড় করিয়ে একে একে সবাইকে গুলি করেছিল। যারা বলেছিল 'পাকিস্থান জিন্দাবাদ' শুধু তারাই বেঁচে গিয়েছিল সেদিন।

তিতান বসে আছে স্কুলের মাঠে। দুষ্টু বলে কেউ তার কাছে আসে না। তবে স্কুলের স্যার, ম্যাডামরা তাকে ভালোবাসেন। সবাই গান, কবিতা যেমন খুশি তেমন সাজো সহ অনেক কিছুর প্র্যাক্টিস করছিল আর তিতান সেগুলো দেখছিল। সে মনে মনে বহুবার মরহুম দাদার মত মুক্তিযাদ্ধা সেজেছে, দেশের জন্য প্রাণ দিয়েছে। আজ স্কুলে ১৬ই ডিসেম্বর মহান বিজয় দিবস পালিত হচ্ছে। প্রধান অতিথি একজন মন্ত্রী বসে আছেন মঞ্চে, সাথে চেয়ারম্যান সহ নেতাকর্মী অনেকে। মাইকে একের পর এক গান কবিতা ভেসে আসছে। যেমন খুশি তেমন সাজো'তে তিতান অংশ নিল। কোনো প্র্যাক্টিস ছাড়াই সে এত সুন্দর মুক্তিযাদ্ধার অভিনয় করল যে, তা দেখে সবাই হাততালি দিতে লাগল। তিতান খুব খুশি হলো। খুশি হলো স্যার, ম্যাডামরাও। তারা বলেই ফেললেন, বুঝলি তিতান! তুই যদি দুষ্টুমি কম করতি তাহলে অনেক কিছু করতে পারতি। তোর মাঝে প্রতিভা আছে রে ...!

তিতান যখন শুনল মাইকে তার নাম ঘোষণা হচ্ছে, সে খুশিতে গিয়ে পুরস্কার হাতে নিল। একইমাঝে এলাকার মুক্তিযাদ্ধাদের তালিকা পড়া হলো, কিন্তু সেখানে তিতানের দাদার নাম নেই। হঠাৎ তার মন খারাপ হয়ে গেল। চোখ ভিজে উঠল! সে জোরে জোরে বলতে লাগল, আমার দাদা মুক্তিযাদ্ধা ছিলেন। তিনি একজন দেশপ্রেমিক কেউ তাঁর কথা বলছেন না। আমি বলব, আমার দাদা শহীদ মুক্তিযাদ্ধা আরফান আলী, আমার দাদি এখনো বেঁচে আছেন। বিশ্বাস না হলে দাদি ও বাবার কাছ থেকে জেনে নিন। পাশের বাড়ির সবাই জানে আমার দাদার কথা। কেউ না বলুক আমি বলব, আমি একজন মুক্তিযাদ্ধার নাতি।

সবাই বিস্ময় নিয়ে তিতানের দিকে তাকিয়ে রইল।

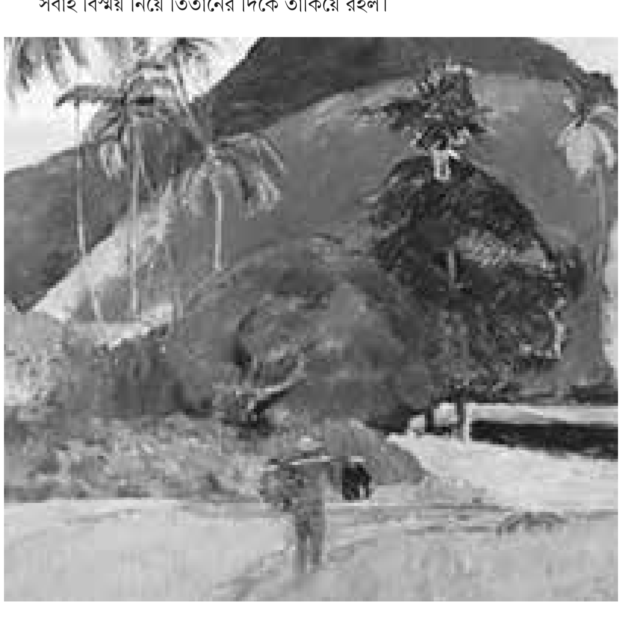

১৭ ডিসেম্বর বাগেরহাট মুক্ত দিবস

সিকদার মনজিলুর রহমান

১৯৭১-এর ১৬ ডিসেম্বর সারাদেশ যখন বিজয়ের আনন্দে উত্তাল, বাগেরহাটের আকাশে তখনও উড়ছিল চাঁদ তারা খচিত পাকিস্তানী পতাকা। তখনও নির্যাতন, হামলা, লুটপাট চালিয়ে যাচ্ছে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী ও তাদের দোসররা। ১৬ ডিসেম্বর পাকিস্তানী হানাদার বাহিনী রাজধানী ঢাকায় রেসকোর্সে আত্মসমর্পণ করলেও বাগেরহাট হানাদার মুক্ত হয় একদিন পর, ১৭ ডিসেম্বর। এবং ১৮ ডিসেম্বর আনুষ্ঠানিকভাবে স্বাধীন বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হয়।

পাকিস্তান সরকারের তৎকালীন শিক্ষামন্ত্রী মাওলানা আবুল কালাম মুহাম্মদ ইউসুফ (একেএম. ইউসুফ) রাজাকার-আলবদর বাহিনীর প্রতিষ্ঠাতা, জন্মস্থান বাগেরহাট জেলার শরণখোলায় হওয়ায় তখনও বাগেরহাট ও তার অধীনস্থ থানাগুলোও ছিল রাজাকার বাহিনীর নিয়ন্ত্রণে। একেএম ইউসুফের দোসর খুলনা অঞ্চল প্রধান রাজাকার রজব আলী ফকির ও কুখ্যাত আকিজ উদ্দিন ফকির এর নেতৃত্বে বাগেরহাটে তখনও ব্যাপক লুঠপাট ও মুক্তিকামী মানুষকে হত্যা ও নির্মম নির্যাতন অব্যাহত ছিল। মদনের মাঠ ছিল রাজাকারদের ক্যাম্প, বর্তমান পানি উন্নয়ন বোর্ড। জেলা পরিষদ ডাক বাংলো ছিল রাজাকারদের বিচারালয় আর মাঠ টর্চার সেল।

১৬ ডিসেম্বর ঢাকাসহ দেশ স্বাধীন হওয়ার পর বাগেরহাটের মুক্তিযোদ্ধারা উদগ্রীব হয়ে পড়ে। তারা শহর দখলের পরিকল্পনা করে। ১৯৭১ সালের ১৭ ডিসেম্বর শুক্রবার দুপুর আড়াইটার দিকে বাগেরহাট শহরের ডাকবাংলোতে অবস্থিত রাজাকারদের ক্যাম্প দখল করে সেখানে স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা ওড়ানো হয়। এইদিন সকালে জেলার চিতলমারীর সন্তোষপুরে অবস্থিত বাগেরহাট সাব-সেক্টরের হেড-কোয়াটার থেকে সাবসেক্টর কমান্ডার তাজুল ইসলাম মুক্তিযোদ্ধাদের ফল-ইন করিয়ে মোট দুটি গ্রুপে ভাগ করে বাগেরহাট শহরের দিকে রওনা হন। তাজুল ইসলামের নেতৃত্বাধীন বড় দলটি মুনিগঞ্জ খেয়া পার হয়ে বাগেরহাট শহরে ঢোকে। অন্যদিকে ছোট আরেকটি দল সুলতানপুরের পথে বাগেরহাট মাঝিঘাট দিয়ে নদী পার করানো হয়। দ্বিতীয় দলের নেতৃত্ব দেন কমান্ডার রফিকুল ইসলাম খোকন ও সৈয়দ আলী। শহরের উত্তর-পূর্ব দিক দিয়ে ও দক্ষিণ-পশ্চিম দিক থেকে মেজর জিয়া উদ্দিনের বাহিনী সম্মিলতভাবে বাগেরহাট শহর দখলের জন্য আক্রমন করেন।

বাগেরহাট সদর থানায় রাজাকার ক্যাম্পে অবস্থানরত রাজাকার-আল বদর ও পাকিস্তানী বাহিনী প্রতিরোধ গড়ে তোলার চেষ্টা করে। কিন্তু মুক্তিযোদ্ধাদের আক্রমণের মুখে টিকতে না পেরে পাকিস্তান বাহিনী পালিয়ে যায়। ঐ দিন দুপুরেই বাগেরহাট শত্রু মুক্ত হয়। বিজয়ের আনন্দে সাধারণ মানুষ উল্লাস ও আনন্দে ফেটে পড়ে। মুক্তিকামী জনতাকে সঙ্গে নিয়ে মুক্তিযোদ্ধারা বাংলাদেশের লাল সবুজের পতাকা উত্তোলন করেন।

বাগেরহাট শহর মুক্তি প্রসঙ্গে প্রয়াত মুক্তিযোদ্ধা হাজরা জাহিদুল ইসলাম মন্নু জানান, ১৭ ডিসেম্বর দুপুরে মুক্তিযোদ্ধাদের সম্মিলিত আক্রমণের মুখে বাগেরহাট সদর মুক্ত হলে কচুয়াসহ অন্যান্য থানার রাজাকার আলবদর বাহিনীর সদস্যরা কেউ পালিয়ে যায়, আর কেউ আত্মসমর্পণ করে। আমাদের কচুয়া ছিল রাজাকার কমান্ডার মনিরুজ্জান তিনিও সদলবলে কচুয়া ছেড়ে পালিয়ে যান। কচুয়ায় রাজাকারদের ক্যাম্প ছিল তৎকালীন সিও অফিস বর্তমান উপজেলা পরিষদ ভবন । রাজাকারগন পালিয়ে গেলে কচুয়ার স্থানীয় জনগণ কচুয়ার পানীয়জলের দিঘীতে প্রচুর পরিমাণ আগ্নেয় অস্ত্র গোলাবারুদ এবং স্থানীয়দের বাড়িঘর থেকে লুট করে আনা হাড়িপাতিল ডেগ খোন্তা কুড়াল উদ্ধার করে। ঐ দিনই সমগ্র বাগেরহাট মুক্তিযোদ্ধাদের দখলে আসে এবং ১৮ ডিসেম্বর আনুষ্ঠানিকভাবে স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা বর্তমান স্বাধীনতা উদ্যান এলাকায় উড়ানো হয়।

May your Christmas be relaxing and stress-free so that you can recharge for the new year" "Wishing you and your family love, peace, and happiness!" "Wishing you peace, love, and joy this holiday Season
Selling, Buying!
Renting or Investing
I can help
MERRY
Christmas
& HAPPY NEW YEAR
Sheeba Rozario
Licensed Re. Salesperson
Call me for an appointment today
Cell: 929- 424-6152
Email: s.rozario@kw.com
75-35 31st Ave Suite 202 Jackson Heights, NY 11370
Office: 347-846-1200
Each Office is Independently Owned & operated
kw LANDMARK II
KELLERWILLIAMS. REALTY
MLS

বাংলাদেশ খ্রীষ্টান এসোসিয়েশন অব্ কানেকটিকাটের পক্ষ থেকে
দেশে-বিদেশে জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে আমেরিকার বিভিন্ন স্টেট-এর
সকলকে জানাই শুভ বড়দিন ও নববর্ষের শুভেচ্ছা।
Bangladesh Christian Association Of Connecticut
BCAC
BANGLADESH CHRISTIAN ASSOCIATION OF CONNECTICUT
CABINATE MEMBERS FOR
January 2023 TO December 2025
এন্ড্রু রিপন গমেজ
সভাপতি
Andrew Ripon Gomes
President
জুয়েল রোজারিও
সহ সভাপতি
Jewel Rozario
Vice President
ডেরিক বৈরাগী
সহ সভাপতি
Derrick Bairagee
Vice President
শীতল এডুইন ক্রুশ
সাধারণ সম্পাদক
Shital Edwin Cruze
Secretary
নীহার আন্না গমেজ
সহ সাধারণ সম্পাদক
Nihar Anna Gomes
Asst. Secretary
জেসি কর্ণেলিয়াস রোজারিও
কোষাধ্যক্ষ
Jessy Cornelious Rozario
Treasurer
মাইকেল রয়
সাংগঠনিক সম্পাদক
Micheal Roy
Organizing Secretary
বিচিত্রা পালমা
শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক
Bichitra Palma
Cultural Secretary
কেনেট এসেনসন
সহ শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক
Kanet Assension
Asst. Cultural Secretary
শান্ত পালমা
ক্রীড়া সম্পাদক
Shanto Palma
Sports Secretary
সোমা মার্সিয়া গমেজ
গ্রন্থনা ও প্রকাশনা সম্পাদক
Shoma Marshia Gomes
Editors of Essays and publication
ফুলকুমারী গমেজ
ধর্মীয় ও মহিলা বিষয়ক সম্পাদক
Fulkumary Gomes
Religious & Women Secretary
উত্তম মজুমদার
যুব ও ছাত্র বিষয়ক সম্পাদক
Uttam Mazumder
Youth & Students Secretary
রুমি গমেজ
প্রচার সম্পাদক
Rumi Gomes
Communications & publish Secretary
অরুণ দাশ
নির্বাচিত কার্যকরি সদস্য
Arun Das
Elected Executive Member
সমীর দত্ত
মনোনীত সদস্য
Samir Datta
Nominated member
Ex President of BCAC
হেমন্ত পালমা
মনোনীত সদস্য
Hemonto Palma
Nominated member
Ex President of BCAC
কলিন্স বৈদ্য
মনোনীত সদস্য
Collins Baidya
Nominated member
Ex President of BCAC
স্বপন গমেজ
প্রধান উপদেষ্টা
Swapon Gomes
Chief patron
নিকোলাস গমেজ
উপদেষ্টা
Nicholas Gomes
Advisor
বার্ণাড অনিল রিবেরু
উপদেষ্টা
Barnerd Anil Reberio
Advisor
এলডার মাইকেল সাহা
উপদেষ্টা
Elder Michael Shah
Advisor
মানিক গমেজ
উপদেষ্টা
Manik Gomes
Advisor
সুরেশ পালমা
উপদেষ্টা
Suresh Palma
Advisor
শ্যামল জেভিয়ার রোজারিও
উপদেষ্টা
Shyamol Xavier Rozario
Advisor

UP TO 10% Discount
on Flight Booking

Special Fare Available

NEW YORK - DHAKA - NEW YORK

Emirates · QATAR AIRWAYS · KUWAIT AIRWAYS · TURKISH AIRLINES

Book Online
www.globaltravelbd.com

- All domestic & international flights any country
- No extra charge for credit card
- No hidden charges
- 24/7 customer support

US: 718-406-9745
BD: 01810140650

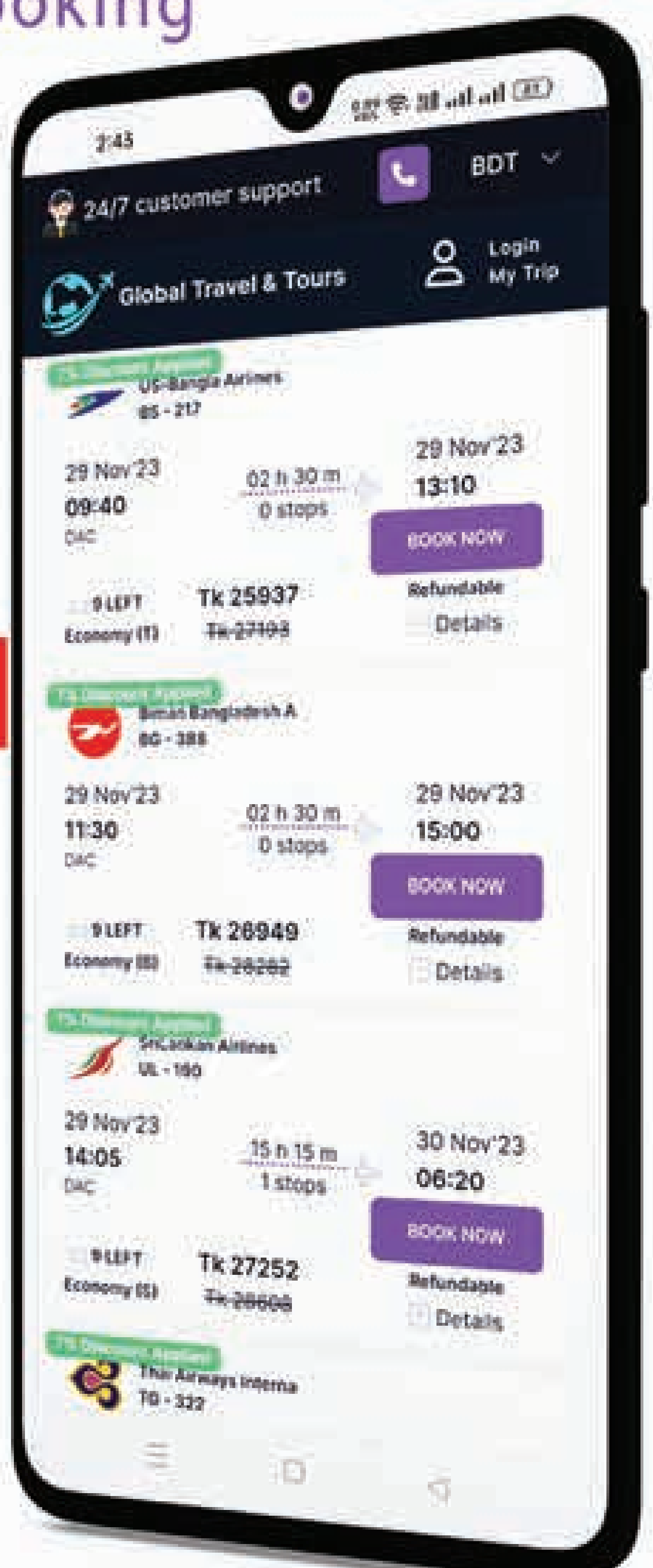

World Tours & Travel

USA Office
37-12 75th St,
2nd floor Suite # 206.
Jackson Heights, NY-11372, USA

Dhaka Office
78/E (3rd Floor),
Purana Paltan Line,
Bijoynagar, Dhaka- 1000

24/7 Hotline: 718-406-9745

প্রথম আলো

Prothom Alo North America
21 December 2023, Thursday, Issue 353
২১ ডিসেম্বর ২০২৩, ৬ পৌষ ১৪৩০, ৮ জমাদিউস সানি ১৪৪৫, বৃহস্পতিবার

উৎসব

শিশুদের বড়দিনের কী উপহার

রবিউল কমল

খ্রিস্ট-ধর্মাবলম্বীদের সবচেয়ে বড় উৎসব বড়দিন। আর উৎসব মানেই একগাদা উপহার। বিশেষ করে শিশুদের কাছে উৎসবের মূল আকর্ষণই হলো উপহার। শিশুদের জন্য উপহারসামগ্রী কিনতে রীতিমতো কাগজ কলম নিয়ে তালিকা করতে হয়। সেসব ঝামেলা এড়াতে জেনে নিন শিশুদের জন্য বড়দিনের কিছু উপহারের খোঁজ।

চকলেট ও কার্ড: চকলেট এমন একটা খাবার যেটা সব শিশুদের কাছেই পছন্দের। তাই বড়দিনে যেকোনো বয়সী শিশুর জন্য চকলেট থেকে ভালো উপহার আর হয়না। আর মজাদার সব চকলেট পেয়ে যাবেন একদম হাতের নাগালেই। আশেপাশের যেকোনো সুপার-শপ, শপিং-কমপ্লেক্সেই পাবেন নানারকম চকলেট। তাছাড়া আরচিস, আগোরা, স্বপ্ন, মিনা-বাজারে পেতে পারেন সুন্দর সব

এরপর পৃষ্ঠা ৩১ কলাম ১

ভুয়া মুক্তিযোদ্ধা নিয়ে বিজয় দিবসের অনুষ্ঠানে হট্টগোল

জাতিসংঘে স্থায়ী মিশন

ইমা এলিস

যুক্তরাষ্ট্রের নিউ ইয়র্কে জাতিসংঘে বাংলাদেশ স্থায়ী মিশন আয়োজিত মহান বিজয় দিবসের অনুষ্ঠানে ভূয়া মুক্তিযোদ্ধা প্রসঙ্গ নিয়ে চরম হট্টগোল হয়েছে। স্থানীয় সময় ১৬ ডিসেম্বর শনিবার সন্ধ্যায় বাংলাদেশ স্থায়ী মিশনের মিলনায়তনে বিজয় দিবসের অনুষ্ঠান চলাকালে এ ঘটনাটি ঘটে। এ সময় জাতিসংঘে নিযুক্ত বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি রাষ্ট্রদূত মোহাম্মদ আব্দুল মুহিত উপস্থিত ছিলেন। এর আগে বিকেলে নিউ ইয়র্কস্থ বাংলাদেশ কনস্যুলেটের বিজয় দিবসের অনুষ্ঠানে মুক্তিযোদ্ধাদের সংক্ষিপ্ত বক্তব্য দেবার কথা বলা হলে বেশ কয়েকজন মুক্তিযোদ্ধা অসন্তোষ প্রকাশ করে ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন। তবে কনস্যুলেটের অনুষ্ঠানে কোন হট্টগোল হয়নি বলে জানিয়েছেন নিউ ইয়র্কস্থ বাংলাদেশ কনস্যুলেট।

মুক্তিযোদ্ধাদের মাঝে অসন্তোষ ও হট্টগোলের বিষয়ে জাতিসংঘে বাংলাদেশ স্থায়ী মিশনে যোগাযোগ করা হলে কর্তৃপক্ষ কোন সদুত্তর দেননি। যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী প্রকৃত মুক্তিযোদ্ধাদের দাবি জাতিসংঘে বাংলাদেশ স্থায়ী মিশন ও নিউ ইয়র্কস্থ বাংলাদেশ কনস্যুলেটে দীর্ঘদিন ধরে ভুয়া মুক্তিযোদ্ধারা দখল করে রেখেছে। কোন অনুষ্ঠানেই আসল মুক্তিযোদ্ধারা কথা বলার তেমন কোন সুযোগ পান না। এ নিয়ে কথা কাটাকাটির এক পর্যায়ে মুক্তিযোদ্ধাদের মাঝে বাক-বিতন্ডা ও হট্টগোল দেখা দেয়।

এরপর পৃষ্ঠা ৩১ কলাম ৪

কমিউনিটি অপ-এড

আমাদের লক্ষ্য, একহাতে ডিগ্রি অন্য হাতে চাকরি

এইচ বি রিতা

এরিক অ্যাডামস

'তরুণদের জন্য আমাদের লক্ষ্য হল তাদের এক হাতে স্নাতক ডিগ্রি এবং অন্য হাতে চাকরির প্রস্তাব দেয়া। কারণ গভর্মেন্ট তাদের প্রতিটি পদক্ষেপের জন্য সঠিক পরিবেশ তৈরি করছে।

প্রতিটি শিশুকে তাদের সঠিক পথ খুঁজে পেতে এবং তাদের স্বপ্নের কেরিয়ার অর্জনে সহায়তা করা, যাত্রার শুরু থেকেই আমাদের প্রশাসনের লক্ষ্য'- বলেছেন সিটি মেয়র এরিক অ্যাডামস্। অ্যাডামস্ বিশ্বাস করেন, যুবকদের সফল হওয়ার জন্য যে নমনীয়তা এবং সম্পদশালীতার প্রয়োজন তা বিকাশের মূল চাবিকাঠি হল শিক্ষা।

১৮ ডিসেম্বর কমিউনিটি অপ :এড-এ তিনি বলেন, 'তরুণদের উন্নত করা, সম্ভাবনা পূরণ করা এবং অর্থনীতিতে

এরপর পৃষ্ঠা ৩১ কলাম ৪

ব্যালটে ট্রাম্পের নাম থাকবে না?

যুক্তরাষ্ট্রের নির্বাচন

রহমান মাহবুব

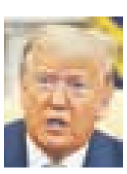

ডোনাল্ড ট্রাম্প

কলেরাডো সুপ্রিম কোর্ট ট্রাম্পকে ২০২৪ সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের ব্যালট থেকে প্রত্যাহার করার পক্ষে রায় দিয়েছে। ১৯ ডিসেম্বর মঙ্গলবার আদালতের এ সিদ্ধান্ত সাবেক প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের জন্য দুঃসংবাদ বলে মনে করা হচ্ছে।

যুক্তরাষ্ট্র সংবিধানের ১৪তম সংশোধনীর ভিত্তিতে রাজ্য সুপ্রিম কোর্টে ৪-৩ ভোটে এই অপ্রত্যাশিত সিদ্ধান্তটি আমেরিকার রাজনীতিকে কিছুটা হলেও উত্তপ্ত করে তুলেছে। আদালতের আদেশে বলা বলা হয়েছে ট্রাম্প প্রেসিডেন্ট

এরপর পৃষ্ঠা ৩১ কলাম ৩

অবশেষে কমিটি গঠন আটাবের

নিউইয়র্ক

মনজুরুল হক

নিউইয়র্কে ট্রাভেল এজেন্টদের সংগঠন আটাব। স্বনামধন্য এ সংগঠনটিতে দীর্ঘদিন স্থবিরতা বিরাজ করছিল। অবশেষে ২০ ডিসেম্বর বুধবার সাধারণ সভার মাধ্যমে সক্রিয় হয়ে উঠেছে আটাব। গঠন করা হয়েছে নতুন কমিটি। ভোটের মাধ্যমে কমিটি গঠন করা হয়েছে বলে সংগঠনের সদস্যদের সুত্রে জানা গেছে।

২৬ অক্টোবর প্রথম আলো উত্তর আমেরিকায় " নিউইয়র্কে ট্রাভেল সংগঠন আটাব সংগঠন স্থবির হয়ে পড়েছে" শীর্ষক সংবাদ প্রকাশিত হওয়ার পরই সংগঠনের কর্মকর্তরা তৎপর হয়ে ওঠেন। এরপরই বুধবার সাধারণ সভা ডাকা হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের সভাপতি রহমানিয়া ট্রাভেলের সিইও মাওলানা কে রহমান মাহমুদ।

সাধারণ সভায় মান অভিমান থাকলেও সবাই সম্প্রীতির কথা বলেন। বাংলা ট্রাভেলের সিইও বেলায়েত হোসেন বলেন, আমাদের ব্যবসায়ীদের মধ্যে ভাতৃত্ব যেন টিকে থাকে সেদিকে সবাইকে খেয়াল রাখতে হবে। তিনি সংগঠনের জন্য সার্বিক সহযোগিতার কথা বলেন।

বেশ কয়েকজেনের বক্তব্য শেষে সভাপতি পদে প্রার্থীতা ঘোষনা করেন মাওলানা কে রহমান মাহমুদ। তার প্রতিদ্বন্ধি ছিলেন কর্ণফূলী ট্রাভেলের সিইও মোহাম্মদ হারুন। সাধারণ সদস্যদের ভোটে সভাপতি পদে নির্বাচিত হন মোহাম্মদ হারুন।পরে সাধারণ সদস্যদের মতামতের ভিত্তিতে সহ সভাপতি মনোনয়ন করা হয় মাওলানা কে রহমান মাহমুকে। সাধারণ সম্পাদক পদে বিনা প্রতিদ্বন্ধিতায় নির্বাচিত হন স্কাইল্যান্ড ট্রাভেলের সিইও মাসুদ মোর্শেদ, সাংগঠনিক সম্পাদক পদে বিনা প্রতিদ্বন্ধিতায় নির্বাচিত হন এ্যাংকর ট্রাভেলের সিইও এসএম মাঈনুদ্দিন পিন্টু।

এরপর পৃষ্ঠা ৩১ কলাম ৩

যুদ্ধে আছে বিজয়ের আনন্দ পরাজয়ের গ্লানি: ড. নবী

টক অব দ্যা উইক

রোকেয়া দীপা

যুদ্ধ রোমান্টিক কোন ব্যাপার না। এতে আছে বিজয়ের আনন্দ, পরাজয়ের গ্লানি, হত্যা, প্রতিশোধ, বিশ্বাসঘাতকতা; সবকিছু মিলিয়েই যুদ্ধের অভিজ্ঞতা রয়েছে। আমরা জানি বাংলাদেশ এমনি স্বাধীন হয়নি। এই স্বাধীনতার জন্য বিশ্বের অন্য কোনো জাতি এতো ত্যাগ স্বীকার করেনি। রক্তের বিনিময়ে এ দেশ আমরা পেয়েছি এবং এটা সম্ভব হয়েছিল কারণ বঙ্গবন্ধু আমাদের স্বপ্ন দেখিয়েছিলেন, আমাদের একত্রিত করেছিলেন। আমরা যারা যুদ্ধ করেছি, এ মাসে তাদের অনুভূতি অন্যদের থেকে একটু বেশিই হবে।- বিজয়ের মাসে নিজ অনুভূতি নিয়ে কথাগুলো বলছিলেন বীর মুক্তিযোদ্ধা ড. নুরুন নবী।

স্বাধীন বাংলাদেশের ৫২ বছর পেরিয়ে ৫৩তে পদার্পণের দিন ১৬ ডিসেম্বর, মহান বিজয় দিবস। এক অবিস্মরণীয় বীরত্বগাথা গৌরবময় দিন। দীর্ঘ ৯ মাসের রক্তক্ষয়ী

এরপর পৃষ্ঠা ৩১ কলাম ১

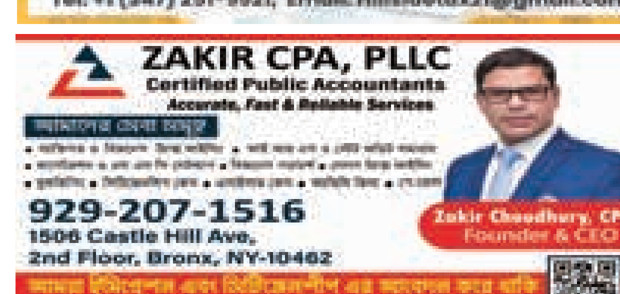

সম্পাদক: **ইব্রাহীম চৌধুরী**, নির্বাহী সম্পাদক: **মনজুরুল হক**। প্রথম আলো উত্তর আমেরিকা কর্তৃক ৩৭-১৮, ৭৩ স্ট্রিট, সুট # ২০২ জ্যাকসন হাইটস, নিউইয়র্ক-১১৩৭২ থেকে প্রকাশিত।
ফোন: ৭১৮- ৩০৮ - ৫০২০, **ই-মেইল: নিউজ**: news@prothomalony.com, **বিজ্ঞাপন**: cm@prothomalony.com